# ॥ সঙ্গীত শাস্ত্র ॥

## ॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

॥ শ্রীইন্দু ভূষণ রায় ॥

( সঙ্গীত প্রভাকর )

—অধ্যক্ষ—

॥ কলাভারতী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়— ধান্যকুড়িয়া ॥

॥ সঙ্গীতভারতী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়— বসিরহাট ॥

॥ কলাভারতী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়— সোনারপুর ॥

॥ গীতভারতী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়— দেবালয় ॥

প্রথম প্রকাশ—
শুভ মহালয়া
১৯শে আশ্বিন—১৩৭৯

পরিবেশক—
কলাভারতী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়
পোঃ ধান্যকুড়িয়া, ২৪ পরগণা

প্রকাশিকা—
মল্লিকা রায়
কলাভারতী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়
পোঃ ধান্যকুড়িয়া, ২৪ পরগণা

এস, চন্দ্র এণ্ড কোং (বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা)
৪নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১৩

ন্যাশনাল মিউজিক মার্ট
৮২/২ এ বিধান সরণী
কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদপট—
শ্রীকানাইলাল চক্রবর্তী

সিদ্ধেশ্বরী লাইব্রেরী
১১০, বিধান সরণী
শ্যামবাজার। কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
রয়্যাল হাফটোন কোং
কলিকাতা-৬

মুদ্রক—
শ্রীবিকাশ ঘোষ
আইডিয়াল প্রেস
[illegible]৫/১, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-[illegible]

—মাতৃ-স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

# ভূমিকা

সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীইন্দু ভূষণ রায় প্রণীত "সঙ্গীতশাস্ত্র" ১ম ও ২য় খণ্ড আমি পড়ে দেখেছি। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞাতব্য বিষয়বস্তু এবং প্রয়োজনীয় তথ্য এই গ্রন্থে পরিবেশন করা হয়েছে। যেটুকু জ্ঞান সকল সঙ্গীত শিক্ষার্থীর থাকা বাঞ্ছনীয় সেটুকু অতি সুন্দরভাবে এই পুস্তকে বুঝিয়ে বলা হয়েছে।

যে সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকা বিদ্যার্থীদের সঙ্গীত শিক্ষা দান করেন, তাঁরাও বইটি হাতের কাছে রাখতে পারেন, কারণ তাতে তাঁদের সুবিধাই হবে।

ইন্দুবাবুর কাছে আমরা আশা করছি যে সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর লেখার অগ্রগতি বজায় থাকবে।

পুস্তকটির প্রচার হলে লেখকের শ্রম সার্থক হবে।

ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

২. ১০. ৭২

সর্বাধ্যক্ষ কলা বিভাগ এবং

প্রধান অধ্যাপক সঙ্গীত বিভাগ

# অধিবচন

সঙ্গীতের শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীদের প্রাথমিক প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই "সঙ্গীতশাস্ত্র" গ্রন্থটি তিনখণ্ডে রচনার পরিকল্পনা করি। প্রথম খণ্ডটি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত এবং অভীষ্ট পূরণে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হল। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এই খণ্ডটিও সঙ্গীত শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীদের সাফল্য সংগ্রহে সবিশেষ সহায়ক হবে।

এই খণ্ডে নির্বাচিত রাগ-রাগিণীর বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যেমন পরিবেশন করা হয়েছে, তেমনি বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কেও সচিত্র জ্ঞাতব্য সন্নিবেশিত হয়েছে। তবলার বিভিন্ন ঘরাণার বাদনশৈলীর সম্পূর্ণ বিবরণ এবং প্রখ্যাত বাদকগণের বংশানুক্রমিক এবং শিষ্যানুক্রমিক পরিচিতি সঙ্গীত জগতের জীবনী-গ্রন্থের অভাব পূরণে সমর্থ হবে। গীত-বাদ্যের ক্ষেত্রে বাঙালী কলাবিদগণের উল্লেখ প্রচলিত অন্যান্য গ্রন্থগুলিতে তেমন পাওয়া যায় না। আমি এই অভাব পূরণে সাধ্যমত সচেষ্ট হয়েছি।

শ্রীঅমিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় (সঙ্গীত বিশারদ ও সঙ্গীত প্রবীণ) এবং সঙ্গীতাচার্য জীবন উপাধ্যায় (অধ্যক্ষ সুরশ্রী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়) ও শ্রীসুরেন পাল (অধ্যক্ষ ভারতীয় সঙ্গীত পরিষদ) মহাশয় সপ্রীতি পরামর্শদান করেছেন।

অধ্যাপক ডঃ জিতেন্দ্রকুমার ঘোষ (এম, এ, ট্রিপল), পি, এইচ, ডি, গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠ করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। প্রখ্যাত পুস্তক পরিবেশক শ্রীএস চন্দ্র গ্রন্থগুলি প্রচারের সুব্যবস্থা করে আমায় বাধিত করেছেন। এঁদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র মহাশয়কে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তিনি এই গ্রন্থের একটি অনবদ্য ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন ও গ্রন্থের মর্য্যাদাবৃদ্ধি করেছেন।

প্রথম খণ্ডটি যেমন সমাদৃত হয়েছে, এই দ্বিতীয় খণ্ডটিও তেমনি সমাদৃত হবে বলেই আশা করি।

অলমতি বিস্তরেণ

শ্রীইন্দুভূষণ রায়।

## ॥ সূচীপত্র ॥

## ॥ রাগ—পরিচয় ॥ আলাপ ও তানসহ ॥



## ॥ সমপ্রকৃতিক রাগের সমতা ও বিভিন্নতা ॥



## ॥ তাল পরিচয় ॥ দ্বিগুণ, তিগুণ চৌগুণ, ও আড় লয় সহ ॥

## ॥ বাদ্যাধ্যায় ॥



## ॥ জীবন পরিচয় ॥

॥ তানপুরার অঙ্গ ॥

## ॥ সঙ্গীত শাস্ত্র ॥

### ॥ তানপুরার বিবরণ ॥

ভারতীয় সঙ্গীতে স্বরের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিবার জন্য তানপুরা যন্ত্রটি ব্যবহার হইয়া থাকে। কথিত আছে তম্বরু মুনি নাকি এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন। তম্বরু মুনির নামানুসারেই এই যন্ত্রটির নাম হইয়াছে তম্বুরা বা তানপুরা। তানপুরার প্রথমেই যে লম্বা দণ্ডটি দেখা যায়, ইহা কাঁঠাল, তুত, সেগুন কাঠ দ্বারা নির্মিত। ইহার ভিতরটা ফাঁপা। দণ্ডের ঠিক নীচে লাউ নির্মিত গোলাকৃতি অংশকে তুম্বা বলা হয়। ইহার ভিতরটা ফাঁপা। তুম্বার উপরে একটি কাঠের ঢাকনা লাগান থাকে ইহাকে তবলী বলা হয়। তবলীর ঠিক মধ্যস্থলে একটি হাড় নির্মিত সেতুর মত দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাকে ব্রীজ বলা হয়। দণ্ড ও তুম্বার সংযোগস্থলকে গুলু বলা হয়। তুম্বার নীচের দিকে শেষপ্রান্তে চারিটি ছিদ্রযুক্ত একটি কাঠের খণ্ড লাগান থাকে, ইহাকে মোগরা বলা হয়। তুম্বার বিপরীত দিকে অর্থাৎ দণ্ডের মাথার দিকে চারিটি কাঠের গোল টুকরা লাগান থাকে, ইহাদের কান বা খুঁটি বলা হয়। তারের একপ্রান্ত মোগরাতে বাঁধা হয় ও অপর প্রান্ত খুঁটিতে জড়ান হয়। খুঁটিগুলির নীচে দুইটি হাড়ের টুকরা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের প্রথমটিকে বলা হয় অটি ও দ্বিতীয়টিকে বলা হয় তারগহন। তারগহনে চারিটি তারের সংখ্যানুযায়ী চারিটি ছিদ্র থাকে। তারগুলি তারগহনের ছিদ্র পথে অগ্রসর হইয়া খুঁটিতে পৌছায়। তানপুরার চারিটি তার থাকে। তার চারিটির প্রথমটি ষ্টীল অথবা পিতলের, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি ষ্টীলের এবং চতুর্থ তারটি পিতলের।

ব্রীজের ঠিক নীচে চারিটি তারের প্রতিটিতে একটি করিয়া মোতি লাগান থাকে, ইহাদের মনকা বলা হয়। এই মনকা উপরে বা নীচে সরাইয়া যথাযথ সুরে মিলাইতে সাহায্য করে। ব্রীজের উপরের সমতল ভাগকে জোয়ারী বলা হয়। ব্রীজের উপরে প্রতিটি তারেব নীচে এক এক টুক্‌রা সুতা লাগান থাকে, এই সুতা দ্বারা তানপুরার জোয়ারী ঠিক করা হয়।

## ॥ তানপুরার সুর মিলাইবার নিয়ম ॥

তানপুরার চারিটি তার থাকে। প্রথমে মাঝখানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় জুড়ীর তার দুইটিকে মধ্য সপ্তকের ষড়জে মিলাইতে হইবে। তাহারপর চতুর্থ পিতলের মোটা তারটিকে মন্দ্র সপ্তকের ষড়জে মিলাইতে হইবে। এইবার প্রথম তারটিকে রাগে ব্যবহৃত স্বর অনুসারে শুদ্ধ গান্ধার, শুদ্ধ মধ্যম, পঞ্চম বা শুদ্ধ নিষাদে মিলাইতে হইবে। প্রথম তারটি পিতল অথবা ষ্টীলের। ইহাকে সাধারণতঃ পঞ্চমে মিলান হয়, তবে যে রাগে পঞ্চম বর্জ্জিত সেক্ষেত্রে শুদ্ধ মধ্যমে মিলান হয়। তীব্র মধ্যমে কখনও তানপুরা বাঁধা হয় না। যে রাগে পঞ্চম ও শুদ্ধ মধ্যম উভয়ই বর্জিত সেক্ষেত্রে পিতলের তার হইলে শুদ্ধ গান্ধারে ও ষ্টীলের তার হইলে শুদ্ধ নিষাদে মিলান হইয়া থাকে। এইবার ব্রীজের উপরের সুতার টুক্‌রাগুলি প্রয়োজন মত সরাইয়া জোয়ারী ঠিক করিতে হইবে। তানপুরার সুর মিলাইতে হইলে বিশেষ সুরবোধ থাকা প্রয়োজন। প্রথমে গুরুর নিকটেই তানপুরার সুর মিলান শিক্ষা করা উচিত।
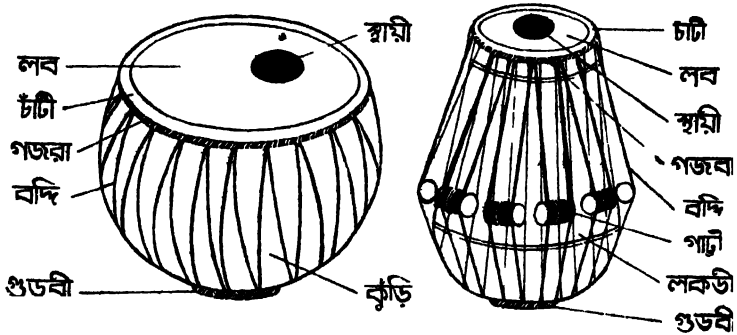
## ॥ তবলার বিবরণ ॥

ভারতীয় তালবাদ্যের মধ্যে তবলা প্রধান ও সর্ব্বাধিক প্রচলিত। কথিত আছে আলাউদ্দিন খিলজির দরবারের মহাজ্ঞানী, কবি, সঙ্গীত-শিল্পী অমীর খুসরো পাখোয়াজকে দুইভাগে ভাগ করিয়া তবলার সৃষ্টি করিয়াছেন। তবলা বলিতে তবলা ও বাঁয়া দুইটিকে বুঝায়। তবলা ডান হাত দ্বারা বাজান হয় ও বাঁয়া বামহাত দ্বারা বাজান হয়। তবলা সাধারণতঃ আম, কাঁঠাল, নিম, শীষম, চন্দন প্রভৃতি কাঠের হইয়া থাকে। ইহার ভিতরটা ফাঁপা, আকৃতি গোল ও উচ্চতায় প্রায় এক ফুট হইয়া থাকে। ইহার মুখটা পাঁচ হইতে ছয় ইঞ্চি চওড়া হইয়া থাকে। তবলার কাঠের উপরিভাগ যে চামড়া দ্বারা ঢাকা থাকে তাহাকে পুড়ী বলা হয়। পুড়ীর ঠিক মধ্যস্থলে যে চন্দ্রাকার কালো মসলা লাগান থাকে তাহাকে স্যাহী বলা হয়। পুড়ীর চারিদিকে প্রায় এক ইঞ্চি চওড়া যে চামড়ার পাতলা পট্টি লাগান থাকে তাহাকে

চাঁটী বলা হয়। চাঁটী ও স্যাহীর মধ্যস্থলকে লব অথবা ময়দান বলা হয়। পুড়ীর চারদিকে চামড়ার মালার মত যে বিনুনী করা থাকে তাহাকে গজরা বলা হয়। তবলার নীচে আর একটি চমড়ার মালার মত দেখিতে পাওয়া যায় ইহাকে গুড়রী বলা হয়। গজরা ও গুড়রীর মধ্য দিয়া যে চামড়ার সরু পট্টি লাগান থাকে তাহাকে বদ্ধি বলা হয়। এই বদ্ধি দ্বারা পুড়ী কষা হয়। বদ্ধির মধ্যে দুই ইঞ্চি লম্বা কাঠের যে আটটি গোল টুক্‌রা লাগান থাকে তাহাদের গাট্টা বলা হয়। এই গাট্টাগুলি তবলার সুর মিলাইতে সাহায্য করে। বাঁয়া মাটি বা তামা দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার ভিতরটা ফাঁপা, আকৃতি গোল ও উচ্চতায় ১০ ইঞ্চি হইয়া থাকে। তবলার মতই যে চামড়া দ্বারা বাঁয়ার মুখ ঢাকা থাকে তাহাকে পুড়ী বলা হয়। বাঁয়ার উপরে যে চন্দ্রাকার কাল মসলা লাগান থাকে তাহাকে স্যাহী বলা হয়। বাঁয়ার পুড়ীর চারিদিকে যে এক ইঞ্চি চওড়া পাতলা চামড়ার পট্টি লাগান থাকে তাহাকে চাঁটী বলা হয়। চাঁটী ও স্যাহীর মধ্যস্থলকে লব বা ময়দান বলা হয়। বাঁয়ার পুড়ীর চারিদিকে তবলার ন্যায় চামড়ার তৈয়ারী মালার মত দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাকে গজরা বলা হয়। বাঁয়ার নীচে আর একটি চামড়ার তৈয়ারী মালার মত দেখিতে পাওয়া যায় ইহাকে গুড়রী বলা হয়। বাঁয়ার পুড়ী কষিবার জন্য কোন কোন বাঁয়াতে পিতলের আংটির মত ডোরী লাগান থাকে, আবার কোন কোন বাঁয়াতে চামড়ার বদ্ধি লাগান থাকে। তবলা ও বাঁয়া পাশা-পাশি রাখিয়া বাজাইতে হয়।

## ।। তবলার সুর মিলাইবার নিয়ম ।।

তবলা সাধারণতঃ মধ্য ও তার সপ্তকের স্বরে মিলান হইয়া থাকে। কখনও কখনও মধ্য সপ্তকের মধ্যমে ও পঞ্চমে মিলান হইয়া থাকে। যে রাগে পঞ্চমের প্রয়োগ হয় না সেক্ষেত্রে তবলা মধ্যমে মিলান হয়। তার সপ্তকের স্বরে মিলাইলে তবলা খুবই শ্রুতি মধুর হয়। তবলা মিলাইবার বা স্বর উঁচু নীচু করিবার জন্য গাট্টার সাহায্য লইতে হয়। তবলা মিলাইবার পূর্ব্বে ঠিক মত বুঝিয়া লইতে হইবে যে, যে স্বরে তবলা বাঁধা আছে ও যে স্বরে মিলাইতে হইবে তাহার সহিত কত তফাৎ আছে। দুই স্বরে যদি বেশী তফাৎ থাকে তাহা হইলে গাট্টাতে আঘাত করিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে। যদি তবলার সুর চড়া বা উঁচু করিতে হয় তাহা হইলে হাতুড়ী দ্বারা উপর দিক হইতে গাট্টাকে আঘাত করিয়া নীচের দিকে আনিলে স্বর উঁচু হইয়া যাইবে। ইহার বিপরীত অর্থাৎ যদি সুর বেশী নীচু করিতে হয় তাহা হইলে হাতুড়ী দ্বারা গাট্টার নীচের দিক হইতে আঘাত করিয়া উপরের দিকে আনিলে স্বর নীচু হইয়া যাইবে। আর যদি সামান্য তফাৎ থাকে তাহা হইলে তবলার গজরাতে হাতুড়ী দ্বারা আঘাত করিয়া ঠিক করা যাইতে পারে। তবে গজরাতে হাতুড়ী দ্বারা বেশী আঘাত করিলে প্রথমতঃ পুড়ী খারাপ হইয়া যায় ও দ্বিতীয়তঃ গজরাতে মিলান তবলা শীঘ্রই বেসুরা হইয়া যায়॥

## ।। আন্দোলনের চওড়াই ও উহার ছোট বড় পনের সম্বন্ধ ।।

আন্দোলনের চওডাই বেশী হইলে নাদ বড় হইবে ও আন্দোলনের চওড়াই কম হইলে নাদ ছোট হইবে। তানপুরার তাবে আঘাত করিলে তারটি স্থানচ্যুত হইয়া এপাশ ও ওপাশ দুলিতে বা আন্দোলিত হইতে থাকিবে। এই আন্দোলনের চওডাই বা বিস্তৃতি যত বেশী হইবে নাদ তত বড হইবে ও জোর শোনা যাইবে এবং আন্দোলনের চওডাই বা বিস্তৃতি যত কম হইবে নাদ তত ছোট হইবে ও কম শোনা যাইবে। আন্দোলনের চওডাই তারের উপর আঘাতের শক্তির উপব নির্ভর করে। আঘাতের শক্তি বেশী হইলে আন্দোলনের চওডাই বেশী হইবে ও নাদ বড হইবে এবং আঘাতের শক্তি কম হইলে আন্দোলনেব চওডাই কম হইবে ও নাদ ছোট হইবে॥

## ।। আধুনিক মতে ২২ শ্রুতির সাতটি শুদ্ধ স্বরে বিভাজন ।।

আধুনিককাল ১৯০০ শতাব্দীতে আরম্ভ হয়। এই সময় পণ্ডিত ভাতখণ্ডে লিখিত "অভিনব রাগ মঞ্জরী" বাহির হয়। ভাতখণ্ডেজী ২২ শ্রুতির উপর সাতটি শুদ্ধ স্বরের স্থাপনা প্রাচীন ও মধ্যকালীন গ্রন্থকারদিগের ন্যায় অন্তিম শ্রুতির উপর না করিয়া প্রথম শ্রুতির উপর স্থাপনা করিয়াছেন। যথা: ষড়জ প্রথম শ্রুতির উপর, ঋষভ পঞ্চম শ্রুতির উপর, গান্ধার অষ্টম শ্রুতির উপর, মধ্যম দশম শ্রুতির উপর, পঞ্চম চতুর্দ্দশ শ্রুতির উপর, ধৈবত অষ্টাদশ শ্রুতির উপর ও নিষাদ একবিংশ শ্রুতির উপর স্থাপন করিয়াছেন।

## ॥ আধুনিক মতে ২২ শ্রুতির সাতটি শুদ্ধ স্বরে বিভাজন ॥

| শ্রুতির সংখ্যা | শ্রুতির নাম | সাতটি শুদ্ধ স্বর |
|---|---|---|
| ১ | তীব্রা | ষড়্জ |
| ২ | কুমুদ্বতী | |
| ৩ | মন্দা | |
| ৪ | ছন্দোবতী | |
| ৫ | দয়াবতী | ঋষভ |
| ৬ | রঞ্জনী | |
| ৭ | রক্তিকা | |
| ৮ | রৌদ্রী | গান্ধার |
| ৯ | ক্রোধী | |
| ১০ | বজ্রিকা | মধ্যম |
| ১১ | প্রসারিণী | |
| ১২ | প্রীতি | |
| ১৩ | মার্জ্জনী | |
| ১৪ | ক্ষিতি | পঞ্চম |
| ১৫ | রক্তা | |
| ১৬ | সন্দিপিনী | |
| ১৭ | আলাপিনী | |
| ১৮ | মদন্তী | ধৈবত |
| ১৯ | রোহিনী | |
| ২০ | রম্যা | |
| ২১ | উগ্রা | নিষাদ |
| ২২ | ক্ষোভিনী | |

# ॥ গায়কের গুণ ও অবগুণ ॥

## ॥ গুণ ॥

হৃদ্যশব্দঃ সুশারিরো গ্রহমোক্ষবিচক্ষণঃ ।
রাগরাগাঙ্গভাষাঙ্গক্রিয়াঙ্গোপাঙ্গকোবিদঃ ॥
প্রবন্ধগাননিষ্মাতো বিবিধালপ্তিতত্ত্ববিৎ ।
সর্ব্বস্থানোচ্চগমকেষ্মনায়াসলসদগতিঃ ॥
আয়ত্বকণ্ঠস্তালজ্ঞ সাবধানো জিতশ্রমঃ ।
শুদ্ধচ্ছায়ালগাভিজ্ঞঃ সর্ব্বকাকুবিশেষবিৎ ॥
অপারস্থায়সঞ্চারঃ সর্ব্বদোষবিবর্জিতঃ ।
ক্রিয়াপরোহজস্রলয়ঃ সুঘটো ধারণান্বিতঃ ॥
স্ফুর্জন্নির্জবনো হারিরহঃ কৃদ্‌ভজনোদ্‌ধুরঃ ।
সুসম্প্রদায়ো গীতজ্ঞৈর্গীয়তে গায়নাগ্রণোঃ ॥

—সঙ্গীত রত্নাকর

১। হৃদ্যশব্দ :—সুমধুর কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট।

২। সুশারীর :—যাহার আওয়াজ বিনা অভ্যাসেই রাগের স্বরূপ প্রকাশ করিতে সক্ষম।

৩। গ্রহমোক্ষবিচক্ষণ :—গ্রহ এবং ন্যাস স্বরের প্রয়োগবিধি যাঁহার জানা আছে।

৪। রাগরাগাঙ্গভাষাঙ্গক্রিয়াঙ্গোপাঙ্গকোবিদ :—রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ সম্বন্ধে যাঁহার সম্যক জ্ঞান আছে।

৫। প্রবন্ধগাননিষ্মাত :—প্রাচীনকালে প্রচলিত প্রবন্ধগান সম্বন্ধে যিনি অভিজ্ঞ।

৬। বিবিধালপ্তিতত্ত্ববিৎ :—বিবিধ প্রকার আলপ্তি সম্বন্ধে যাঁহার সম্যক জ্ঞান আছে।

৭। সর্ব্বস্থানোচ্চগমকেস্বনায়াসলদ্গতি :—যিনি মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিন স্থানে গমকে পটু।

৮। আয়ত্বকণ্ঠ :—যিনি কণ্ঠস্বরকে ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারেন।

৯। তালজ্ঞ :—বিভিন্ন তাল সম্বন্ধে যাঁহার সম্যক জ্ঞান আছে।

১০। সাবধান :—যিনি একাগ্রচিত্তে গান করিতে পারেন।

১১। জিতশ্রম :—সঙ্গীত পরিবেশনকালে যাহাকে পরিশ্রান্ত দেখায় না।

১২। শুদ্ধছায়ালগাভিজ্ঞ :—শুদ্ধ, ছায়ালগ ও সঙ্কীর্ণ রাগ সম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞান আছে।

১৩। সর্ব্বকাকুবিশেষবিৎ :—সঙ্গীত শাস্ত্রোক্ত ছয় প্রকার কাকু সম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞান আছে। ছয়প্রকার কাকুর নাম যথা—স্বরকাকু, রাগকাকু, দেশকাকু, ক্ষেত্রকাকু, অন্যরাগকাকু, যন্ত্রকাকু।

১৪। অপারস্থায় সঞ্চার :—যিনি গান করিবার সময় গানের অসংখ্য স্থায় অর্থাৎ রাগাবয়ব রচনা করিতে সক্ষম।

১৫। সর্বদোষবিবর্জিত :—যিনি শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুযায়ী নির্দোষ ভাবে গান করিতে পারেন।

১৬। ক্রিয়াপর :—যিনি নিয়মিত অভ্যাস দ্বারা সঙ্গীতে পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছেন।

১৭। অজস্রলয় :—বিভিন্ন প্রকার লয় সম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞান আছে।

১৮। সুঘট :—সৌন্দর্যজ্ঞান।

১৯। ধারণান্বিত :—মেধাবী অর্থাৎ উত্তম স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন।

২০। স্ফুর্জন্নির্জবন :—যিনি নির্জবন প্রয়োগ করিতে পারেন। নির্জবন গানের একপ্রকার অবয়ব। নির্জবনের প্রকৃতি মেঘগর্জ্জনের মত গম্ভীর।

২১। হারিরহঃকৃত্তজনোদ্ধুর :—যিনি তাঁর সুমধুর সঙ্গীতের দ্বারা শ্রোতার মন মুগ্ধ করিতে পারেন।

২২। সুসম্প্রদায় :—যিনি গুরু পরম্পরা উচ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত।

## ॥ অবগুণ বা দোষ ॥

সংদষ্টোদধৃষ্টসূৎকারি ভীতশঙ্কিতকম্পিতাঃ।
করালী বিকলঃ কাকী বিতালকরভোদ্বড়াঃ॥
ঝোম্বকস্তুম্বকী বক্রী প্রসারী বিনিমীলকঃ।
বিরসাপস্বরাব্যক্ত স্থানভ্রষ্টাব্যবস্থিতাঃ॥
মিশ্রকোহনবধানশ্চ তথাহন্যঃ সানুনাসিকঃ।
পঞ্চবিংশতিরিত্যেতে গাওকা নিন্দিতা মতাঃ॥

—সঙ্গীত রত্নাকর

১। সংদষ্ট :—যিনি দাঁত চাপিয়া গান করেন।

২। উদ্ধৃষ্ট :—যিনি কর্কশ চীৎকার করিয়া গান করেন।

৩। সূৎকারী :—যিনি সুতকার অর্থাৎ এঁ এঁ এইরূপ শব্দ করিয়া গান করেন।

৪। ভীত :— যিনি ভয়ে ভয়ে গান করেন।

৫। শঙ্কিত :—যিনি শঙ্কিত ও উতলা হইয়া গান করেন।

৬। কম্পিত :—যিনি কম্পিত আওয়াজে গান করেন।

৭। করালী :—যিনি বিকট হাঁ করিয়া গান করেন।

৮। বিকল :—গান করিবার সময় যাঁহার গানে স্বরস্থান ঠিক থাকে না।

৯। কাকী :—যিনি কাকের মত কর্কশ স্বরে গান করেন।

১০। বিতাল :—যিনি গান শুরু করিয়া অল্প পরেই তাল ভ্রষ্ট হন।

১১। করভ :—যিনি উর্দ্ধদিকে মুখ করিয়া গান করেন।

১২। উদ্বড় :—যিনি ভেড়ার মত মুখ ব্যাদান করিয়া গান করেন।

১৩। ঝোম্বক :—যিনি গলার শিরা ফুলাইয়া গান করেন।

১৪। তুম্বকী :—যিনি তুম্বার মত মুখ ফুলাইয়া গান করেন।

১৫। বক্রী :—যিনি মুখ বাঁকা করিয়া গান করেন।

১৬। প্রসারী :—যিনি হাত-পা ছুঁড়িয়া গান করেন।

১৭। নিমীলক :—যিনি চক্ষু বুজিয়া গান করেন।

১৮। নিরস :—যাঁহার গানে কোন রস বা মাধুর্য নাই।

১৯। অপস্বর :—যিনি ভ্রমবশতঃ বর্জ্জিত স্বর প্রয়োগ করিয়া গান করেন।

২০। অব্যক্ত :—যিনি গানের শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেন না।

২১। স্থানভ্রষ্ট :—যাঁহার আওয়াজ যথাস্থানে পোঁছায় না।

২২। অব্যবস্থিত :—যিনি মনস্থির করিয়া যথাযথভাবে গান করিতে পারেন না।

২৩। মিশ্রক :— যিনি রাগের শুদ্ধতা বজায় না রাখিয়া উহাকে অন্যরাগের সহিত মিশাইয়া গান করেন।

২৪। অনবধান :—যিনি গানের নিয়ম উপেক্ষা করিয়া নিজের খেয়ালমত গান করেন।

২৫। সানুনাসিক :— যিনি নাকিসুরে গান করেন।

## ।। তানের বিভিন্ন প্রকারের বর্ণনা ।।

রাগে ব্যবহৃত স্বরসমূহের বিভিন্ন রচনাকে আকার সহযোগে দ্রুতগতিতে গাহিলে তাহাকে তান কহে। তান বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে, যথা : শুদ্ধ, সরল বা সপাট তান, কূট তান, মিশ্র তান, ছুট-তান, গমক তান, আলঙ্কারিক তান, বক্র তান, ফিরত তান, বোল তান ইত্যাদি।

**শুদ্ধ, সরল বা সপাট তান** :—যে তান রাগের আরোহ, অবরোহে ব্যবহৃত স্বরের ক্রমানুসারে হয় তাহাকে শুদ্ধ তান কহে। ইহাকে

সরল বা সপাট তানও বলা হয়। যেমন : সারে গপ ধসা রেঁগঁ রেঁসা ধপ গরে সাসা।

কূটতান :—যে তান সরলভাবে না হইয়া কূটগতিতে হইয়া থাকে তাহাকে কূটতান কহে। যেমন :—সাপ রেম গপ রেগ রেম গরে সা।

মিশ্রতান :—শুদ্ধ ও কূটতানের সংমিশ্রণে যে তান রচিত হয় তাহাকে মিশ্রতান কহে। সারে গপ ধপ গরে গপ গরে সারে রেসা।

ছুটতান :—যখন তার সপ্তকের কোন স্বর হইতে অবরোহক্রমে দ্রুতগতিতে নামিয়া আসা হয় তাহাকে ছুটতান কহে।

যেমন :—গঁ- গঁরেঁ সাঁনি ধপ মগ রেসা।

গমকতান :—গমক সহকারে যে তান গাওয়া হয় তাহাকে গমক-তান কহে। যেমন :—সাসা মম রেসা, সাসা মম পপ, মম রেসা।

আলঙ্কারিক তান :—যে তান অলঙ্কারের মত রচনা করিয়া গাওয়া হয় তাহাকে আলঙ্কারিক তান কহে।

যেমন :—সাগ্ম গ্মধ্র মধ্রনি ধ্রনিসা সাঁনিধ্র নিধ্রম ধ্রমগ্ মগ্সা।

বক্রতান :—যে তান বক্রভাবে রচনা করিয়া গাওয়া হয় তাহাকে বক্রতান কহে। যেমন :—সাগ সাম গম গপ. মধ পম গম গরে।

ফিরত তান :—একই স্বরকে বিভিন্ন প্রকারে প্রয়োগ করাকে ফিরত তান কহে। যেমন :—নিরে গরে, গর্ম গরে, গর্ম পর্ম গরে।

বোলতান :—তানের সহিত গানের বাণীযুক্ত হইলে তাহাকে বোলতান কহে। যেমন :—

| সারে | গপ | ধর্সা | ধপ | ধর্সা | ধপ | গরে | সাসা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সিঽ | রিঽ | গুঽ | রুঽ | চঽ | রঽ | নঽ | ঽঽ |

## ॥ গমক ॥

মধুর ও গাম্ভীর্যের সহিত কোন স্বরকে বিশেষভাবে দুলিয়ে-দুলিয়ে উচ্চারণ করাকে গমক কহে। যেমন :—সাঽঽঽ রেঽঽঽ গঽঽঽ মঽঽঽ ইত্যাদি।

## ॥ আড় ॥

বরাবর বা ঠায় লয়ের দেড়গুণ গতিকে আড় বলা হয় অর্থাৎ তিন মাত্রাকে দুই মাত্রার মধ্যে গাওয়া বা বাজান হইলে তাহাকে আড় কহে।

## ॥ স্থায় ॥

রাগ পরিবেশনকালে যে ছোট ছোট স্বরসমষ্টি দ্বারা স্বর বিস্তার করা হয় তাহাদিগকে স্থায় বলা হয়।

# ।। স্বর ও সময় অনুসারে রাগের তিন বর্গ ।।

স্বর ও সময় অনুসারে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগগুলিকে প্রধানতঃ তিনটি বর্গে বিভাজিত করা হইয়াছে। যথা—(১) রে, ধ কোমল ( ব্যতিক্রম হিসাবে ধ শুদ্ধ ) যুক্ত রাগ বা সন্ধিপ্রকাশ রাগ। ইহা ভৈরব, পূর্ব্বী ও মারবা ঠাট হইতে উৎপন্ন। (২) রে ও ধ শুদ্ধ যুক্ত রাগ। ইহা বিলাবল, কল্যাণ ও খাম্বাজ ঠাট হইতে উৎপন্ন। (৩) গ ও নি কোমল যুক্ত রাগ। ইহা কাফী, আশাবরী, ভৈরবী, টোড়ী প্রভৃতি ঠাট হইতে উৎপন্ন।

(১) রে, ধ কোমল যুক্ত রাগ বা সন্ধিপ্রকাশ রাগ :—

দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে এবং রাত্রি ও দিনের সন্ধিক্ষণে রে, ধ কোমল যুক্ত রাগ বা সন্ধিপ্রকাশ রাগ গাওয়া হয়। সন্ধিপ্রকাশ রাগ গাহিবার সময় সকাল ও সন্ধ্যা ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত। সন্ধিপ্রকাশ রাগের বিশেষত্ব হইল এই যে, ইহাতে রে ও ধ কোমল লাগিবে। যেমন—ভৈরব, রামকেলী, কালিংগড়া প্রভৃতি প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ এবং পূর্ব্বী, শ্রী, পুরিয়াধানেশ্রী প্রভৃতি সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ। মারবা ঠাটের যাবতীয় রাগ অর্থাৎ মারবা, সোহিনী, পুরিয়া প্রভৃতি রাগে শুদ্ধ ধৈবত ব্যবহার হইলেও ইহাদের সন্ধিপ্রকাশ রাগ বলিয়া ধরা হয়। সন্ধিপ্রকাশ রাগের ধৈবত যাহা হউক না কেন রে কোমল থাকিবে ও গ শুদ্ধ থাকিবে।

(২) রে ও ধ শুদ্ধযুক্ত রাগ :—

যে সমস্ত রাগে রে ও ধ শুদ্ধ ব্যবহার হয় সেই সব রাগ সন্ধিপ্রকাশ রাগের প্রহরেই গাওয়া হয়। এই রাগ গাহিবার সময় ৭টা

হইতে ১০টা বা ১২টা পর্য্যন্ত। ২৪ ঘণ্টায় এই রাগ গাহিবার সময় দুইবার আসে। যেমন প্রথম দিবা ৭টা হইতে ১০ বা ১২টা পর্য্যন্ত ও দ্বিতীয় রাত্রি ৭টা হইতে ১০ বা ১২টা পর্য্যন্ত। রে ও ধ শুদ্ধ-যুক্ত রাগের বিশেষত্ব হইল এই যে ইহাতে রে, ধ শুদ্ধ থাকিবে। তাছাড়া 'গ' ও শুদ্ধ থাকিবে।

যেমন—বিলাবল ঠাট হইতে দেশকার, বিহাগ। কল্যাণ ঠাট হইতে ইমন, ভূপালী ও খাম্বাজ ঠাট হইতে দেশ, খাম্বাজ প্রভৃতি রাগ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে সর্ব্বদাই রে, ধ ও গ শুদ্ধ ব্যবহার হইয়া থাকে।

(৩) গ্ ও নি্ কোমলযুক্ত রাগ :—

রে ও ধ শুদ্ধ যুক্ত রাগ গাহিবার পরেই গ্ নি্ কোমল যুক্ত রাগ গাহিবার সময় আসে। এই রাগ গাহিবার সময় দিবা এবং রাত্রি ১০টা বা ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত। এই সময় ২৪ঘণ্টায় দুইবার আসে। এই রাগের বিশেষত্ব হইল এই যে, ইহাতে কোমল স্বর লাগিবেই। সেইজন্য এই বর্গের অন্তর্গত কাফী, আশাবরী, ভৈরবী টোড়ী প্রভৃতি ঠাটের রাগ আসে।

যেমন—কাফী ঠাট হইতে বাগেশ্রী, ভীমপলশ্রী। আশাবরী ঠাট হইতে জৌনপুরী, আশাবরী। ভৈরবী ঠাট হইতে ভৈরবী, মালকোষ। ও টোড়ী ঠাট হইতে টোড়ী, মুলতানী প্রভৃতি রাগ উৎপন্ন হইয়াছে। তবে টোড়ী ঠাটের কোন রাগ গ্ নি্ কোমল যুক্ত রাগের মধ্যে পড়ে না তবুও ইহাকে এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়। আবার পটদীপ রাগে কেবল গ্ কোমল ব্যবহার হয় তবুও ইহাকে এই বর্গের মধ্যে ধরা হয়।

## ॥ শ্রুতি এবং নাদের সূক্ষ্মভেদ ॥

নাদ :—স্থির ও নিয়মিত আন্দোলন হইতে উৎপন্ন মধুর ধ্বনিকে নাদ বলা হয়। যে ধ্বনি অনিয়মিত ও অমধুর তাহা সঙ্গীতের উপযোগী নহে। অর্থাৎ সঙ্গীতোপযোগী যে মধুর ধ্বনি তাহাই নাদ। নাদ দুই প্রকার যথা : আহত নাদ ও অনাহত নাদ।

শ্রুতি :—শ্রূয়তে ইতি শ্রুতি। অসংখ্য নাদ হইতে যে নাদগুলি সঙ্গীতের উপযোগী বলিয়া পরস্পরের পার্থক্যসহ বিশেষভাবে শোনা যায় শাস্ত্রে ইহাদের নাম শ্রুতি। নাদের সংখ্যা অনেক, কিন্তু বিশেষভাবে শ্রুত হয় ২২টি নাদ। এই ২২টি নাদকে শ্রুতি বলা হয়। আর এই ২২টি শ্রুতির উপরেই আমাদের প্রচলিত সপ্তস্বর প্রতিষ্ঠিত।

## । শুদ্ধ, ছায়ালগ ও সঙ্কীর্ণ রাগ ॥

শুদ্ধরাগ :—যে রাগ শাস্ত্রীয় নিয়মানুযায়ী সম্পূর্ণ শুদ্ধভাবে গাওয়া হয় তাহাকে শুদ্ধরাগ বলা হয়। যেমন—বিলাবল।

ছায়ালগ রাগ :—যে রাগ কোন শুদ্ধ রাগের সামান্য ছায়া অবলম্বনে গাওয়া হয় তাহাকে সালঙ্ক বা ছায়ালগ রাগ বলা হয়। যেমন—ছায়ানট।

সংকীর্ণ রাগ :—শুদ্ধ ও ছায়ালগ রাগের সংমিশ্রণে যে রাগ গাওয়া হয় অর্থাৎ যাহাতে দুইএর অধিক রাগের মিশ্রণ থাকে তাহাকে সংকীর্ণ রাগ বলা হয়। যেমন—পিলু।

## ।। পরমেল প্রবেশক রাগ ।।

মেল মানে ঠাট। পরমেল শব্দটি পরবর্ত্তী বা অপর মেল অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। এক মেল হইতে অপর মেলে প্রবেশ করার অর্থ হইতেছে ঐ উভয় মেলের মধ্যে একটি সংযোগ বিধান করা, যাহাতে পূর্ববর্ত্তী মেলের স্বর কিছু কিছু বজায় রাখিয়া পরবর্ত্তী মেলের কোন কোন স্বর আমদানী করা যায়। যে রাগ দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হয় তাহাকে পরমেল প্রবেশক রাগ বলা হয়। এক ঠাটের গান হইতে হঠাৎ অন্য একটি ঠাটের স্বর লইয়া গান আরম্ভ করিলে স্বরের আকস্মিক পরিবর্তন শ্রোতার নিকট বিসদৃশ মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে একটি পরমেল প্রবেশক রাগ পরিবেশন করিলে স্বর পরিবর্ত্তনের এই আকস্মিকতা আর অনুভূত হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জয়জয়ন্তী খাম্বাজ ঠাটের রাগ হইলেও ইহাতে শুদ্ধ গান্ধার ছাড়াও কোমল গান্ধার প্রয়োগ করা হয়, অতএব ইহাতে কাফী ঠাটের উপাদানও মিশ্রিত হইল। সুতরাং জয়জয়ন্তীর পর কাফী ঠাটের কোন রাগ পরিবেশন করিলে কোমল গান্ধারের প্রয়োগ আচম্বিতে করা হইল এমন কথা বলা চলে না। এই কারণে জয়-জয়ন্তীকে পরমেল প্রবেশক রাগ বলা হয়।

# ॥ সন্ধিপ্রকাশ রাগ ॥

দিন ও রাত্রির মিলন সময় দুইটি, সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের যে সমস্ত রাগ এই সময় গাহিবার রীতি আছে তাহাদের সন্ধিপ্রকাশ রাগ বলা হয়।

সন্ধিপ্রকাশ রাগ দুই প্রকার—যথা: প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ ও স্বায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ। রাত্রি ও দিনের সন্ধিক্ষণে যে সমস্ত রাগ গাওয়া হয় তাহাদের প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ বলা হয় এবং দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে যে সমস্ত রাগ গাওয়া হয় তাহাদের সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ বলা হয়। প্রকৃত সন্ধির সময় একটি মুহূর্ত মাত্র। কিন্তু এই এক মুহূর্তের মধ্যে কোন রাগ গাওয়া বা বাজান সম্ভব নয়। সেই কারণে সুবিধার জন্য সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্ব্ব ও কিছুক্ষণ পর অর্থাৎ দিবা ও রাত্রির ৪-টা হইতে ৭-টা পর্য্যন্ত সময় সন্ধিপ্রকাশ রাগ গাহিবার উপযুক্ত বলিয়া মানা হয়। সন্ধিপ্রকাশ রাগের মুখ্য লক্ষণ হইতেছে ঋষভ, ধৈবত কোমল ও গান্ধার শুদ্ধ থাকিবে। ব্যতিক্রম হিসাবে কোন কোন সন্ধিপ্রকাশ রাগে ধৈবত শুদ্ধ থাকিতে পারে তবে ঋষভ অবশ্যই কোমল থাকিবে। প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ বুঝিবার এক বিশেষ নিয়ম আছে। যেমন প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগে সাধারণতঃ শুদ্ধ মধ্যম ব্যবহার হয় এবং সায়ংকালীন সন্ধি-প্রকাশ রাগে সাধারণতঃ তীব্র মধ্যম ব্যবহার হয়। ভৈরব, কালিংগড়া, রামকেলী প্রভৃতি রাগ প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগের অন্তর্ভুক্ত এবং পূর্ব্বী, শ্রী, মারবা প্রভৃতি রাগ সায়ংকালীন সন্ধি-প্রকাশ রাগের অন্তর্ভুক্ত।

# ॥ ঠাট ও রাগের বিশেষ নিয়ম ॥

| ॥ ঠাট ॥ | ॥ রাগ ॥ |
|---|---|
| ১। রাগ উৎপাদনে সমর্থ বিশিষ্ট স্বর রচনাকে ঠাট বলা হয়। | ১। মনোরঞ্জনকারী স্বরবিস্তার ও স্বরসমূহকে রাগ বলা হয়। |
| ২। সপ্তকের অন্তর্গত শুদ্ধ ও বিকৃত মিলিয়া বারটি স্বর হইতে ঠাট উৎপন্ন হয়। | ২। ঠাট হইতে রাগ উৎপন্ন হয়। |
| ৩। ঠাটে কেবল আরোহ আছে অবরোহ নাই। | ৩। রাগে আরোহ অবরোহ উভয়ই আছে। |
| ৪। ঠাটে ব্যবহৃত স্বরগুলি ক্রমানুসারে সাজান হয় যথা: বিলাবল ঠাটের ব্যবহৃত স্বর— সা রে গ ম প ধ নি। | ৪। রাগের ব্যবহৃত স্বরগুলি ক্রমানুসারে সাজাইবার প্রয়োজন হয় না। যথা— তি ল কা মো দ রাগের আরোহ সা রে গ সা, রে ম প ধ ম প র্সা। |
| ৫। সাতটি স্বরের কমে ঠাট রচিত হয় না। | ৫। সাতটি ছয়টি ও পাঁচটি স্বর দ্বারাও রাগ গঠিত হয়। |
| ৬। ঠাটে কোন স্বর বর্জিত হয় না। | ৬। রাগে একটি বা দুইটি স্বর বর্জিত থাকিতে পারে, তবে ম ও প একসঙ্গে বর্জিত হয় না। |

| ঠাট | ॥ রাগ ॥ |
|---|---|
| ৭। ঠাটের মনোরঞ্জন করিবার ক্ষমতা নাই। | ৭। রাগের মনোরঞ্জন করিবার ক্ষমতা আছে। |
| ৮। ঠাটে রঞ্জকতার প্রয়োজন নাই। | ৮। রাগের রঞ্জকতার প্রয়োজন আছে। যথা :—"রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ"। |
| ৯। ঠাটের বাদী সমবাদী নাই। | ৯। রাগের বাদী সমবাদী আছে। |
| ১০। ঠাট পরিবেশন করিবার সময় নাই। | ১০। রাগ পরিবেশন করিবার সময় আছে। |
| ১১। ঠাটে অবরোহ নাই বলিয়া উহা সম্পূর্ণরূপে গাওয়া যায় না। আরোহে ব্যবহৃত স্বরগুলি কথঞ্চিৎ গাওয়া হয়। | ১১। রাগে আরোহ অবরোহ উভয় আছে বলিয়া উহা সম্পূর্ণরূপে গাওয়া যায়। |
| ১২। প্রত্যেক ঠাটেই এমন একটি করিয়া রাগ থাকে যাহা ঠাটের নামে পরিচিত। যেমন : ভৈরব রাগ ভৈরব ঠাটের নামে পরিচিত। | ১২। প্রত্যেক রাগ নিজের নামে পরিচিত। যেমন—দেশ, বিহাগ, ভৈরব, ইত্যাদি। |
| ১৩। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে দশটির অধিক ঠাট নাই। | ১৩। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে রাগের সংখ্যা অনেক। |
| ১৪। ঠাটের জাতি নাই। | ১৪। রাগের জাতি আছে। |

# ॥ ভাতখণ্ডে স্বরলিপি পদ্ধতি ॥

## ॥ স্বর ॥

১। শুদ্ধ স্বরের কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন নাই।

যথা :—সা রে গ ম প ধ নি ।

২। কোমল স্বরের নীচে এইরূপে রেখা বসে।

যথা :—রে̱ গ̱ ধ̱ নি̱।

৩। তীব্র বা কড়ি স্বরের মাথায় লম্ব দাঁড়ি বসে।

যথা :—ম॑ ।

## ॥ সপ্তক ॥

৪। মন্দ্র সপ্তকের স্বরের নীচে বিন্দু বসে।

যথা :—গ̣ ম̣ প̣ ইত্যাদি।

৫। মধ্য সপ্তকের কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন নাই।

যথা :—গ ম প ইত্যাদি ।

৬। তার সপ্তকের স্বরের মাথায় বিন্দু বসে ।

যথা :—গ̇ ম̇ প̇ ইত্যাদি।

## ॥ স্বরমান ॥

৭। এক মাত্রার মধ্যে একটি স্বর হইলে পৃথক পৃথক ভাবে লিখিতে হইবে। যথা :—গ ম প ধ ইত্যাদি।

৮। এক মাত্রার মধ্যে একের অধিক স্বর হইলে ঐ স্বরগুলির নীচে "‿" এইরূপ অর্দ্ধবৃত্তাকার চিহ্ন বসে।

যথা :—গম, গমপ, গমপধ ইত্যাদি।

৯। একটি স্বর একের অধিক মাত্রা হইলে ঐ স্বরের ডানদিকে "—" এইরূপ ড্যাশ চিহ্ন বসে।

যথা :—গ— অর্থাৎ গ হইল দুই মাত্রা।

ম — — — অর্থাৎ ম হইল চারিমাত্রা।

॥ তাললিপি ॥

১০। "।" এইরূপ দাঁড়ি দ্বারা তালের বিভাগ বুঝান হয়।

১। "×" এইরূপ ক্রস্ চিহ্ন দ্বারা সম্ বুঝান হয়।

১২। "0" এইরূপ শূন্য দ্বারা খালি বা ফাঁক বুঝান হয়।

১৩। "২, ৩, ৪" এইরূপ সংখ্যা দ্বারা তালী বুঝান হয়।

॥ স্বরসৌন্দর্য্য ॥

১৪। স্বরের মাথায় অর্দ্ধবৃত্তাকার চিহ্ন দ্বারা মীড় বুঝান হয়।

যথা :— প গ ।

১৫ কণ বা স্পর্শ স্বর মুলস্বরের বাম দিকে ছোট আকারে লেখা থাকে। যথা :— প পধ।

১৬ বক্র বন্ধনীর মধ্যে কোন স্বর থাকিলে ঐ স্বরের পরবর্ত্তী স্বর ও বন্ধনীর মধ্যস্থিত স্বর এবং ঐ স্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর ও বন্ধনীর মধ্যস্থিত স্বর একসঙ্গে দ্রুতগতিতে উচ্চারণ করিতে হইবে ; ইহাকে খটকার কাজ বলা হয়।

যথা :— (প) = ধপমপ, (ম) = পমগম ইত্যাদি।

॥ গীত উচ্চারণ ॥

১৭। যখন স্বরের নীচে গানের অক্ষর থাকে না তখন স্বরের ডানদিকে (—) ড্যাশ বসে ও গানের পংক্তিতে (s) এইরূপ অবগ্রহ বসে। যথা :— সা — — —

মা s s s

# ॥ বিষ্ণুদিগম্বর স্বরলিপি পদ্ধতি ॥

## ॥ স্বর ॥

১। শুদ্ধ স্বরের কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন নাই।

যথা :— সা রে গ ম প ধ নি।

২। কোমল স্বরের নীচে হসন্ত বসে।

যথা :— রে্ গ্ ধ্ নি্

৩। তীব্র স্বরের ডানপাশে উর্দ্ধমুখী বক্ররেখা দেওয়া হয়।

যথা :— ম /

## ॥ সপ্তক ॥

৪। মন্দ্র সপ্তকের স্বরের মাথায় বিন্দু বসে।

যথা :— গ ম প ইত্যাদি।

৫। মধ্য সপ্তকের কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন নাই।

যথা :—গ ম প ইত্যাদি।

৬। তার সপ্তকের স্বরের মাথায় লম্ব দাঁড়ি বসে।

যথা : — গ ম প ইত্যাদি।

## ॥ স্বরমান ॥

৭। এক মাত্রার মধ্যে একটি স্বর হইলে পৃথক পৃথক ভাবে লিখিয়া স্বরের নীচে সমান রেখা দিতে হইবে।

যথা :— রে গ ম প ইত্যাদি।

৮। এক একটি স্বর দুই মাত্রা হইলে স্বরের নীচে এইরূপ চিহ্ন বসে। যথা :— রে গ ম প ইত্যাদি।

৯। এক একটি স্বর চারি মাত্রা হইলে প্রতিটি স্বরের নীচে ক্রস চিহ্ন বসে। যথা :— রে গ ম প ইত্যাদি!

রে  গ  ম  প<br>
×  ×  ×  ×

১০। এক একটি স্বর অর্দ্ধমাত্রা অর্থাৎ ১/২ মাত্রা হইলে প্রতিটি স্বরের নীচে শূন্য বসে।

যথা :— রে গ ম প ইত্যাদি।

রে  গ  ম  প<br>
০  ০  ০  ০

১১। এক একটি স্বর, সিকি মাত্রা অর্থাৎ ১/৪ মাত্রা হইলে প্রতিটি স্বরের নীচে একটি করিয়া অর্দ্ধবৃত্তাকার চিহ্ন বসে।

যথা :— রে গ ম প ইত্যাদি।

রে  গ  ম  প<br>
◡  ◡  ◡  ◡

১২। এক একটি স্বর ১/৮ মাত্রা হইলে প্রতিটি স্বরের নীচে পর পর দুইটি অর্দ্ধবৃত্তাকার চিহ্ন বসে।

যথা :— রে গ ম প ইত্যাদি।

রে  গ  ম  প<br>
◡◡  ◡◡  ◡◡  ◡◡

১৩। " | " এইরূপ দাঁড়ি দ্বারা তাল বিভাগ বুঝান হয়।

১৪। " ১ " এইরূপ চিহ্ন দ্বারা সম্ বুঝান হয়।

১৫। "+" এইরূপ চিহ্ন দ্বারা খালি বা ফাঁক বুঝান হয়।

১৬। সম্ ও ফাঁক ভিন্ন অন্য বিভাগ গুলিতে মাত্রার সংখ্যা দেওয়া হয়।

১৭। স্বরের মাথায় অর্দ্ধবৃত্তাকার চিহ্ন দ্বারা মীড় বুঝান হয়।

যথা :— ⌒<br>
প  রে।

১৮। কণ বা স্পর্শ স্বরগুলি মূল স্বরের বামদিকে ছোট আকারে লেখা থাকে

যথা :— $^{\text{ম}}$প, $^{\text{গ}}$ম ইত্যাদি

১৯। খটকার কাজ ভাতখণ্ডে পদ্ধতির মতই।

যথা :— (ম) = পমগম, (প) = ধপমপ ইত্যাদি।

২০। স্বরের নীচে গানের অক্ষর না থাকিলে স্বরের ডান দিকে (s) এইরূপ অবগ্রহ বসে ও গানের পংক্তিতে (০) এইরূপ শূন্য বসে। যথা :— ম প s s

গা নে ০ ০

## ॥ উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতির স্বরের তুলনা ॥

উত্তরভারতীয় বা হিন্দুস্থানী পদ্ধতি ও দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটী পদ্ধতি। উভয় পদ্ধতিতে সপ্তকের অন্তর্গত ১২টি স্বর মানা হয়। উভয় পদ্ধতিতে সা, শুদ্ধ ম ও প ভিন্ন বাকী স্বরগুলির নামের কিছু পার্থক্য আছে। হিন্দুস্থানী পদ্ধতির কোমল রে কর্ণাটী পদ্ধতির শুদ্ধ রে। হিন্দুস্থানী পদ্ধতির শুদ্ধ রে কর্ণাটী পদ্ধতির শুদ্ধ গ। হিন্দুস্থানী পদ্ধতির তীব্র র্ম কর্ণাটী পদ্ধতির প্রতি ম বা বরালী ম। হিন্দুস্থানী পদ্ধতির কোমল ধ কর্ণাটী পদ্ধতির শুদ্ধ ধ। হিন্দুস্থানী পদ্ধতির শুদ্ধ ধ কর্ণাটী পদ্ধতির শুদ্ধ নি। নিম্নে উভয় পদ্ধতির স্বর নাম পাশাপাশি লিখিয়া বুঝান হইল।

# ।। উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতির স্বরের তুলনা ।।

| | ॥ উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী স্বর ॥ | | ॥ দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্নাটী স্বর ॥ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | সা | | সা | |
| ২ | কোমল | রে | শুদ্ধ | রে | |
| ৩ | শুদ্ধ | রে | চতুঃশ্রুতির | রে | অথবা শুদ্ধ গ |
| ৪ | কোমল | গ | ষট্‌শ্রুতির | রে | অথবা সাধারণ গ |
| ৫ | শুদ্ধ | গ | অন্তর | গ | |
| ৬ | শুদ্ধ | ম | শুদ্ধ | ম | |
| ৭ | তীব্র | ম | প্রতি | ম | |
| ৮ | | প | | প | |
| ৯ | কোমল | ধ | শুদ্ধ | ধ | |
| ১০ | শুদ্ধ | ধ | চতুঃশ্রুতির | ধ | অথবা শুদ্ধ নি |
| ১১ | কোমল | নি | ষট্‌শ্রুতির | ধ | অথবা কৈশিক নি |
| ১২ | শুদ্ধ | নি | কাকলী | নি | |

## ॥ ব্যাঙ্কটমখী মতে ৭২ ঠাটের গণিতানুসারে রচনা ॥

সপ্তদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যঙ্কটমখী তাঁহার লিখিত চতুর্দ্দণ্ডী প্রকাশিকা গ্রন্থে প্রথম গণিতের সাহায্যে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সপ্তকের অন্তর্গত ১২টি স্বর হইতে ৭২টি ঠাট রচনা করা যাইতে পারে। একটি স্বর-সপ্তকে শুদ্ধ ও বিকৃত মিলিয়া মোট ১২টি স্বর থাকে। যথা: সা রে্ রে গ্ গ ম র্ম প ধ্ ধ নি্ নি। ঠাট রচনার সুবিধার জন্য সপ্তকের ১২টি স্বর হইতে প্রতিবার ক্রমানুসারে ৭টি করিয়া স্বর প্রয়োগ করিতে হইবে।

উপরোক্ত বারটি স্বর হইতে তীব্র মধ্যমকে সাময়িকভাবে বাদ দিয়া উহার পরিবর্তে তার র্সা যোগ করিলে ঐ পংক্তি এইরূপ হইবে যেমন: সা রে্ রে গ্ গ ম প ধ্ ধ নি্ নি র্সা। এখন এই বারটি স্বরকে সমান দুইভাগে ভাগ করিতে হইবে। যেমন: সা রে্ রে গ্ গ ম ও প ধ্ ধ নি্ নি র্সা। এই ভাগের প্রথম ভাগকে বলা হয় পূর্ব্ব সপ্তকার্দ্ধ ও দ্বিতীয় ভাগকে বলা হয় উত্তর সপ্তকার্দ্ধ। মনে রাখিতে হইবে, যে পূর্ব্ব সপ্তকার্দ্ধের প্রথম স্বর সা ও শেষ স্বর ম ও উত্তর সপ্তকার্দ্ধের প্রথম স্বর প ও শেষ স্বর র্সা কখনও বাদ দেওয়া যাইবে না।

উপরিলিখিত দুই সপ্তকার্দ্ধ হইতে প্রতিবার ৪টি করিয়া স্বর প্রয়োগ করিলে চারি স্বর বিশিষ্ট নিম্নলিখিত ছয় প্রকার পূর্ব্ব ও উত্তর মেলার্দ্ধ উৎপন্ন হইবে।

যথা :—

| ॥ পূর্ব্ব সপ্তকার্দ্ধ ॥ | ॥ উত্তর সপ্তকার্দ্ধ ॥ |
|---|---|
| [ সা রে রে গ গ ম ] | [ প ধ ধ নি নি র্সা ] |
| ॥ পূর্ব্ব মেলার্দ্ধ ॥ | ॥ উত্তর মেলার্দ্ধ ॥ |
| (১) সা রে রে ম | (১) প ধ ধ র্সা |
| (২) সা রে গ ম | (২) প ধ নি র্সা |
| (৩) সা রে গ ম | (৩) প ধ নি র্সা |
| (৪) সা রে গ ম | (৪) প ধ নি র্সা |
| (৫) সা রে গ ম | (৫) প ধ নি র্সা |
| (৬) সা গ গ ম | (৬) প নি নি র্সা |

এখন সম্পূর্ণ মেল রচনা করিতে হইলে উপরোক্ত প্রতিটি পূর্ব্ব মেলার্দ্ধের সহিত ছয়টি করিয়া উত্তর মেলার্দ্ধ যোগ করিতে হইবে।

যথা :—

১নং পূর্ব্ব মেলার্দ্ধ + ১নং উত্তর মেলার্দ্ধ = সা রে রে ম প ধ ধ র্সা

১নং পূর্ব্ব মেলার্দ্ধ + ২নং উত্তর মেলার্দ্ধ = সা রে রে ম প ধ নি র্সা

১নং পূর্ব্ব মেলার্দ্ধ + ৩নং উত্তর মেলার্দ্ধ = সা রে রে ম প ধ নি র্সা

১নং পূর্ব্ব মেলার্দ্ধ + ৪নং উত্তর মেলার্দ্ধ = সা রে রে ম প ধ নি র্সা

১নং পূর্ব্ব মেলার্দ্ধ + ৫নং উত্তর মেলার্দ্ধ = সা রে রে ম প ধ নি র্সা

১নং পূর্ব্ব মেলার্দ্ধ + ৬নং উত্তর মেলার্দ্ধ = সা রে রে ম প নি নি র্সা

অতএব দেখা যাইতেছে ১নং পূর্ব্ব মেলার্দ্ধের সহিত ছয়টি উত্তর মেলার্দ্ধ যোগ করিলে ছয়টি সম্পূর্ণ ঠাট উৎপন্ন হইবে। এইরূপ ২নং পূর্ব্ব মেলার্দ্ধের সহিত ছয়টি উত্তর মেলার্দ্ধ যোগ করিলে আবার ছয়টি ঠাট উৎপন্ন হইবে। এইভাবে এক হইতে ছয় নং পূর্ব্ব মেলার্দ্ধের

সহিত পৃথক পৃথকভাবে ছয়টি উত্তর মেলার্দ্ধ যোগ করিলে ছয়বারে ৬×৬=৩৬টি ঠাট উৎপন্ন হইবে। অতএব শুদ্ধ মধ্যমযুক্ত ৩৬টি ঠাট উৎপন্ন হইলে, শুদ্ধ মধ্যমের পরিবর্তে তীব্র মধ্যম প্রয়োগ করিলে তীব্র মধ্যম যুক্ত আবার ৩৬টি ঠাট উৎপন্ন হইবে। অতএব ৩৬+৩৬= ৭২টি ঠাট উৎপন্ন হইবে।

## ॥ এক ঠাট হইতে ৪৮৪টি রাগের উৎপত্তি ॥

একটি ঠাট হইতে ৪৮৪টি রাগের উৎপত্তি হইয়াছে রাগের জাতি হিসাব করিয়া। রাগ সাধারণতঃ তিনি জাতীয় মানা হয়। যথা: সম্পূর্ণ, খাড়ব ও ঔড়ব। ইহাতে যথাক্রমে সাতটি, ছয়টি ও পাঁচটি স্বর ব্যবহার হয়। কিন্তু আরোহ অবরোহে ব্যবহৃত স্বরসংখ্যার দিক দিয়া বিচার করিলে রাগ নয় জাতীয় হয়। যথা; (১) সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ (২) সম্পূর্ণ—খাড়ব (৩) সম্পূর্ণ—ঔড়ব (৪) খাড়ব—সম্পূর্ণ (৫) খাড়ব —খাড়ব (৬) খাড়ব—ঔড়ব (৭) ঔড়ব—সম্পূর্ণ (৮) ঔড়ব—খাড়ব (৯) ঔড়ব—ঔড়ব।

উদাহরণ স্বরূপ সব শুদ্ধ স্বর যুক্ত বিলাবল ঠাটকে হইয়া দেখা যাউক যে, মুখ্য তিন জাতির মাধ্যমে কত প্রকার আরোহ উৎপন্ন হইতে পারে।

সম্পূর্ণ জাতির কেবল একটিই আরোহ উৎপন্ন হইবে। কেননা এই জাতিতে সাতটি স্বরই ব্যবহার হয়। খাড়ব জাতিতে ছয়টি স্বর

ব্যবহার হয়। অতএব সাতটি স্বর হইতে সা বাদ দিয়া প্রতিবার একটি করিয়া স্বর বাদ দিলে ছয় স্বরবিশিষ্ট ছয় প্রকারের আরোহ উৎপন্ন হইবে।

ঔড়ব জাতিতে পাঁচটি স্বর ব্যবহার হয়। অতএব সাতটি স্বর হইতে সা বাদ দিয়া প্রতিবার দুইটি করিয়া স্বর বাদ দিলে পনের প্রকারের আরোহ উৎপন্ন হইবে।

অতএব—সম্পূর্ণ = ১
খাড়ব = ৬
ঔড়ব = ১৫

উপরিলিখিত এই সাঙেকতিক নিয়মের সাহায্যে নয় জাতির বিভিন্ন আরোহ অবরোহে ব্যবহৃত স্বর সংখ্যার মাধ্যমে কত রাগ উৎপন্ন করা যাইবে তাহা নিরূপণ করা যাইবে।

১। সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ ঃ—এই জাতির আরোহ সম্পূর্ণ = ১ ও অবরোহ সম্পূর্ণ = ১ অতএব ১ × ১ = ১টি সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ জাতির রাগ উৎপন্ন হইবে। কারণ এই জাতির আরোহ অবরোহতে সাতটি স্বর ব্যবহার হয়।

যেমন—আরোহ ঃ সা রে গ ম প ধ নি র্সা
অবরোহ ঃ র্সা নি ধ প ম গ রে সা

২। সম্পূর্ণ—খাড়ব ঃ এই জাতির আরোহ সম্পূর্ণ = ১ ও অবরোহ খাড়ব = ৬ অতএব ১ × ৬ = ৬টি সম্পূর্ণ—খাড়ব জাতির রাগ উৎপন্ন হইবে। ইহার আরোহ সম্পূর্ণ থাকিবে কেবল অবরোহে প্রতিবার একটি করিয়া স্বর বাদ দিলে ৬ প্রকার অবরোহ পাওয়া যাইবে।

যেমন :— অবরোহ

(১) র্সা × ধ প ম গ রে সা

(২) র্সা নি × প ম গ রে সা

(৩) র্সা নি ধ × ম গ রে সা

(৪) র্সা নি ধ প × গ রে সা

(৫) র্সা নি ধ প ম × রে সা

(৬) র্সা নি ধ প ম গ × সা

এখন ছয়টি সম্পুর্ণ আরোহের সহিত উপরিলিখিত ছয়টি খাড়ব অবরোহ যোগ করিলে ছয়টি সম্পূর্ণ-খাড়ব জাতির রাগ পাওয়া যাইবে।

যেমন :—

আরোহ সম্পূর্ণ + অবরোহ খাড়ব

(১) সা রে গ ম প ধ নি র্সা + র্সা × ধ প ম গ রে সা

(২) সা রে গ ম প ধ নি র্সা + র্সা নি × প ম গ রে সা

(৩) সা রে গ ম প ধ নি র্সা + র্সা নি ধ × ম গ রে সা

(৪) সা রে গ ম প ধ নি র্সা + র্সা নি ধ প × গ রে সা

(৫) সা রে গ ম প ধ নি র্সা + র্সা নি ধ প ম × রে সা

(৬) সা রে গ ম প ধ নি র্সা + র্সা নি ধ প ম গ × সা

৩। সম্পূর্ণ—ঔড়ব :—এই জাতীর সম্পূর্ণ = ১ ও ঔড়ব = ১৫ অতএব ১ × ১৫ = ১৫টি রাগ উৎপন্ন হইবে। ইহার আরোহ একই থাকিবে কেবল অবরোহে প্রতিবার দুইটি করিয়া স্বর বাদ দিতে হইবে। অবরোহে দুইটি করিয়া স্বর বাদ দিলে পাঁচ স্বরবিশিষ্ট ১৫ প্রকার অবরোহ পাওয়া যাইবে।

এখন ১ হইতে ১৫টি সম্পূর্ণ আরোহের সহিত ১৫টি ঔড়ব অবরোহ যোগ করিলে ১৫টি সম্পূর্ণ—ঔড়ব জাতির রাগ উৎপন্ন হইবে।

৪। খাড়ব—সম্পূর্ণ :—এই জাতির আরোহ খাড়ব=৬ ও অবরোহ সম্পূর্ণ=১ অতএব ৬×১=৬টি খাড়ব—সম্পূর্ণ জাতির রাগ উৎপন্ন হইবে।

৫। খাড়ব—খাড়ব :—এই জাতির আরোহ খাড়ব=৬ ও অবরোহ খাড়ব=৬ অতএব ৬×৬=৩৬টি খাড়ব—খাড়ব জাতির রাগ উৎপন্ন হইবে। ইহাতে ছয় প্রকারের আরোহ অবরোহ উৎপন্ন হইবে। যেমন :

| ॥ আরোহ ॥ | ॥ অবরোহ ॥ |
|---|---|
| ১। সা × গ ম প ধ নি র্সা | ১। র্সা × ধ প ম গ রে সা |
| ২। সা রে × ম প ধ নি র্সা | ২। র্সা নি × প ম গ রে সা |
| ৩। সা রে গ × প ধ নি র্সা | ৩। র্সা নি ধ × ম গ রে সা |
| ৪। সা রে গ ম × ধ নি র্সা | ৪। র্সা নি ধ প × গ রে সা |
| ৫। সা রে গ ম প × নি র্সা | ৫। র্সা নি ধ প ম × রে সা |
| ৬। সা রে গ ম প ধ × র্সা | ৬। র্সা নি ধ প ম গ × সা |

এখন ১ নং খাড়ব আরোহের সহিত ১ নং হইতে নং পর্যন্ত খাড়ব অবরোহ যোগ করিলে ছয়টি খাড়ব—খাড়ব জাতির রাগ উৎপন্ন হইবে। এইভাবে ২ নং খাড়ব আরোহের সহিত ১নং হইতে ৬নং পর্যন্ত খাড়ব অবরোহ যোগ করিলে আবার ছয়টি খাড়ব—খাড়ব জাতির রাগ উৎপন্ন হইবে। এইরূপে প্রতিটি খাড়ব আরোহের সহিত পৃথক পৃথক ভাবে ছয়টি খাড়ব অবরোহ যোগ করিলে ছয়বারে ৬×৬=৩৬টি খাড়ব—খাড়ব জাতির রাগ উৎপন্ন হইবে।

৬। খাড়ব—ঔড়ব :—এই জাতির আরোহ খাড়ব=৬ ও অবরোহ ঔড়ব=১৫ অতএব ৬ X ১৫ = ৯০টি খাড়ব—ঔড়ব জাতির রাগ উৎপন্ন হইবে !

৭। ঔড়ব—সম্পূর্ণ :—এই জাতির আরোহ ঔড়ব=১৫ ও অবরোহ সম্পূর্ণ=১ অতএব ১৫ × ১ = ১৫টি ঔড়ব সম্পূর্ণ জাতির রাগ উৎপন্ন হইবে।

৮। ঔড়ব—খাড়ব :—এই জাতির আরোহ ঔড়ব=১৫ ও অবরোহ খাড়ব =৬ অতএব ১৫ X ৬ = ৯০টি ঔড়ব—খাড়ব জাতির রাগ উৎপন্ন হইবে।

৯। ঔড়ব—ঔড়ব :—এই জাতির আরোহ ঔড়ব=১৫ ও অবরোহ ঔড়ব=১৫ অতএব ১৫ X ১৫ = ২২৫টি ঔড়ব—ঔড়ব জাতির রাগ উৎপন্ন হইবে।

এক ঠাট হইতে নয় জাতির মাধ্যমে কী প্রকারে ৪৮৪টি উৎপত্তি হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

১। সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ = ১ X ১ = ১টি রাগ।
২। সম্পূর্ণ—খাড়ব = ১ X ৬ = ৬টি রাগ।
৩। সম্পূর্ণ—ঔড়ব = ১ X ১৫ = ১৫টি রাগ।
৪। খাড়ব—সম্পূর্ণ = ৬ × ১ = ৬টি রাগ।
৫। খাড়ব—খাড়ব = ৬ × ৬ = ৩৬টি রাগ।
৬। খাড়ব—ঔড়ব = ৬ X ১৫ = ৯০টি রাগ।
৭। ঔড়ব—সম্পূর্ণ = ১৫ X ১ = ১৫টি রাগ।
৮। ঔড়ব—খাড়ব = ১৫ X ৬ = ৯০টি রাগ।
৯। ঔড়ব—ঔড়ব = ১৫ × ১৫ = ২২৫টি রাগ।

মোট—৪৮৪টি রাগ

এক ঠাট হইতে ৪৮৪টি রাগ উৎপন্ন হইলে পণ্ডিত ব্যাঙ্কটমখী মতে ৭২টি ঠাট মানা হইলে ৪৮৪ × ৭২ = ৩৪৮৪৮টি রাগ উৎপন্ন হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এত রাগ শোনা যায় না। ব্যাঙ্কটমখী কেবল গণিতের সাহায্যে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন।

## ।। উত্তর ভারতীয় সপ্তক হইতে ৩২টি ঠাটের রচনা ।।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যাঙ্কটমখী গণিতের সাহায্যে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সপ্তকের অন্তর্গত বারটি স্বর হইতে ৭২টি ঠাট রচনা করা সম্ভব। কিন্তু আধুনিক হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে সপ্তকের অন্তর্গত বারটি স্বর হইতে ৩২টির বেশী ঠাট রচনা করা সম্ভব নয়। কারণ কর্ণাটী পদ্ধতির মত একই স্বরের পাশাপাশি দুই রূপ হিন্দুস্থানা পদ্ধতিতে ব্যবহার হয় না। সপ্তকের অন্তর্গত বারটি স্বর যথা ঃ সা রে রে গ গ ম মঁ প ধ ধ নি নি। এই বারটি স্বর হইতে তীব্র মধ্যমকে সাময়িক ভাবে বাদ দিয়া উহার পরিবর্তে তার র্সা যোগ করিলে ঐ পংক্তি এইরূপ হইবে যথা ঃ— সা রে রে গ গ ম প ধ ধ নি নি র্সা। এই বারটি স্বরকে সমান দুইভাগে ভাগ করিতে হইবে যেমন—সা রে রে গ গ ম ও প ধ ধ নি নি র্সা। ইহাদের প্রথম ভাগকে বলা হয় পূর্ব্ব মেলার্দ্ধ ও দ্বিতীয় ভাগকে বলা হয় উত্তর মেলার্দ্ধ। এখন প্রত্যেক মেলার্দ্ধ হইতে প্রতিবার চারিটি

করিয়া স্বর প্রয়োগ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে পূর্ব মেলার্দ্ধের প্রথম স্বর সা ও শেষ স্বর ম এবং উত্তর মেলার্দ্ধের প্রথম স্বর প ও শেষ স্বর তার র্সা কখনও বাদ দেওয়া যাইবে না।

| [ সা ঋে রে জ্ঞ গ ম ] | [ প দ ধ ণি নি র্সা ] |
|---|---|
| ॥ পূর্ব মেলার্দ্ধ ॥ | ॥ উত্তর মেলার্দ্ধ ॥ |
| ১। সা ঋে জ্ঞ ম | ১। প দ ণি র্সা |
| ২। সা ঋে গ ম | ২। প দ নি র্সা |
| ৩। সা রে জ্ঞ ম | ৩। প ধ ণি র্সা |
| ৪। সা রে গ ম | ৪। প ধ নি র্সা |

এখন ১নং পূর্ব মেলার্দ্ধের সহিত ১নং হইতে ৪নং পর্যন্ত উত্তর মেলার্দ্ধ যোগ করিলে চারিটি ঠাট পাওয়া যাইবে যেমন :—

১নং পূর্ব মেলার্দ্ধ + ১নং উত্তর মেলার্দ্ধ = সা ঋে জ্ঞ ম প দ ণি র্সা
১নং পূর্ব মেলার্দ্ধ + ২নং উত্তর মেলার্দ্ধ = সা ঋে জ্ঞ ম প দ নি র্সা
১নং পূর্ব মেলার্দ্ধ + ৩নং উত্তর মেলার্দ্ধ = সা ঋে জ্ঞ ম প ধ ণি র্সা
১নং পূর্ব মেলার্দ্ধ + ৪নং উত্তর মেলার্দ্ধ = সা ঋে জ্ঞ ম প ধ নি র্সা

এবার ২নং পূর্ব মেলার্দ্ধের সহিত ১নং হইতে ৪নং পর্যন্ত উত্তর মেলার্দ্ধ যোগ করিলে আবার চারিটি ঠাট পাওয়া যাইবে। এইরূপে প্রতিটি পূর্ব মেলার্দ্ধের সহিত পৃথক পৃথকভাবে ১নং হইতে ৪নং পর্য্যন্ত উত্তর মেলার্দ্ধ যোগ করিলে চারি বারে ৪×৪ = ১৬টি ঠাট উৎপন্ন হইবে। শুদ্ধ মধ্যমের পরিবর্তে যদি তীব্র মধ্যম ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে তীব্র মধ্যমযুক্ত আবার ১৬টি ঠাট উৎপন্ন হইবে। অতএব ১৬+১৬=৩২টি ঠাট উৎপন্ন হইবে।

## ।আধুনিক ঠাটের প্রাচীন নাম ॥

| ॥ আধুনিক ঠাটের নাম ॥ | ॥ প্রাচীন ঠাটের নাম ॥ |
|---|---|
| ১। ॥ বিলাবল ॥ | ॥ ধীর শঙ্করাভরণ ॥ |
| ২। ॥ কল্যাণ ॥ | ॥ মেচ কল্যাণী ॥ |
| ৩। ॥ খাম্বাজ ॥ | ॥ হরি কাম্ভোজী ॥ |
| ৪। ॥ কাফা ॥ | ॥ খরহরপ্রিয়া ॥ |
| ৫। ॥ ভৈরব ॥ | ॥ মায়ামালব গৌল ॥ |
| ৬। ॥ ভৈরবী ॥ | ॥ হনুমত তোড়ী ॥ |
| ৭। ॥ আশাবরী ॥ | ॥ নট ভৈরবী ॥ |
| ৮। ॥ পূর্ব্বী ॥ | ॥ কামবর্দ্ধনী ॥ |
| ৯। ॥ মারবা ॥ | ॥ গমন প্রিয়া ॥ |
| ১০। ॥ টোড়ী ॥ | ॥ শুভপন্তু বরালী ॥ |

## ॥ তারের লম্বাইয়ের সহিত নাদের উঁচুনীচু পণের সম্বন্ধ ॥

তারের লম্বাই অর্থাৎ দৈর্ঘ্য যত বেশী হইবে নাদ তত নীঁচু হইবে এবং ইহার বিপরীত তারের লম্বাই যত কম হইবে নাদ তত উঁচু হইবে। নাদ ছোট বা বড় হওয়া উৎপন্ন আন্দোলন সংখ্যার উপর নির্ভর করে। তারের লম্বাই বেশী হইলে আন্দোলন সংখ্যা কম হইবে ও নাদ নীঁচু হইবে এবং তারের লম্বাই কম হইলে আন্দোলন সংখ্যা বেশী হইবে ও নাদ উঁচু হইবে।

## ॥ প্রাচীন ও আধুনিককালের শ্রুতি স্বর বিভাজন ॥

প্রাচীনকাল ও আধুনিককালের গ্রন্থকারগণ শ্রুতি বিভাজন সম্বন্ধে সকলে একমত ছিলেন। যেমন :—

চতুশ্চতুশ্চতুশ্চৈব ষড়্জমধ্যমপঞ্চমাঃ।
দ্বে দ্বে নিষাদগান্ধারৌ তিস্ত্রী ঋষভধৈবতৌ ॥

অর্থাৎ ষড়্জ, মধ্যম, পঞ্চম চার চার শ্রুতি, গান্ধার নিষাদ দুই দুই শ্রুতি ও ঋষভ, ধৈবত তিন তিন শ্রুতি। প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থকারগণ শ্রুতি বিভাজন সম্বন্ধে একমত হইলেও শ্রুতির উপর স্বর স্থাপনা সম্পর্কে একমত ছিলেন না। প্রাচীন গ্রন্থকারগণ আধুনিক কালের গ্রন্থকারদিগের ন্যায় শ্রুতির উপর স্বরস্থাপনা প্রথম শ্রুতির উপর না করিয়া অন্তিম শ্রুতির উপর করিযাছেন। যেমন ষড়্জ চতুর্থ শ্রুতির উপর, ঋষভ সপ্তম শ্রুতির উপর, গান্ধার নবম শ্রুতির উপর, মধ্যম ত্রয়োদশ শ্রুতির উপর, পঞ্চম সপ্তদশ শ্রুতির উপর, ধৈবত বিংশ শ্রুতির উপর ও নিষাদ দ্বাবিংশ শ্রুতির উপর স্থাপনা করিয়াছেন। আধুনিককালের গ্রন্থকারগণ প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের ন্যায় স্বরস্থাপনা অন্তিম শ্রুতির উপর না করিয়া প্রথম শ্রুতির উপর করিয়াছেন। যেমন ষড়্জ প্রথম শ্রুতির উপর, ঋষভ পঞ্চম শ্রুতির উপর, গান্ধার অষ্টম শ্রুতির উপর, মধ্যম দশম শ্রুতির উপর, পঞ্চম চতুর্দশ শ্রুতির উপর, ধৈবত অষ্টাদশ শ্রুতির উপর ও নিষাদ একবিংশ শ্রুতির উপর স্থাপনা করিয়াছেন।

## ॥ প্রাচীন ও আধুনিক কালের শ্রুতিস্বর বিভাজন ॥

| প্রাচীনকাল | শ্রুতির সংখ্যা | শ্রুতির নাম | আধুনিককাল |
|---|---|---|---|
| | ১ | তীব্রা | ষড়জ |
| | ২ | কুমুদ্বতী | |
| | ৩ | মন্দা | কোমল ঋষভ |
| ষড়জ.... | ৪ | ছন্দোবতী | |
| | ৫ | দয়াবতী | শুদ্ধ ঋষভ |
| | ৬ | রঞ্জনী | |
| ঋষভ.... | ৭ | রক্তিকা | কোমল গান্ধার |
| | ৮ | রৌদ্রী | শুদ্ধ গান্ধার |
| গান্ধার.... | ৯ | ক্রোধী | |
| | ১০ | বজ্রিকা | শুদ্ধ মধ্যম |
| | ১১ | প্রসারিণী | |
| | ১২ | প্রীতি | তীব্র মধ্যম |
| মধ্যম.... | ১৩ | মার্জনা | |
| | ১৪ | ক্ষিতি | পঞ্চম |
| | ১৫ | রক্তা | |
| | ১৬ | সন্দিপিনী | কোমল ধৈবত |
| পঞ্চম.... | ১৭ | আলাপিনী | |
| | ১৮ | মদন্তী | শুদ্ধ ধৈবত |
| | ১৯ | রোহিনী | |
| ধৈবত... | ২০ | রম্যা | কোমল নিষাদ |
| | ২১ | উগ্রা | শুদ্ধ নিষাদ |
| নিষাদ.... | ২২ | ক্ষোভিণী | |

# ॥ অল্পত্ব বহুত্ব ॥

## ॥ অল্পত্ব ॥

রাগ বিস্তার করিবার সময় যে স্বরের মহত্ব কম হয় তাহাকে অল্পত্ব কহে। সাধারণতঃ এই স্বর রাগের বিস্তারে খুব কম প্রয়োগ হইয়া থাকে। অল্পত্ব দুই প্রকার যথা—(১) লঙ্ঘনমূলক অল্পত্ব (২) অনভ্যাস-মূলক অল্পত্ব।

(১) লঙ্ঘনমুলক অল্পত্ব :—রাগে ব্যবহৃত স্বরসমূহের মধ্যে যে স্বরকে লঙ্ঘন করিয়া যাওয়া হয় তাহাকে লঙ্ঘনমূলক অল্পত্ব কহে। যেমন—ভীমপলশ্রীতে রে ও ধ ব্যবহার হয় কিন্তু আরোহতে ইহাদের লঙ্ঘন করিয়া যাওয়া হয়। এই কারণেই এই রে ও ধ কে লঙ্ঘনমূলক অল্পত্ব বলা হয়।

(২) অনভ্যাসমূলক অল্পত্ব :—রাগে যে স্বরের প্রয়োগ খুব কম হয় অর্থাৎ যে স্বরকে অন্য স্বরের মত বার বার বলা যায় না। কখনও কখনও অল্প ভাষাতে উহাকে প্রয়োগ করা হয়। যেমন বিহাগ রাগের রে ও ধ অনভ্যাসমূলক অল্পত্ব। কারণ ইহাদের বিহাগে প্রয়োগ করা হয় কিন্তু এই স্বরের উপর দাঁড়ান হয় না অর্থাৎ অন্য স্বরের মত এই স্বরের কোন মহত্ব নাই।

## ॥ বহুত্ব ॥

রাগ বিস্তার করিবার সময় কোন কোন স্বর এইরূপ থাকে যাহাকে বার বার প্রয়োগ করা হয়। রাগের ঐ স্বরকে বহুত্ব কহে।

রাগের শোভা বৰ্দ্ধিত করিবার জন্য বা রাগের স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্য যে স্বর পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হয় তাহাই বহুত্ব। বহুত্ব দুইপ্রকার যথা—(১) অলঙ্ঘনমূলক বহুত্ব ও (২) অভ্যাসমূলক বহুত্ব।

অলঙ্ঘনমূলক বহুত্ব :—রাগের যে স্বরকে আরোহ অবরোহতে কোন মতেই লঙ্ঘন করা যায় না তাহাকে অলঙ্ঘনমূলক বহুত্ব কহে। এই স্বরকে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা হয় অথচ ইহার উপর দাঁড়ান হয় না বা ন্যাস করা হয় না। যেমন ইমন রাগের তীব্র মধ্যমকে অলঙ্ঘন-মূলক বহুত্ব বলা যাইতে পারে, কেননা এই স্বরকে বার বার প্রয়োগ করা হয়। এই স্বরকে লঙ্ঘন করা হইলে অন্য সমপ্রকৃতিক রাগের ছায়া আসিবার সম্ভাবনা থাকে, এই কারণেই এই তীব্র মধ্যমকে অলঙ্ঘনমূলক বহুত্ব বলা হয়।

অভ্যাসমূলক বহুত্ব :—

রাগের স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্য যে স্বরকে বার বার প্রয়োগ করা হয় ও যে স্বরের উপর ন্যাস করা হয় তাহাকে অভ্যাসমূলক বহুত্ব কহে। ইমনের তীব্র মধ্যমকে অভ্যাসমূলক বহুত্ব বলা যায় না, কারণ ইহার উপর দাঁড়ান যায় না বা ন্যাস করা হয় না। তবে বাগেশ্রীর ধৈবতকে অভ্যাসমূলক বহুত্ব বলা যায়। কেননা এই স্বরকে বার বার প্রয়োগ করা হয় ও ইহার উপর দাঁড়ান যায়।

# ॥ আবির্ভাব তিরোভাব ॥

## ॥ আবির্ভাব ॥

রাগ বিস্তার করিবার সময় যখন অন্য সমপ্রকৃতিক রাগের রূপ স্পষ্ট হইয়া যায়, অথবা ঐ রাগের ভিন্ন স্বর হইতে রাগের রূপ পরিবর্তন হয় তখন কুশল গায়ক মূল রাগের মুখ্য স্বর লাগাইয়া পূর্ব্ব রাগের স্বরূপ ফুটাইয়া তোলেন। রাগ বিস্তারের এই ক্রিয়াকে আবির্ভাব বলা হয়।

## ॥ তিরোভাব ॥

রাগ বিস্তার করিবার সময় কুশল গায়ক কখনও কখনও সমপ্রকৃতিক রাগের ছায়া আনিয়া শ্রোতার মনে বিচিত্রতা আনিয়া দেন। এমন সময় শ্রোতা অন্য রাগের রূপ স্পষ্ট শোনেন। রাগ বিস্তারের এই ক্রিয়াকে তিরোভাব বলা হয়।

কিন্তু তিরোভাব খুবই অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ববর্তী রাগের বিশেষ স্বর দ্বারা নষ্ট করিয়া দেয়। কখনও কখনও এইরূপ হয় যে, যে রাগ বিস্তার করা যায় ঐ রাগেই এমন কোন বিশেষ স্বর আসিয়া লাগিয়া যায়, যাহাতে ঐ রাগে সমপ্রকৃতিক ছায়া উৎপন্ন হয়। কুশল গায়ক বিশেষ স্বর প্রয়োগের দ্বারা এই ছায়াকে নষ্ট করিয়া দেন। আবির্ভাব বা তিরোভাব রাগ প্রতিষ্ঠিত হইলে এই ক্রিয়া করা উচিত ও একমাত্র কুশল গায়কই এই ক্রিয়া করিতে সক্ষম হন।

## ।। রাগ রাগিনী পদ্ধতি ।।

প্রাচীনকালে রাগ রাগিনী বর্ণনা রাগ রাগিনীর নিয়মানুসারে করা হইত। এই নিয়মানুসারে প্রত্যেক রাগকে এক পরিবারভুক্ত মানা হইত এবং প্রত্যেক রাগিনীর পুত্ররাগ তথা পুত্রবধূ রাগ মিলাইয়া ৬ রাগ মানা হইত। কিন্তু এই নিয়মের বিশেষ মতান্তর ছিল। কোন কোন মতে ছয় রাগের ৫—৫ অথবা ৬—৬ রাগিনী এবং ৮—৮ পুত্ররাগ রাগ মানা হইত। ইহা নিম্নলিখিত চারি মতে মানা হইত।

যথা :—

(১) সোমেশ্বর বা শিবমত।

(২) কল্লিনাথ মত।

(৩) ভরত মত।

(৪) হনুমন মত।

(১) সোমেশ্বর বা শিবমত :—এই মতে ছয় রাগের প্রত্যেকের ৬—৬ রাগিনী এবং ৮ পুত্ররাগ মানা হইত। এই মতের ৬টি রাগ যথা—ভৈরব, শ্রী, বসন্ত, পঞ্চম, মেঘ ও নটনারায়ণ।

(২) কল্লিনাথ মত :—এই মতে সোমেশ্বর মতের মত ৬ রাগ ছত্রিশ রাগিনী ও ৮ পুত্ররাগ মানা হইত।

(৩) ভরত মত :—এই মতেও ৬টি রাগ। প্রত্যেকের ৫—৫ রাগিনী ৮ পুত্ররাগ ও ৮ পুত্রবধূ রাগ মানা হইত। এই মতে ছয়টি রাগের নাম যথা—ভৈরব, মালকোষ, হিন্দোল, শ্রী, দীপক ও মেঘ।

(৪) হনুমন মত :—এই মতেও ভরত মতের মত ছয় রাগ মানা হইত যথা—ভৈরব, মালকোষ, হিন্দোল, শ্রী, দীপক ও মেঘ। কিন্তু ইহাদের বাগিনী পুত্ররাগ ও পুত্রবধূ রাগগুলির মধ্যে পার্থক্য ছিল।

উপরিলিখিত ছয়টি বাগ ছয ঋতুতে গাওযা হইত, যেমন—গ্রীষ্ম-কালে দীপক, বর্ষাকালে মেঘ, শরতকালে ভৈরব, হেমন্তকালে মাল-কোষ, শীতকালে শ্রী ও বসন্তকালে হিন্দোল। এই রাগ রাগিনী পদ্ধতি ১১০০ হইতে ১৮০০ শতাব্দী পর্য্যন্ত [ মুসলমান কাল পর্যন্ত ] স্বীকৃত ছিল। তারপব ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পাটনায মুহম্মদ রজা খাঁ তাঁর "নগমাতে আসফী" নামক গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম উক্ত রাগরাগিনী পদ্ধতির অশুদ্ধতা প্রমাণ করেন। তিনি বিলাবল ঠাটকে শুদ্ধ ঠাট মানিয়া এক নূতন রাগ রাগিনী পদ্ধতির সৃষ্টি করেন। তিনি বলেন রাগ হইতে উৎপন্ন রাগিনীগুলির কিছু না কিছু রাগের সহিত মিল থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এঁরা কেহই রাগের স্বর সাম্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বর্গীকরণ করেন নাই। আধুনিককালের পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী সর্ব্ব-প্রথম এই পদ্ধতি ও ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনা করিয়া ঠাট রাগ পদ্ধতির আবিষ্কার করেন। দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত ব্যঙ্কটমখীর ৭২টি ঠাট হইতে ১০টি ঠাট লইয়া হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগগুলিকে তিনি ১০টি ঠাটের অন্তর্ভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানকালে সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁহারই প্রবর্তিত দশটি ঠাট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

# ॥ নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধগান ॥

## ॥ নিবদ্ধ গান ॥

প্রাচীনকালে যে গান তালের সহিত গাওয়া হইত তাহাকে নিবদ্ধ-গান বলা হইত। বর্তমানকালের ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, তারানা প্রভৃতি গান নিবদ্ধ গানের অন্তর্গত। প্রাচীনকালে নিবদ্ধ গানের অন্তর্গত প্রবন্ধ, বস্তু, রূপক ইত্যাদি গীত প্রচলিত ছিল।

## ॥ অনিবদ্ধ গান ॥

প্রাচীনকালে রাগ আলাপ করিবার এক বিশেষ নিয়ম ছিল। এই নিয়মকে অনিবদ্ধ গান বলা হইত। ইহাতে কোন তালের বন্ধন ছিল না। গায়কেরা গান করিবার পূর্ব্বে ঐ রাগের স্বরূপ আলাপ দ্বারা প্রকাশ করিতেন। এই আলাপের চারিটি ভাগ ছিল। যথা—রাগালাপ, রূপকালাপ, আলপ্তিগান ও স্বস্থান নিয়ম।

রাগালাপঃ—প্রাচীনকালে রাগালাপের ১০টি লক্ষণ ছিল, যথা—গ্রহ, অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব, ঔড়বত্ব, খাড়বত্ব, মন্দ্র ও তার এই সকল বিস্তার করিয়া দেখান হইত।

রূপকালাপ :— প্রাচীনকালে রাগালাপের অন্য প্রকারকে রূপকালাপ বলা হইত। রাগের বিভিন্ন প্রকার বিস্তার করিয়া তাহার রূপ প্রকাশ করাকে রূপকালাপ বলা হইত। ইহা অনিবদ্ধ গানের অন্তর্গত ছিল।

আলপ্তিগান :—প্রাচীনকালে রাগালাপ, রূপকালাপ ও তাহার পর আলপ্তিগান হইত। এই তিন শ্রেণীর গান অনিবদ্ধ গানের অন্তর্গত ছিল। কারণ ইহাতে কোন তালের বন্ধন ছিল না। আলপ্তি-গানে রাগের সম্পূর্ণ রূপ প্রস্ফুটিত করিয়া দেখান হইত। রাগালাপের ১০টি লক্ষণের অতিরিক্ত আবির্ভাব ও তিরোভাব করিয়া দেখান হইত।

## ।। স্বস্থান নিয়ম ।।

প্রাচীনকালে আলাপ গানে এক বিশেষ নিয়ম ছিল, যাহাকে স্বস্থান নিয়ম বলা হইত। এই নিয়মানুসারে রাগের সমস্ত রূপ অংশ অথবা বাদী স্বরের উপর নির্ভর করিত। অংশ স্বরের অতিরিক্ত শুদ্ধ স্বর নির্দ্দিষ্ট ছিল যাহার উপর বিশ্রান্তি করা হইত। অর্থাৎ আলাপ আরম্ভ করিবার স্থান হইতে তার শেষ পর্যন্ত এই স্বর নিশ্চিত থাকিত। এই স্বরকে স্বস্থান বলা হইত। যেমন :—(১) স্থায়ী স্বর (২) দ্বয়র্দ্ধ স্বর (৩) দ্বিগুণ স্বর ও (৪) অদ্ধস্থিত স্বর।

(১) স্থায়ী স্বর :—এই স্বরের মহত্ত্ব অন্য স্বর অপেক্ষা অধিক ছিল। আলাপ এই স্বর দ্বারা আরম্ভ করা হইত। এই স্বরকে পুনঃ পুনঃ দেখাইয়া রাগের স্বরূপ প্রকাশ করা হইত। বর্ত্তমান কালেও বাদী স্বরের মহত্ত্ব আছে।

(২) দ্বয়র্দ্ধ স্বর :—এই স্বরের মহত্ত্ব স্থায়ী স্বর অপেক্ষা কম হইলেও অন্যান্য স্বর অপেক্ষা অধিক থাকিত। স্থায়ী স্বর হইতে চতুর্থ স্বরকে দ্বয়র্দ্ধ স্বর বলা হইত। বর্ত্তমান কালে এই স্বরকে সমবাদী স্বর বলা হয়।

(৩) দ্বিগুণ স্বর :—স্থায়ী স্বর হইতে অষ্টম স্বরকে দ্বিগুণ স্বর বলা হইত। যেমন—বিহাগ রাগের স্থায়ী স্বর গান্ধার। অতএব তার সপ্তকের গান্ধার হইল দ্বিগুণ স্বর।

(৪) অর্দ্ধস্থিত স্বর :—দ্বয়র্দ্ধ ও দ্বিগুণ স্বরের মধ্যবর্ত্তী স্বরগুলিকে অর্দ্ধস্থিত স্বর বলা হইত। যেমন বিহাগ রাগের দ্বয়র্দ্ধ স্বর নিষাদ এবং দ্বিগুণ স্বর তার সপ্তকের গান্ধার। অতএব ইহার মধ্যবর্ত্তী স্বর, তার ষড়্জ ও তার ঋষভকে অর্দ্ধস্থিত স্বর বলা হইত।

## ।। ধাতু ।।

শারঙ্গদেবের সময় খেয়াল, ধ্রুপদ গানের প্রচলন ছিল না। তাঁহার সময় প্রবন্ধ, বস্তু, রূপক গানের প্রচলন ছিল। এই প্রবন্ধ গানে কয়েকটি ভাগ বা অবয়ব থাকিত, ইহাদের ধাতু বলা হইত। আধুনিক কালে যেমন ধ্রুপদ গানে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারিটি তুক বা অবয়ব থাকে, তেমনি প্রাচীন প্রবন্ধ গানে উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব, অন্তরা ও আভোগ এই পাঁচটি ভাগ ছিল। এই ভাগ-গুলিকে বলা হইত ধাতু।

## ॥ বিবাদী স্বরের প্রয়োগ ॥

রাগে বিবাদী স্বর প্রয়োগে রাগহানি বা রাগভ্রষ্ট হয় বলিয়া ইহাকে রাগের শত্রু বলিয়া মানা হয়। আবার কুশল গায়ক রাগের শুদ্ধতা নষ্ট না করিয়া কুশলতা পূর্ব্বক মাঝে মাঝে এই স্বর প্রয়োগ করিয়া রাগের রঞ্জকতা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। বিবাদী স্বর রাগহানি করে বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে এই বিবাদী স্বর ক্ষণিকের জন্য অনুবাদী স্বরের ন্যায় প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন কেদার, কামোদ, হমীর প্রভৃতি রাগের অবরোহে কোমল নি এর প্রয়োগ। এই কোমল নি ইহাদের নিয়মিত স্বর না হইলেও রাগের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য মাঝে মাঝে বিবাদী স্বররূপে ব্যবহার হইয়া থাকে।

## ॥ অধ্বদর্শক স্বর ॥

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে রাগের সময় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য মধ্যম স্বরটির বিশেষ মহত্ব রহিয়াছে। মধ্যম স্বরটি শুদ্ধমধ্যম ও তীব্র মধ্যমরূপে দিবারাত্রিকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছে। অতএব রাগে মধ্যম স্বরটির ব্যবহার হইতে বুঝা যায়, কোন রাগ দিবাভাগে পরিবেশন করিতে হইবে ও কোন রাগ রাত্রিভাগে পরিবেশন করিতে হইবে। এই কারণেই মধ্যম স্বরটিকে অধ্বদর্শক স্বর বলা হয়। যেমন ভৈরব প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ ও ইহা প্রাতঃকালেই পরিবেশন করা

হয়। ভৈরব রাগে শুদ্ধ মধ্যম ব্যবহার হয়, কিন্তু ইহাতে শুদ্ধ মধ্যমের পরিবর্তে যদি তীব্র মধ্যম ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ পূর্ব্বী হইয়া যাইবে। তেমনি বিলাবল রাগ দিবা প্রথম প্রহরে পরিবেশন করা হয়। ইহাতে শুদ্ধ মধ্যম ব্যবহার হয়, কিন্তু ইহাতে শুদ্ধ মধ্যমের পরিবর্তে যদি তীব্র মধ্যম ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে রাত্রি প্রথম প্রহরে গেয় ইমন রাগ হইয়া যাইবে। অতএব দেখা যাইতেছে কেবল মধ্যম স্বরটিকে পরিবর্তন করিয়া রাগ পরিবেশনের সময় রাত্রি দিন তফাৎ হইয়া যাইতেছে। এই কারণেই এই মধ্যম স্বরটিকে বলা হয় অধ্বদর্শক স্বর।

## ॥ আধুনিক আলাপ গায়ন বিধি ॥

আধুনিক কালে আলাপ সাধারণতঃ দুই প্রকারে করা হইয়া থাকে। যেমন নোম, তোম দ্বারা ও আকার দ্বারা। নোম, তোম এর আলাপ সাধারণতঃ ধ্রুপদ ধামারে হইয়া থাকে এবং আকার দ্বারা আলাপ খেয়ালে হইয়া থাকে। ধ্রুপদ গায়নে নোম, তোম এর আলাপ গীতের পূর্বে বিস্তারিতভাবে করা হয়। ইহার মুখ্য কারণ হইল ধ্রুপদ গায়নে লয়কারীর প্রাধান্য বেশী থাকে। সে কারণ গীতের মধ্যে আলাপ বা বিস্তার করা হয় না। নোম, তোম এর আলাপ চারি ভাগে বিভক্ত, যথা—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ। আলাপের প্রথম ভাগ মধ্য সা হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তকের পূর্ব্বাঙ্গে ও মধ্য সপ্তকে, দ্বিতীয় ভাগে সপ্তকের উত্তরাঙ্গে, তৃতীয় ভাগে অর্থাৎ

সঞ্চারী ভাগে আলাপ লয়বদ্ধ হইয়া যায় এবং চতুর্থ ভাগে আলাপের গতি আরো বাড়াইয়া দেওয়া হয় ও তিন সপ্তকের মধ্যে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে থাকে। নোম, তোম এর আলাপে মাঝে মাঝে সম্ দেখান হয়। কেহ কেহ নারায়ণ অনন্ত হরি বা তুহী অনন্ত হরি প্রভৃতি শব্দ জুড়িয়া দিয়া থাকেন। এইরূপে নোম, তোম এর আলাপ সমাপ্ত করা হয়।

আকার দ্বারা আলাপ সাধারণতঃ খেয়াল গায়নে হইয়া থাকে। আকারের আলাপ নোম, তোম এর আলাপের মত গীতের পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে করা হয় না। কারণ খেয়াল গায়নে গীত আরম্ভ করিবার পর আলাপ বা বিস্তারের বেশী সুযোগ থাকে। গীতের পূর্ব্বে বেশী আলাপ করিলে স্বরসমূহের পুনরাবৃত্তি ঘটে। সেই কারণে অধিকাংশ গায়ক গীতের পূর্ব্বে অল্প আলাপ করিয়া গীতের মধ্যে বেশী আলাপ বা বিস্তার করিয়া থাকেন। গীতের মধ্যে প্রযুক্ত আলাপ সংক্ষিপ্ত হয় ও এক একটি আলাপ সমাপ্ত করিয়া গত বা গীতের মুখড়া ধরিয়া সমে আসিয়া মিলিত হইতে হয়।

## ।। টপ্পা, ঠুমরী, তারানা, চতুরঙ্গ, ত্রিবট, ভজন, গীত, গজল প্রভৃতি গীতের বর্ণনা ।।

### ॥ টপ্পা ॥

টপ্পা একটি হিন্দী শব্দ। ইহার রচনা অতি সুললিত। অতি প্রাচীন কালে পাঞ্জাবের উষ্ট্রপালকেরা এই প্রণালীর গান করিতেন। তৎকালে এই গানের ততটা মাধুর্য্য ছিল না। পরবর্ত্তীকালে

লক্ষ্ণৌয়ের শোরী মিঞা এই গীত রচনার সংস্কার করিয়া সভ্য সমাজে প্রচার করেন। এই গানের রচনা পাঞ্জাবী শব্দ বহুল। ইহার প্রকৃতি চঞ্চল। ইহাতে স্থায়ী ও অন্তরা দুইটি ভাগ বা তুক্ থাকে।

## ॥ ঠুমরী ॥

ঠুমরী ভাবপ্রধান গান। এই গানে রাগের বিশুদ্ধতার অপেক্ষা ভাবের মহত্ব বেশী দেওয়া হয়। ঠুমরীর জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে, তবে শোনা যায় লক্ষ্ণৌয়ের সাদিক আলি এর জন্মদাতা। তারপর কদরপিয়া, ললনপিয়া, অথতরপিয়া প্রভৃতি অনেকে ঠুম্‌রী গান রচনা করেন। ইহা প্রধানতঃ ভৈরবী, পিলু, খাম্বাজ, কাফী প্রভৃতি রাগে, পাঞ্জাবী, যৎ, আর্ধা প্রভৃতি তালের সহিত গাওয়া হয়। লক্ষ্ণৌ এবং বারাণসীর ঠুমরী অতি শ্রুতিমধুর ও লোকপ্রিয়।

## ॥ তারানা ॥

কতকগুলি অর্থহীন শব্দ দ্বারা এই গীত রচিত হয়। যেমন—তোম, তানা, না, তু, দির দির, তদীয়ন, রেদানী, উদানী, তদানী ইত্যাদি। এই রচনার মধ্যে মাঝে মাঝে তবলা ও পাখোয়াজের বোল ও থাকে। তারানা গাহিবার পদ্ধতি খেয়ালের মতই। ইহা সাধারণতঃ ত্রিতাল, একতাল, ঝাঁপতাল প্রভৃতি তালে দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়। তারানাতে দ্রুত তান প্রয়োগ করা হয়। ইহাতে সাধারণতঃ দুইটি তুক্ বা অবয়ব থাকে, যথা স্থায়ী ও অন্তরা। খেয়াল গায়কেরা ছোট খেয়াল গাহিবার পর তারানা গাহিয়া থাকেন। তারানার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল তৈয়ারী, লয়কারী ও উচ্চারণ অভ্যাস।

## ॥ চতুরঙ্গ ॥

চারি অঙ্গের সংমিশ্রণে এই গীতের রচনা হয় বলিয়া ইহাকে চতুরঙ্গ গীত বলা হয়। এই গীতে চারিটি অবয়ব থাকে। যেমন প্রথম ভাগে গীতের বাণী বা অর্থযুক্ত কিছু পদ বা পদাংশ, দ্বিতীয়ভাগে তারানার বাণী, তৃতীয় ভাগে রাগের সরগম ও চতুর্থ ভাগে থাকে পাখোয়াজের বোল বা বাণী।

## ॥ ত্রিবট বা তির্‌বট ॥

সাধারণতঃ পাখোয়াজের বোল বা বাণী দিয়া এই গীতের রচনা হইয়া থাকে। এই গীত কতকটা তারানার মত গাওয়া হইলেও গায়কীর কিছু পার্থক্য আছে। বর্তমানে এই গীতের বিশেষ প্রচলন নাই।

## ॥ ভজন ॥

ইষ্টদেবের ভজনা উপলক্ষে ভক্ত সাধক তাঁহার অন্তরের যে ভাব ও আকুতি সহজ সরল সুর ও ভাষায় ব্যক্ত করেন, তাহাই ভজন গীতি নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ভজন বিশেষভাবে দেবতার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত ভক্তিমূলক গান। ইহা সাধারণতঃ হিন্দি ভাষায় রচিত। আধুনিককালে বাংলা ভাষায় রচিত অনেক বাংলা ভজন গুলিতে পাওয়া যায়। মীরা, ব্রহ্মানন্দ, সুরদাস, তুলসীদাস, [illegible]দাস, ব্যাসদাস, কবীর, নানক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গায়ক গায়িকারা সকলেই উত্তরা পথের অধিবাসী ছিলেন।

## ॥ গীত ॥

আমাদের বাংলায় যেমন আধুনিক গান, তেমনি হিন্দী আধুনিক গানকে গীত বলা হয়। ইহার রচনা অনুসারে স্বরারোপ করা হয়। ইহা সাধারণতঃ রূপক, তীব্রা, দাদরা, কাহারবা প্রভৃতি লঘু তালে গাওয়া হয়। এই গীতে শৃঙ্গার ও করুণ রসের প্রাধান্য থাকে। ইহাতে কোন স্বরবিস্তার বা তান প্রয়োগ করিবার রীতি নাই। সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য এই গীত প্রচলিত।

## ॥ গজল ॥

অধিকাংশ গজল উর্দু ও ফার্সী ভাষায় রচিত। আমীর খসরু উর্দু ভাষায় এই গীতকে নূতন রূপ দিয়া দেশে প্রচার করেন। আলাউদ্দিন খিলজীর দরবারে খসরু যখন রাজগায়ক ছিলেন তখন প্রতিদিন আলাউদ্দিন খিলজীকে নূতন নূতন গজল শোনাইতেন। গজলের রচনায় সাধারণতঃ প্রেমিক প্রেমিকার ভালোবাসার বর্ণনা থাকে। ইহাতে স্থায়ী ও একাধিক অন্তরা থাকে। প্রতিটি অন্তরা একই সুরে গাওয়া হয়। যাহাদের উচ্চারণ স্পষ্ট ও মার্জিত নয় এবং যাহাদের গলায় মীড়, কণ প্রভৃতি প্রকাশিত হয় না, তাহাদের পক্ষে গজল গাওয়া সম্ভবপর নয়। ইহা দীপচন্দী, পস্তো, কাহারবা, দাদরা প্রভৃতি তালে গাওয়া হয়। মীর্জা গালিবের গজল বিশেষ প্রসিদ্ধ।

## ॥ ভাতখণ্ডে ও বিষ্ণুদিগম্বর স্বরলিপি পদ্ধতির পরস্পর তুলনা ॥

| ॥ ভাতখণ্ডে পদ্ধতি ॥ | ॥ বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতি ॥ |
|---|---|
| **॥ স্বর চিহ্ন ॥** | |
| শুদ্ধ স্বর—সা রে গ ম প ধ নি | শুদ্ধ স্বর—সা রে গ ম প ধ নি |
| কোমল স্বর—রে̱ গ̱ ধ̱ নি̱ | কোমল স্বর—রে˴ গ˴ ধ˴ নি |
| কড়ি বা তীব্র স্বর—মঁ | কড়ি বা তীব্র স্বর—ম / |
| **॥ সপ্তক চিহ্ন ॥** | |
| মন্দ্র সপ্তক—গ ম় প | মন্দ্র সপ্তক—গং মং পং |
| মধ্য সপ্তক—গ ম প | মধ্য সপ্তক—গ ম প |
| তার সপ্তক—গং মং পং | তার সপ্তক—গ ম প |
| **॥ স্বর মান ॥** | |
| প্রতিটি স্বর একমাত্রা রে গ ম প | প্রতিটি স্বর একমাত্রা রে̱ গ̱ ম̱ প̱ |
| প্রতিটি স্বর দুইমাত্রা গ — ম — | প্রতিটি স্বর দুইমাত্রা রে গ ম প (ঌ ঌ ঌ ঌ) |
| প্রতিটি স্বর চারিমাত্রা গ — — — | প্রতিটি স্বর চারিমাত্রা রে গ ম প (× × × ×) |
| প্রতিটি স্বর অর্দ্ধমাত্রা রেগ মপ (‿ ‿) | প্রতিটি স্বর অর্দ্ধমাত্রা রে গ ম প (০ ০ ০ ০) |
| প্রতিটি স্বর সিকিমাত্রা রেগমপ (‿) | প্রতিটি স্বর সিকিমাত্রা রে গ ম প (‿ ‿ ‿ ‿) |
| প্রতিটি স্বর ⅛ মাত্রা রেগমপধপমপ (‿) | প্রতিটি স্বর ⅛ মাত্রা রে গ ম প (‿‿ ‿‿ ‿‿ ‿‿) |

| ॥ ভাতখণ্ডে পদ্ধতি ॥ | ॥ বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতি ॥ |
|---|---|

## ॥ তাল লিপি ॥

| | |
|---|---|
| বিভাগ চিহ্ন—"।" | বিভাগ চিহ্ন—"।" |
| সম চিহ্ন—"×" | সম চিহ্ন—"১" |
| ফাঁক বা খালী চিহ্ন—"০" | ফাঁক বা খালী চিহ্ন—"+" |
| তালীর চিহ্ন ২, ৩, ৪ ইত্যাদি | তালীর স্থলে মাত্রার সংখ্যা |

## ॥ স্বর সৌন্দর্য্য ॥

| | |
|---|---|
| মীড়ের চিহ্ন—প রে | মীড়ের চিহ্ন—প রে |
| কণ বা স্পর্শ স্বর— ^মপ ^পম | কণ বা স্পর্শ স্বর— ^মপ ^পম |
| খটকা—(প) = ধপমপ | খটকা—(প) = ধপমপ |

## ॥ গীত উচ্চারণ ॥

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ম | — | — | গ | ম | ऽ | ऽ | গ |
| শ্যা | ऽ | ऽ | ম | শ্যা | ০ | ০ | ম |

## ॥ ভারতীয় বাদ্য ও তাহার বিভিন্ন প্রকার ॥

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। শারঙ্গদেব তাঁহার সঙ্গীত রত্নাকর গ্রন্থে ভারতীয় বাদ্যকে মুখ্য চারিভাগে বিভাজিত করিয়াছেন। যেমন—[১] তত [২] সুষিব [৩] অবনদ্ধ ও [৪] ঘন।

### ॥ তত বাদ্য ॥

তত বাদ্য আবার তিন ভাগে বিভক্ত।

(১) আঙুল, মিজরাব বা জবা দ্বারা বাজান যন্ত্র। যেমন—তানপুরা, সেতার, সরোদ ইত্যাদি।

(২) গজ বা কমানী দ্বারা বাজান যন্ত্র। যেমন—বেহালা, সারেঙ্গী এস্‌রাজ ইত্যাদি। ইহাকে বিতত বাদ্যও বলা হয়।

(৩) কাষ্ঠখণ্ডের আঘাত দ্বারা স্বর উৎপন্ন হয় এমন যন্ত্র। যেমন — পিয়ানো।

### ॥ সুষির বাদ্য ॥

বায়ু অর্থাৎ হাওয়ার সাহায্যে যে যন্ত্রগুলি বাজান হয়, তাহাদের সুষির বাদ্য বলা হয়। ইহারও দুইটি ভাগ আছে।

(১) পাতলা রীডের উপর হাওয়ার আঘাতে বাজান যন্ত্র। যেমন—হারমোনিয়ম।

(২) ফুঁ দিয়া বাজান যন্ত্র। যেমন বাঁশী।

### ॥ অবনদ্ধ বাদ্য ॥

তৃতীয় শ্রেণীর বাদ্য হইল আনদ্ধ বা অবনদ্ধ বাদ্য। এগুলি চামড়া দ্বারা ঢাকা যন্ত্র। এই বাদ্যগুলি চামড়ার উপর আঘাত করিয়া বাজান হয়। যেমন—পাখোয়াজ, তবলা, খোল, ঢোলক ইত্যাদি। এগুলি তালবাদ্য হিসাবে সঙ্গীতে ব্যবহার হইয়া থাকে। এই বাদ্যগুলি গীত বাদ্য ও নৃত্যে সঙ্গত করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

### ॥ ঘন বাদ্য ॥

কোন ধাতু বা কাঠ দ্বারা এই যন্ত্রগুলি নির্ম্মিত। যেমন—মন্দিরা ঘণ্টা, করতাল, ঝাঁঝ, কাষ্ঠতরঙ্গ ইত্যাদি। এগুলির আবার দুইটি ভাগ আছে। যেমন অনুরক্ত ও বিরক্ত। যেগুলি গান বাজনার সহিত বাজান হয় সেগুলি হইল অনুরক্ত। যেমন—মন্দিরা, করতাল ইত্যাদি। যেগুলি গান বাজনার সহিত বাজান হয় না সেগুলিকে বলা হয় বিরক্ত। যেমন—ঝাঁঝ, ঘণ্টা ইত্যাদি।

## ॥ গায়কী ও নায়কী ॥

### ॥ গায়কী ॥

গুরুর নিকট হইতে সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া নিজ প্রতিভা দ্বারা আরও সুন্দর করিয়া গীত পরিবেশন করাকে গায়কী বলা হয়। ইহাতে গায়কের স্বকীয় গায়ন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

### ॥ নায়কী ॥

**গুরুর নিকট হইতে সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া ঠিক গুরুর মতই অনুকরণ করিয়া গীত পরিবেশন করাকে নায়কী বলা হয়।**

# ॥ রাগের সময় চক্র ॥

রাগ পরিবেশনের সময় বিভিন্নভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যেমন, রাগে ব্যবহৃত স্বর অনুসারে ; রাগের বাদী স্বর অনুসারে ইত্যাদি।

## ॥ রাগে ব্যবহৃত স্বর অনুসারে রাগ পরিবেশনের সময় ॥

স্বরসপ্তকে শুদ্ধ ও বিকৃত মিলিয়া মোট বারটি স্বর থাকে। কেবল শুদ্ধ স্বর দ্বারা রাগ গঠিত হইতে পারে, আবার শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের সংমিশ্রণেও রাগ গঠিত হইতে পারে। এই শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের সমন্বয়ে গঠিত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগগুলিকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

যেমন :—

(ক) রে ধ কোমল ও গ শুদ্ধ যুক্ত রাগ। ব্যতিক্রম হিসাবে ধ শুদ্ধ থাকিতে পারে। পরিবেশনের সময় সকাল এবং সন্ধ্যা ৪টা হইতে ৭টা পর্যন্ত।

(খ) শুদ্ধ রে ধ যুক্ত রাগ। গ ও শুদ্ধ থাকিবে। পরিবেশনের সময় দিবা ও রাত্রির ৭টা হইতে ১০টা বা ১২টা পর্যন্ত।

(গ) কোমল গ নি যুক্ত রাগ। পরিবেশনের সময় দিবা ও রাত্রির ১০টা বা ১২টা হইতে ৪টা পর্যন্ত।

এখানে ভোর ৪টা হইতে পরদিন ভোর ৪টা পর্যন্ত সময়কে সম্পূর্ণ দিন ধরা হইয়াছে।

## —দিবাভাগে—

[ক] ভোর ৪টা হইতে বেলা ৭টা পর্যন্ত পরিবেশন করিতে হইবে কোমল রে ধ ও শুদ্ধ গ যুক্ত রাগ। ব্যতিক্রম হিসাবে ধ শুদ্ধ থাকিতে পারে। এই সময়ে গীত রাগগুলিকে প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ বলা হয়।

যেমন :—

ভৈরব ঠাট হইতে—ভৈরব, রামকেলী, কালিংগড়া প্রভৃতি।

পূর্ব্বী ঠাট হইতে—পরজ, বসন্ত প্রভৃতি।

মারবা ঠাট হইতে— ললিত, সোহিনী প্রভৃতি।

[খ] বেলা ৭টা হইতে বেলা ১০টা বা ১২টা পর্যন্ত পরিবেশন করিতে হইবে শুদ্ধ রে ধ যুক্ত রাগ। ইহাতে গ ও শুদ্ধ থাকিবে।

যেমন :—

বিলাবল ঠাট হইতে—বিলাবল, আলাহিয়া, দেশকার প্রভৃতি।

কল্যাণ ঠাট হইতে—গৌড়সারং, হিন্দোল প্রভৃতি।

খাম্বাজ ঠাট হইতে— গারা।

[গ] বেলা ১০টা বা ১২টা হইতে বৈকাল ৪টা পর্যন্ত পরিবেশন করিতে হইবে কোমল গ নি যুক্ত রাগ।

যেমন :—

কাফী ঠাট হইতে—ভীমপলশ্রী, বৃন্দাবনী সারং পিলু প্রভৃতি।

আশাবরী ঠাট হইতে—আশাবরী, জৌনপুরী, দেশী প্রভৃতি।

ভৈরবী ঠাট হইতে—ভৈরবী, বিলাসখানী টোড়ী প্রভৃতি।

—রাত্রিভাগে—

[ক] বৈকাল ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত পরিবেশন করিতে হইবে। কোমল রে ধ ও শুদ্ধ গ যুক্ত রাগ। ব্যতিক্রম হিসাবে ধ শুদ্ধ থাকিতে পারে। এই সময়ে গীত রাগগুলিকে সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ বলা হয়।

যেমন :—

ভৈরব ঠাট হইতে গৌরী।

পূর্ব্বী ঠাট হইতে—পূর্ব্বী, শ্রী, পুরিয়াধানেশ্রী প্রভৃতি।

মারবা ঠাট হইতে—মারবা, পুরিয়া প্রভৃতি।

[খ] সন্ধ্যা ৭টা হইতে ১০টা বা ১২টা পর্যন্ত পরিবেশন করিতে হইবে। শুদ্ধ রে ধ যুক্ত রাগ। ইহাতে গ-ও শুদ্ধ থাকিবে।

যেমন :—

বিলাবল ঠাট হইতে— দুর্গা।

কল্যাণ ঠাট হইতে—ইমন, কেদার, কামোদ প্রভৃতি।

খাম্বাজ ঠাট হইতে—খাম্বাজ, তিলককামোদ, জয়জয়ন্তী প্রভৃতি।

[গ] রাত্রি ১০টা বা ১২টা হইতে ভোর ৪টা পর্যন্ত পরিবেশন করিতে হইবে। কোমল গ নি যুক্ত রাগ।

যেমন :—

কাফী ঠাট হইতে—কাফী, বাগেশ্রী, বাহার প্রভৃতি।

আশাবরী ঠাট হইতে—আড়ানা, দরবাড়ী কানাড়া প্রভৃতি।

ভৈরবী ঠাট হইতে— মালকোষ।

## ।। বাদী স্বর অনুসারে রাগ পরিবেশনের সময় ।।

প্রথমে স্বর সপ্তককে দুইভাগে ভাগ করিতে হইবে। যেমন— সা রে গ ম ও প ধ নি সাঁ। এই ভাগের প্রথম ভাগকে বলা হয় সপ্তকের পূর্ব্বাঙ্গ ও দ্বিতীয় ভাগকে বলা হয় সপ্তকের উত্তরাঙ্গ। পরবর্তীকালে এই সপ্তক ভাগকে একটু পরিবর্তন করিয়া লওয়া হইয়াছে। অনেক সময় দেখা যায়, কোন রাগের বাদী স্বর ম হইলেও উহা উত্তরাঙ্গবাদী রাগ, আবার কোন রাগের বাদী স্বর প হইলেও উহা পূর্ব্বাঙ্গবাদী রাগ। সেই কারণে প্রথমভাগ সা রে গ ম প এবং দ্বিতীয়ভাগ ম প ধ নি সাঁ এইভাবে ভাগ করা হইয়াছে।

এইবার দিবারাত্রির ২৪ ঘণ্টাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করিতে হইবে। যেমন প্রথম ভাগ দিবা ১২টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ভাগ রাত্রি ১২টা হইতে পরদিন বেলা ১২টা পর্যন্ত। ইহাদের প্রথম ভাগকে বলা হয় সময়ের পূর্ব্বাঙ্গ ও দ্বিতীয় ভাগকে বলা হয় সময়ের উত্তরাঙ্গ।

যদি কোন রাগের বাদী স্বর সপ্তকের পূর্ব্বাঙ্গে অর্থাৎ সা রে গ ম প এই স্বরগুলির মধ্যে থাকে, তবে তাহাকে পরিবেশন করিতে হইবে সময়ের পূর্ব্বাঙ্গে অর্থাৎ দিবা ১২টা হইতে রাত্রি ১২টার মধ্যে। এবং যদি কোন রাগের বাদী স্বর সপ্তকের উত্তরাঙ্গে অর্থাৎ ম প ধ নি সাঁ এই স্বরগুলির মধ্যে থাকে, তবে তাহাকে পরিবেশন করিতে হইবে সময়ের উত্তরাঙ্গে অর্থাৎ রাত্রি ১২টা হইতে পরদিন বেলা ১২টার মধ্যে।

# ॥ রাগ পরিচয় ॥

## ॥ রাগ-মালকোষ ॥

### ॥ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

এই রাগ ভৈরবী ঠাটের অন্তর্গত। ইহাতে গ ধ নি কোমল ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। রে ও প বর্জ্জিত। ঔড়ব-ঔড়ব জাতি। ম বাদী ও সা সমবাদী। গাহিবার সময় রাত্রি তৃতীয় প্রহর। উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। প্রকৃতি গম্ভীর। ন্যাস স্বর—গ, ম, ও ধ।

আরোহ ঃ—নি সা, গ ম, ধ নি র্সা

অবরোহ ঃ—র্সা নি ধ ম, গ ম গ সা

পকড় ঃ—ম গ, ম ধ নি ধ, ম, গ সা।

### ॥ আলাপ ॥

(১) সা ঽ ঽ, নি সা ধ নি সা ম ঽ ঽ, গ ম ঽ, ধ ঽ ম ঽ, গ ম ঽ গ সা।

(২) ধ নি সা ম ঽ, গ ম ধ ঽ ম ঽ, নি ধ ম ঽ, গ ম ধ নি ঽ ধ ম ঽ, ম গ, ধ ম, নি ধ, র্সা নি ধ ম ঽ গ ম ঽ গ সা।

(৩) গ ম ধ ম ঽ, নি ধ ম ঽ, সা নি ধ নি সা গ ম নি ধ ম ঽ, সা ম গ ম, ধ নি ঽ ধ ম ঽ, গ ম ঽ গ সা।

(৪) গ ম ধ নি র্সা ঽ ঽ, নি র্সা র্গ র্সা, র্গ র্ম ঽ র্গ র্সা ঽ, র্সা নি ধ নি ধ ম ঽ, গ ম ধ নি র্সা র্গ র্ম র্গ র্সা নি ধ ম, গ ম ধ নি র্সা ঽ।

## ॥ সরল তান ॥

॥ নিসা গম গসা, নিসা গম ধম গম গসা, নিসা গম ধনি ধম গম গসা, নিসা গম ধনি সাঁনি ধম গম গসা, নিসা গম ধনি সাঁগং সাঁনি ধম গম গসা, নিসা গম ধনি সাঁগং মঁগং সাঁনি ধম গম গসা ॥

## ॥ ফিরত তান ॥

॥ নিসা গম ধম, গম ধনি ধম, গম ধনি সাঁনি ধম. গম ধনি সাঁগং সাঁনি ধম, গম ধনি সাঁগং মঁগং সাঁনি ধম গম গসা ॥

## ॥ ৮ মাত্রার তান ॥

১। নিসা গম ধনি সাঁগং । সাঁনি ধম গসা নিসা ।

২। গম ধনি সাঁগং মঁগং । সাঁনি ধম গসা নিসা ।

## ॥ ১৬ মাত্রার তান ॥

৩। নিসা গম ধম, গম । ধনি সাঁনি, ধনি সাঁগং ।
মঁগং সাঁনি, ধনি সাঁনি । ধম গম গসা নিসা ।

৪। সাগ মধ মগ, মধ । নিসাঁ নিধ, নিসাঁ গংমঁ ।
গংসাঁ নিসাঁ নিধ মধ । নিসাঁ নিধ মগ সাসা ।

॥ ২৪ মাত্রার তান ॥

৫। মগ সা-, ন্রিসা গসা । ন্রিসা ধ্নি সাম গম ।
ধ্ম গম ধ্নি সাঁন্রি । ধ্ন্রি ধ্ম, গম ধ্ন্রি ।
সাঁগং সাঁন্রি, সাঁন্রি ধ্ন্রি । ধম গম গসা ন্রিসা ।

৬। গম গম ধ্ম, গম । ধ্ন্রি ধ্ম, গম ধ্ন্রি ।
সাঁন্রি ধ্ম, গম ধ্ন্রি । সাঁগং সাঁন্রি ধ্ম, গম ।
ধ্ন্রি সাঁগং মঁগং সাঁন্রি । ধ্ম গম গসা ন্রিসা ।

॥ ৩২ মাত্রার তান ॥

৭। মম গম গসা, ধ্ধ্ । মধ্ মগ, ন্রিন্রি ধ্ন্রি ।
ধ্ম, সাঁসাঁ ন্রিসাঁ ন্রিধ্, । গংগং সাঁগং সাঁন্রি, মঁমঁ ।
গংমঁ গংসাঁ, ন্রিসাঁ ন্রিধ্ । মধ্ ন্রিসাঁ, গম ধ্ন্রি ।
সাঁগং মঁগং সাঁন্রি ধ্ন্রি । ধ্ম গম গসা ন্রিসা ।

৮। সাগ সাম গম গসা, । গম গধ্ মধ্ মগ, ।
মধ্ মন্রি ধ্ন্রি ধ্ম, । ধ্ন্রি ধ্সাঁ ন্রিসাঁ ন্রিধ্, ।
ন্রিসাঁ ন্রিগং সাঁগং সাঁন্রি, । সাঁগং সাঁমঁ গংমঁ গংসাঁ, ।
গংসাঁ ন্রিসাঁ ন্রিধ্ ন্রিধ্ । মধ্ মগ মগ সা- ।

# ॥ রাগ জৌনপুরী ॥

## ॥ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

এই রাগ আশাবরী ঠাটের অন্তর্গত। ইহাতে গ ধ নি কোমল ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। আরোহতে কেবল গ বর্জিত ও অবরোহতে সাতটি স্বরই ব্যবহার হয়। খাড়ব -সম্পূর্ণ জাতি। ধ বাদী ও গ সমবাদী। গাহিবার সময় দিবা দ্বিতীয় প্রহর। উত্তরাঙ্গ-বাদী রাগ। প্রকৃতি গম্ভীর। ন্যাস স্বর—গ, ম, প ও ধ।

আরোহ ঃ— সা, রে ম, প, ধ, নি সাঁ

অবরোহ ঃ— সাঁ, নি ধ, প, ম গ, রে সা

পকড় ঃ— ম প, নি ধ প, ধ, ম প গ, রে ম প

## ॥ আলাপ ॥

(১) সা ঽ ঽ, রে ম প ঽ, রে ম প নি ধ ঽ প ঽ, ম প ধ প, ম প গ রে সা, রে ম প।

(২) গ ঽ রে সা, রে ন়ি ধ় প় ঽ, ম় প় ধ় ঽ ন়ি সা, রে ম প, নি ধ প, ধ ম প ধ ঽ গ, রে ম প ঽ, ধপ মপ নি ধ ঽ প ঽ, ম প গ ঽ রে সা।

(৩) ম প নি ধ ঽ প, ম প ধ নি ধ প ঽ, মপ ধনি সাঁ নি ধ ঽ প, মপ সাঁ ঽ, নি ধ প, ম প নি ধ ঽ, ম প ধ ঽ, ম প গ ঽ, রে ম প, ধপ মপ গ ঽ রে সা।

(৪) ম প ধ ঽ নি সাঁ ঽ ঽ, রেঁ নি সাঁ, রেঁ নি ধ প, মপ ধনি সাঁ নি ধ ঽ প, ধনি সাঁরেঁ গঁ রেঁ, নি ধ ঽ প, রেঁ মঁ গঁ ঽ রেঁ সাঁ, নি সাঁ, নিসাঁ রেঁ নি ধ ঽ প, ম প ধ নি সাঁ।

### ॥ সরল তান ॥

॥ সারে গরে সা, সারে মগ রেসা, সারে মপ মগ রেসা, সারে মপ ধপ মগ রেসা, সারে মপ নিনি ধপ মগ রেসা, সারে মপ ধনি র্সানি ধপ মগ রেসা, সারে মপ ধনি র্সার্রে র্সানি ধপ মগ রেসা, সারে মপ ধনি র্সার্রে র্গর্রে র্সানি ধপ মগ রেসা, সারে মপ ধনি র্সার্রে র্মর্গ র্রের্সা নিধ পম গরে সা ॥

### ॥ ফিরত তান ॥

॥ সারে মপ ধপ, মপ ধনি ধপ, মপ ধনি র্সানি ধপ, মপ ধনি র্সার্রে র্সানি ধপ, মপ ধনি র্সার্রে র্গর্রে র্সানি ধপ, মপ ধনি র্সার্রে র্মর্গ র্রের্সা নিধ পম গরে সা ॥

### ॥ ৮ মাত্রার তান ॥

১। সারে মপ ধপ মপ । নিনি ধপ মগ রেসা ।

২। মপ ধনি র্সার্রে র্গর্রে । র্সানি ধপ মগ রেসা ।

### ॥ ১৬ মাত্রার তান ॥

৩। সারে মগ রেসা, রেম । পনি ধপ মগ রেসা, ।
রেম পধ মপ ধনি । র্সানি ধপ মগ রেসা ।

৪। সারে মপ ধপ, মপ । ধনি র্সানি, ধনি র্সার্রে ।
র্গর্রে র্সানি ধপ মপ, । নিনি ধপ মগ রেসা ।

## ॥ ২৪ মাত্রার তান ॥

৫। সারে গরে, সারে মপ । ধপ, মপ ধপ, মপ ।
ধনি সানি, ধনি সানি । ধনি সারে গরে সানি ।
ধপ, মপ ধনি সারে । সানি ধপ মগ রেসা ।

৬। ধপ মগ রেসা নিসা, । সানি ধপ মগ রেসা ।
মগ রেসা নিধ পম । পধ নিসা পধ গরে ।
সানি ধপ মপ ধনি । সানি ধপ মগ রেসা ।

## ॥ ৩২ মাত্রার তান ॥

৭। সারে মপ ধপ মগ । রেসা, রেম পনি ধপ ।
মগ রেসা, রেম পধ । মপ ধনি সারে গরে ।
সানি ধপ, মপ ধনি । সারে গরে সানি ধপ ।
মপ সানি ধপ মপ, । নিনি ধপ মগ রেসা ।

৮। মগ রেসা রেম প-, । নিনি ধপ মগ রেসা ।
রেম প-, সারে সানি । ধপ মপ, নিনি ধপ ।
মগ রেসা রেম প-, । সারে সারে গরে সানি ।
ধপ মপ নিনি ধপ । মগ রেসা রেম প- ।

# ॥ রাগ-কেদার ॥

॥ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

এই রাগ কল্যাণ ঠাটের অন্তর্গত। ইহাতে উভয় মধ্যম ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। অবরোহতে অল্প কোমল নি মাঝে মাঝে বিবাদী স্বররূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। আরোহতে রে, গ বর্জিত ও অবরোহতে গ বক্র ও দুর্ব্বল। ঔড়ব—খাড়ব জাতি। ম বাদী ও সা সমবাদী। গাহিবার সময় রাত্রি প্রথম প্রহর। পূর্ব্বাঙ্গবাদী রাগ। প্রকৃতি শান্ত। ন্যাস স্বর—ম ও প।

আরোহ :— সা ম, ম প, ধ প, নি ধ, র্সা

অবরোহ :— র্সা, নি ধ, প, র্ম প ধ প, ম, রে সা

পকড় :— সা ম, ম প, ধ প ম, প ম, রে সা

॥ আলাপ ॥

(১) সা ऽ ऽ, রে সা, ম ऽ ऽ, প ম ऽ, ম প ধ প ম ऽ সা রে সা।

(২) নি় সা ম গ প ऽ, র্ম প ধপম ऽ, প ম ऽ ऽ সা রে সা।

(৩) সা ऽ ম গ প, র্ম প ধ প ম ऽ, সা রে সা, ম গ, প র্ম ধ প,

র্ম প নি ধ প, র্ম প ধ প ম ऽ ऽ, সা ম ऽ প, ধ র্ম প

ধপমऽ সা রে সা।

(৪) র্ম প নিধ র্সা ऽ ऽ, প প র্সা ऽ ধ প, র্ম প ধ প ম ऽ রে সা,

ম গ প র্ম ধ প, নিধ র্সা নি র্রে র্সা, র্সা র্ম ऽ র্রে র্সা, নি র্রে

র্সা নি, ধ নি র্সা র্রে র্সা ऽ ধ প, র্মপ ধনি র্সা নি ধ প, র্ম প

ধ প ম ऽ রে সা।

॥ সরল তান ॥

॥ সারে সাসা; সাসা মম রেসা, সাসা মম পপ মম রেসা, সাসা মম পপ ধপ র্মপ ধপ মম রেসা, সাসা মম পপ র্মপ ধনি র্সানি ধপ র্মপ ধপ মম রেসা, সাসা মম পপ র্সারে র্সানি ধপ র্মপ ধনি র্সানি ধপ র্মপ ধপ মম রেসা, সাসা মম পপ র্সার্সা র্মর্ম রের্সা র্সানি ধপ মম রেসা ॥

॥ ফিরত তান ॥

॥ র্মপ ধপ, র্মপ ধনি ধপ, র্মপ ধনি র্সানি ধপ, র্মপ ধনি র্সারে র্সানি ধপ, র্মপ ধনি র্সা- র্মর্ম রের্সা নিধ পপ র্মপ ধপ মম রেসা ॥

॥ ৮ মাত্রার তান ॥

১। সাম মগ পর্ম ধপ । র্মপ ধপ মম রেসা ।

২। র্মপ ধনি র্সানি ধপ । র্মপ ধপ মম রেসা ।

॥ ১৬ মাত্রার তান ॥

৩। সাম মগ পর্ম ধপ । র্মপ র্সানি ধপ, র্মপ ।
ধনি র্সারে র্সানি ধপ । র্মপ ধপ মম রেসা ।

৪। মম রেসা, র্সার্সা ধপ, । র্মর্ম রের্সা নিরে র্সানি ।
ধপ, র্মপ ধনি র্সারে । র্সানি ধপ মম রেসা ।

॥ ২৪ মাত্রার তান ॥

৫। মম রেসা নি়সা, র্সানি । ধপ র্মপ, র্মর্ম রের্সা ।
নিরে র্সানি ধপ, র্মপ । ধনি র্সারে র্সানি ধপ ।
র্মপ, র্মপ র্সানি ধপ । র্মপ ধপ মম রেসা ।

৬। র্মপ ধপ মম রেসা । র্মপ র্সানি ধপ র্মপ ।
ধপ মম রেসা, র্মপ । ধনি র্সারে ধরে র্সানি ।
ধপ র্মপ, র্সানি ধপ । র্মপ ধপ মম রেসা ।

॥ ৩২ মাত্রার তান ॥

৭। মম রেসা, র্মপ ধপ । মম রেসা, নিনি ধপ ।
র্মপ ধনি র্সানি ধপ । র্মপ ধপ মম রেসা ।
র্মর্ম রের্সা নিরে র্সানি । ধপ র্মপ ধনি র্সারে ।
ধরে র্সানি ধপ র্মপ । র্সানি ধপ মম রেসা ।

৮। মগ পর্ম ধপ, র্মপ । র্সানি ধপ, র্মপ ধনি ।
র্সারে ধরে রের্সা নিনি । ধপ, র্মর্ম রের্সা নিরে ।
র্সানি ধনি র্সারে ধরে । র্সানি ধপ র্মপ, রেরে ।
র্সানি ধপ র্মপ, র্সার্সা । নিনি ধপ মম রেসা ।

# ॥ রাগ-হম্বীর ॥

## ॥ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

এই রাগ কল্যাণ ঠাটের অন্তর্গত্। ইহাতে উভয় মধ্যমও বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। অবরোহতে অল্প কোমল নি্ মাঝে মাঝে বিবাদী স্বররূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ জাতি। ধ বাদী ও গ সমবাদী। গাহিবার সময় রাত্রি প্রথম প্রহর। পূর্ব্বাঙ্গ-বাদী রাগ। বাদী স্বর অনুসারে ইহা উত্তরাঙ্গবাদী রাগ হওয়া উচিত। কিন্তু এই রাগে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। অবশ্য অনেকে বাদী স্বর পঞ্চম মানেন। কিন্তু ধৈবত বাদী হইলে রাগরূপ যেমন উত্তমরূপে প্রকাশ পায়, পঞ্চম বাদী হইলে রাগরূপ ততটা প্রকাশ পায় না। ইহা গম্ভীর প্রকৃতির রাগ। ন্যাস স্বর—প ও ধ।

আরোহ :—সা রে সা, গ ম ধ, নি ধ, র্সা

অবরোহ :—র্সা নি ধ প, র্ম প ধ প, গ ম রে সা

পকড় :—সা, রে সা, গ ম ধ

## ॥ আলাপ ॥

(১) সা ঽ ঽ, রে সা, গ ম রে সা, গ ম ধ ঽ প গ ম রে সা, গ ম ধ।

(২) গ ম ধ ঽ ঽ প, গ ম রে সা, নি ধ ঽ প, গ ম রে গ ম ধ ঽ প, নি ধ র্সা নি ধ ঽ প, গ ম ধ ঽ প গ ম রে সা, গ ম ধ।

(৩) ধ ঽ ঽ প, গ ম রে সা, র্ম প গ ম ধ ঽ, র্সা নি ধ ঽ প, র্সা র্রে র্সা নি ধ ঽ প, র্ম প গ ম ধ।

(৪) গ ম ধ ঽ, নিধ র্সা ঽ ঽ, র্সা র্রে র্সা ঽ, র্গ র্ম র্রে র্সা ঽ, র্সা র্রে নি র্সা ধ ঽ প, র্ম প নি ধ ঽ, র্সা নি ধ ঽ প, গ ম রে সা, গ ম ধ, নি ধ র্সা।

॥ সরল তান ॥

॥ সারে সাসা, গম রেসা, গম ধপ গম রেসা, সাগ মধ র্মপ ধনি র্সানি ধপ গম রেসা, সাগ মধ র্মপ ধনি র্সারে র্সানি ধপ গম রেসা, সাগ মধ র্মপ ধনি র্সাগং র্মরে র্সানি ধপ গম রেসা গম ধ ॥

॥ ফিরত তান ॥

॥ গম ধপ, র্মপ ধনি ধপ, র্মপ ধনি র্সানি ধপ, র্মপ ধনি র্সারে র্সানি ধপ, র্মপ ধনি র্সাগং র্মরে র্সানি ধপ গম রেসা, গম ধ ॥

॥ ৮ মাত্রার তান ॥

১। র্সানি ধপ র্মপ ধপ । গম ধপ গম রেসা ।

২। গংমং রেসা নিরে র্সানি । ধপ র্মপ গম রেসা ।

॥ ১৬ মাত্রার তান ॥

৩। গম ধপ গম রেসা । র্মপ ধনি র্সানি ধপ ।
র্সারে র্সানি ধপ র্মপ । গম ধপ গম রেসা ।

৪। গম রেসা, র্সার্সা ধপ, । গংমং রের্সা নিরে র্সানি ।
ধনি র্সানি ধপ র্মপ । গম ধপ গম রেসা ।

## ॥ ২৪ মাত্রার তান ॥

৫। সারে সাসা, গম রেসা, । গম ধপ গম রেসা ।
র্মপ গম ধ-, ধনি । র্সানি ধপ র্মপ গম ।
ধ-, ধনি র্সারে র্সানি । ধপ র্মপ গম ধ-, ।

৬। গম ধনি র্সানি ধপ । র্মপ র্সানি ধপ র্মপ ।
গম ধপ গম রেসা । গর্ম রের্সা নিরে র্সানি ।
ধপ র্মপ গম ধ-, । গম ধ-, গম ধ- ।

## ॥ ৩২ মাত্রার তান ॥

৭। গম রেসা, গম ধপ । গম রেসা, গম ধধ ।
পপ গম রেসা, গম । ধনি র্সানি ধপ, র্মপ ।
ধনি র্সানি ধপ, র্মপ । গম ধপ গম রেসা ।
গর্ম রের্সা নিরে র্সানি । ধপ র্মপ গম রেসা ।

৮। র্সানি ধপ র্মপ গম । ধ-, র্সানি ধনি র্সারে ।
র্সানি ধপ র্মপ গম । ধ-, ধনি র্সা,ধ নির্সা ।
নির্সা, ধনি র্সারে র্সানি । ধপ র্মপ গম ধ-, ।
গর্ম রের্সা নিরে র্সানি । ধপ র্মপ গম ধ- ।

# ।। রাগ-কালিংগড়া ।।

॥ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

এই রাগ ভৈরব ঠাটের অন্তর্গত। ইহারে রে ধ কোমল ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। আরোহ অবরোহতে সাতটি স্বরই ব্যবহার হয়। সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ জাতি। ধ বাদী ও গ সমবাদী। মতান্তরে প বাদী ও সা সমবাদী। গাহিবার সময় রাত্রি শেষ প্রহর। প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ। গ, প, ধ সমুদায় বৈচিত্রদায়ক। উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। এই রাগে রে ও ধ অধিক আন্দোলিত হইলে ভৈরব রাগের ছায়া আসিবার সম্ভাবনা থাকে। ইহা ক্ষুদ্র প্রকৃতির রাগ। ন্যাস স্বর গ ও প।

আরোহ: সা রে গ ম প ধ নি র্সা

অবরোহ: র্সা নি ধ প ম গ রে সা

পকড়: ধ প. গ ম গ, নি় সা রে গ, ম।

॥ আলাপ ॥

(১) সা ऽ ऽ, নি় সা রে গ, ম গ, প ऽ গ ম গ, ধ প
গ ম গ ऽ রে সা, নি় ऽ সা রে গ।

(২) ধ প গ ম গ ऽ, গ ম প ধ নি নি ধ প গ ম গ ऽ,
সা রে গ ম প গ ম গ রে সা, নি় ऽ সা রে গ।

(৩) গ ম প ধ নি ধ প, প ধ র্সা নি ধ প ম প গ ম গ ऽ,
র্সা র্রে র্সা নি ধ প, গ ম প ধ, প ধ নি ऽ র্সা নি
ধ প ম প গ ম গ রে সা, নি় ऽ সা রে গ।

(৪) গ ম প ধ নি র্সা ऽ, র্সা র্রে র্সা র্রে নি নি র্সা ऽ,
র্সা র্রে র্গ ऽ র্ম র্গ র্রে র্সা ऽ, র্রে র্সা নি ধ প,
প ধ প ধ নি র্সা, ধ নি র্সা র্রে র্সা নি ধ প, ধ প
গ ম গ রে সা।

## ॥ সরল তান

॥ সারে্‌ সা, সারে্‌ গরে্‌ সা, সারে্‌ গম গরে্‌ সা, সারে্‌ গম প,গ মগ রে্‌সা, সারে্‌ গম পধ্‌ পম গম প,গ মগ রে্‌সা, সারে্‌ গম পধ্‌ নিধ্‌ পম গম প,গ মগ রে্‌সা, সারে্‌ গম পধ্‌ নির্সা নিধ্‌ পম গম প,গ মগ রে্‌সা ॥

## ॥ ফিরত তান ॥

॥ নি্‌সা গম প,গ মগ, গম পধ্‌ ধ্‌প মপ গম গ, গম পধ্‌ নিনি ধ্‌প মপ গম গ, গম পধ্‌ নির্সা নিনি ধ্‌প মপ গম গ, গম পধ্‌ নির্সা রেঁরেঁ র্সানি ধ্‌প মপ গম গরে্‌ সা ॥

## ॥ ৮ মাত্রার তান ॥

১। গম পধ্‌ নিনি ধ্‌প। মপ গম গরে্‌ সাসা ।

২। ধ্‌ধ্‌ নির্সা রেঁরেঁ র্সানি। ধ্‌প মপ গম গ- ।

## ॥ ১৬ মাত্রার তান ॥

৩। নি্‌সা গম প,গ মগ। রে্‌সা, র্সানি ধ্‌প মপ ।
ধ্‌নি র্সারেঁ র্সানি ধ্‌প। মপ গম গরে্‌ সাসা ।

৪। গম পধ্‌ নির্সা রেঁরেঁ। র্সানি ধ্‌প, মপ ধ্‌নি ।
র্সানি ধ্‌প, মপ ধ্‌নি। ধ্‌প মপ গম গ- ।

## ॥ ২৪ মাত্রার তান ॥

৫। পধ পধ নির্সা, ধনি। ধনি র্সারে র্সানি ধপ।
গম পধ নিনি ধপ। গম পধ নির্সা রের্রে।
র্সানি ধপ মপ ধপ। মপ গম গরে সাসা।

৬। গম পধ মপ ধপ। গম গ-, গম পধ।
নিনি ধপ মপ ধপ। গম গ-, গম পধ।
নির্সা গর্রে র্সানি ধপ। মপ গম গরে সাসা।

## ॥ ৩২ মাত্রার তান

৭। নিসা গম পগ মগ। রেসা, নিসা গম পধ।
পম গম প,গ মগ। রেসা, গম পধ নিনি।
ধপ, গম পধ নির্সা। গর্গ রের্সা রের্রে র্সানি।
ধনি র্সারে র্সানি ধপ। মপ গম গরে সাসা।

৮। ধপ গম পধ মপ। ধপ, নিনি ধপ মপ।
গম পগ মগ রেসা। গম পধ নিনি ধনি।
পধ মপ গম পধ। নির্সা রের্রে র্সানি ধনি।
নিনি ধপ মপ ধপ। গম পগ মগ রেসা।

# ॥ রাগ-তিলং ॥

॥ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

এই রাগ খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্গত। ইহাতে উভয় ন্রি নি ব্যবহার হয়। আরোহতে শুদ্ধ নি ও অবরোহতে কোমল ন্রি। বাকী সব শুদ্ধ স্বর। রে ধ বর্জ্জিত। ঔডব—ঔড়ব জাতি। যদিও এই রাগে রে বর্জ্জিত তবুও রাগের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য মাঝে মাঝে রে বিবাদী স্বররূপে প্রয়োগ হইয়া থাকে। গ বাদী ও নি সমবাদী। গাহিবার সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। পূর্ব্বাঙ্গবাদী রাগ। প্রকৃতি চঞ্চল। ন্রি প, গ ম গ স্বরসমুদায় রাগবাচক ও বৈচিত্রদায়ক। ন্যাস স্বর—গ ও প।

আরোহ : সা গ ম প নি সাঁ

অবরোহ : সাঁ ন্রি প ম গ সা

পকড় : ন্রি প, গ ম গ

॥ আলাপ ॥

(১) সা ঽ ঽ, গ ঽ ম গঽ, গ ম প ঽ ম গ ঽ সা, ন্রি় প় নি় ঽ সা ঽ,
সা গ ম প ঽ, গ ম প ন্রি প ম, গ ম গ ঽ সা।

(২) গ ম প ঽ, গ ম গ ঽ, ন্রি প ম প গ ম গ ঽ, প ন্রি প ঽ,
নি সাঁ ন্রি প ম প ঽ, গ ম গ ঽ, গম পন্রি প ম,
গ ম গ ঽ সা।

(৩) গ ম প ন্রি প ঽ, গ ম গ ঽ, সাগ মপ গ ম প ন্রি প গ ম গ ঽ,
পানি সাঁরেঁ নি সাঁ ন্রি প, গ ম গ ঽ, গ ম প নি সাঁ ন্রি প ঽ
গ ম গ ঽ সা।

(৪) গ ম প নি সাঁ ঽ ঽ, (সাঁ) ন্রি প ঽ, গ ম প নি সাঁ ঽ, গঁ ঽ সাঁ ঽ,
সাঁ গঁ ঽ মঁ গঁ ঽ নি সাঁ ঽ, ন্রি প ঽ, ম প গ ম প নি সা।

॥ সরল তান ॥

॥ সাগ মগ সা, সাগ মপ মগ সা, সাগ মপ ন্রিপ মগ সা, সাগ মপ নিসাঁ ন্রিপ মগ সা; সাগ মপ নিসাঁ রেঁসাঁ ন্রিপ মগ সা, সাগ মপ নিসাঁ গংমং গংসাঁ ন্রিপ মগ সা ॥

॥ ফিরত তান ॥

॥ নি়সা গম পম গম গ, গম পন্রি পম গম গ, গম পনি সাঁন্রি পম গম গ, গম পনি সাঁরেঁ সাঁন্রি পম গম গ, গম পনি সাঁগং সাঁন্রি পম গম গ, গম পনি সাঁগং মংগং সাঁন্রি পম গম গসা ॥

॥ ৮ মাত্রার তান ॥

১। পম গম পনি সাঁরেঁ। সাঁন্রি পম গম গ- ।

২। সাগ মপ গম পনি। সাঁন্রি পম গম গ- ।

॥ ১৬ মাত্রার তান ॥

৩। সাগ মপ মগ মপ। ন্রিপ মগ মপ নিসাঁ ।
পনি সাঁরেঁ নিসাঁ রেঁসাঁ। ন্রিন্রি পম গম গ- ।

৪। গগ মপ মগ সানি়। সাগ মপ ন্রিপ মগ ।
ন্রিন্রি পম পনি সাঁরেঁ। সাঁন্রি পম গম গ- ।

## ॥ ২৪ মাত্রার তান

৫। গম গম প্নি পম,। গম প্নি পম, গম।
পম, গম প্নি পম। গম গ-, গম পনি।
সাঁগং মগং সাঁনি পম,। প্নি পম গম গ-।

৬। সাগ মপ মগ সানি়। সাগ মপ নিপ মগ,।
সাগ মপ, গম পনি,। পনি সাঁগং মগং সাঁনি।
পনি সাঁরেঁ সাঁরেঁ সাঁনি,। সাঁনি পম গম গ-।

## ॥ ৩২ মাত্রার তান ॥

৭। নি়সা সাগ গম মপ। নিনি পম গম গ-।
গম মপ পনি নিসাঁ। সাঁনি পম গম গ-।
সাঁগং গংমং গংসাঁ নিসাঁ। নিপ মপ গম গ-।
নিপ মপ গম গ-। নিপ মপ গম গ-।

৮। গম পনি় সাঁগং মগং। সাঁনি সাঁরেঁ সাঁনি পম।
গম পম, পনি পম। পনি নিসাঁ সাঁনি পম,।
গম মপ নিপ মগ,। সাগ গম মপ গম,।
পনি সাঁরেঁ নিসাঁ রেঁসাঁ। নিপ মপ গম গ-।

# ।। রাগ-পটদীপ ।।

## ।। সংক্ষিপ্ত পরিচয় ।।

এই রাগ কাফী ঠাটের অন্তর্গত। ইহাতে গ কোমল ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। আরোহতে রে ও ধ বর্জিত এবং অবরোহতে সাতটি স্বরই ব্যবহার হয। ঔড়ব—সম্পূর্ণ জাতি। প বাদী ও সা সমবাদী। গাহিবার সময় দিবা চতুর্থ প্রহর। পূর্ব্বাঙ্গবাদী রাগ। প্রকৃতি শান্ত। ন্যাস স্বর প ও নি।

আরোহ :— নি় সা, গ ম প, নি সাঁ

অবরোহ :— সাঁ নি ধ প, ম গ রে সা

পকড় :— ম গ, রে সা নি়।

## ।। আলাপ ।।

(১) সা ঽ ঽ, নি় ঽ সা গ রে সা, নি় সা গ ম প ঽ, সা গ ম প ঽ, গ ম প নি ঽ ধ প ঽ, ধ ম প গ ম প ঽ, গ ম গ রে সা।

(২) নি় সা গ ম প ঽ, গ ম প নি ঽ, প নি সাঁ নি ঽ ধ প ধ ম প ঽ, গ ম প নি সাঁ ঽ নি ধ প ঽ, ধ ম প গ ম প ঽ, সাগ মপ গ ম গ রে সা।

(৩) প ঽ ঽ, ম প গ ম প ঽ, গ ম প নি ঽ ধ ঽ ম প ঽ, পম গম প নি সাঁ নি ঽ ধ প ঽ, গম মপ, পনি নি সাঁ ঽ, সাঁ ঽ নি ধ প ঽ, ম প গ ম গ রে সা নি় ঽ নি় সা ঽ গ রে সা।

(৪) গ ম প নি সাঁ ঽ ঽ, প নি সাঁ গঁ রেঁ সাঁ ঽ, নি সাঁ মঁ গঁ রেঁ সাঁ, নি সাঁ গঁ মঁ পঁ ঽ, গঁ মঁ গঁ রেঁ সাঁ, রেঁ নি সাঁ ঽ নি ধ প ঽ, ধ ম প গ ম প নি সাঁ ঽ।

॥ সরল তান ॥

॥ নি়সা গরে সা, নি়সা গম গরে সা. নি়সা গম পম গরে সা, নি়সা গম পনি ধপ মগ রেসা, নি়সা গম পনি সাঁনি ধপ মগ রেসা, নি়সা গম পনি সাঁরেঁ সাঁনি ধপ মগ রেসা, নি়সা গম পনি সাঁগঁ রেঁসাঁ নিধ পম গরে সা, নি়সা গম পনি সাঁগঁ মঁগঁ রেঁসাঁ নিধ পম গরে সা ॥

॥ ফিরত তান ॥

॥ নি়সা গম পনি ধপ, গম পনি সাঁনি ধপ, গম পনি সাঁরেঁ সাঁনি ধপ, গম পনি সাঁগঁ গঁরেঁ সাঁনি ধপ, গম পনি সাঁগঁ মঁগঁ রেঁসাঁ নিধ পম, গম পনি সাঁগঁ মঁপঁ মঁগঁ রেঁসাঁ নিধ পম গরে সা ॥

॥ ৮ মাত্রার তান ॥

১। নি়সা গম পনি সাঁনি। ধপ মগ রেসা নি়সা।

২। গম পনি সাঁগঁ রেঁসাঁ। নিধ পম গরে সাসা।

॥ ১৬ মাত্রার তান ॥

৩। নি়সা গম পম গম। পনি সাঁনি ধপ মপ।
নিসাঁ গঁগঁ রেঁসাঁ নিসাঁ। নিধ পম গরে সাসা।

৪। গগ রেসা, নি়সা গম। পম, গম পনি সাঁনি।
সাঁগঁ রেঁসাঁ নিধ পম। ধপ মগ রেসা নি়সা।

## ॥ ২৪ মাত্রার তান ॥

৫। ন়িসা গ্‌ম পম, গ্‌প। মগ্‌ রেসা, গ্‌ম পনি।
সাঁনি, পসাঁ নিধ পম। পনি সাঁগ্‌ং রেঁসাঁ নিধ।
পম, গ্‌ম পনি সাঁনি। ধপ মগ্‌ রেসা ন়িসা।

৬। ন়িন়ি সাগ্‌ রেসা, ন়িসা। মগ্‌ রেসা, ন়িসা ধপ।
মপ মগ্‌ মপ নিসাঁ,। পনি সাঁগ্‌ং রেঁসাঁ নিসাঁ।
মংগ্‌ং রেঁসাঁ নিধ পম। ধপ মগ্‌ রেসা ন়িসা।

## ॥ ৩২ মাত্রার তান ॥

৭। ন়িসা গ্‌ম পনি সাঁনি। ধপ মগ্‌ রেসা, গ্‌ম।
পানি সাঁনি ধপ মপ,। গ্‌ম পনি মপ নিসাঁ।
পনি সাঁগ্‌ং রেঁসাঁ নিসাঁ। মংগ্‌ং রেঁসাঁ নিসাঁ, নিধ।
পম ধপ, মগ্‌ মপ। ধপ, মগ্‌ রেসা ন়িসা।

৮। প়ন়ি সাগ্‌ রেসা ন়িসা,। গ্‌ম পনি ধপ মপ,।
পনি সাঁগ্‌ং রেঁসাঁ নিধ। পম গ্‌ম, পনি সাঁনি।
ধপ মপ গ্‌ম প-,। পনি সাঁনি ধপ মপ।
গ্‌ম প-, পনি সাঁনি। ধপ মপ গ্‌ম প-।

# ॥ রাগ-তিলককামোদ ॥

## ॥ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

এই রাগ খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্গত। ইহাতে সবই শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। আরোহতে ধ বর্জিত ও অবরোহ সম্পূর্ণ। খাড়ব—সম্পূর্ণ জাতি। এই রাগের চলন বক্র। রে বাদী ও প সমবাদী। মতান্তরে সা বাদী ও প সমবাদী। গাহিবার সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। পূর্ব্বাঙ্গবাদী রাগ। প্রকৃতি চঞ্চল। ন্যাস স্বর— গ ও প।

আরোহ :— সা রে গ সা, রে ম প ধ ম প, সাঁ

অবরোহ :— সাঁ প ধ ম গ, সা রে গ, সা নি়

পকড় :— প় নি় সা রে গ, সা, রে প ম গ, সা নি়

## ॥ আলাপ ॥

(১) সা রে গ সা নি়, প় নি় সা রে গ সা, রে গ রে প ঽ ম গ, সা রে গ সা নি়, প় নি় সা রে গ সা।

(২) রে ম প ঽ ধ ঽ ম গ, সা রে প ঽ ম গ, রে ম প ধ ম প, ধ ম গ, সা রে গ সা নি়, প় নি় সা রে গ সা।

(৩) রে ম প ধ ম প সাঁ ঽ প ঽ ধ ঽ ম গ সা নি়, রে গ রে প ঽ ম গ, সা রে ম গ সা নি়, প় নি় সা রে গ সা।

(৪) সাঁ ঽ ঽ প ধ ঽ ম গ, ম প নি সাঁ ঽ, রেঁ গঁ সাঁ ঽ, রেঁ পঁ ঽ মঁ গঁ সাঁ রেঁ গঁ ঽ সাঁ, প ধ ম গ ঽ, সা রে গ সা নি় প় নি় সা রে গ সা।

॥ সরল তান ॥

॥ সারে গসা, রেপ মগ রেগ সা, রেম পধ মগ রেগ সা, রেম পধ মপ সাঁসাঁ পধ মগ রেগ সা. রেম পধ মপ নিসাঁ রেঁসাঁ পধ মগ রেগ সা, রেম পধ মপ নিসাঁ রেঁগঁ সাঁ পধ মগ রেগ সা ॥

॥ ফিরত তান ॥

॥ প্ নি্ সারে গসা, রেম পধ মপ, রেম পধ মপ সাঁসাঁ পধ মপ, রেম পনি সাঁরেঁ সাঁসাঁ পধ মপ. রেম পনি সাঁরেঁ গঁসাঁ পধ মগ রেগ সা ॥

॥ ৮ মাত্রার তান ॥

১। রেম পধ মপ সাঁসাঁ । পধ মগ রেগ সা- ।

২। গরে পম গ,সা রেগ । সানি্. প্ নি্ সারে গসা ।

॥ ১৬ মাত্রার তান ॥

৩। সানি্ প্ নি্ সারে গরে । পম গসা, রেম পধ ।
মপ. সাঁরেঁ গঁসাঁ নিসাঁ । পধ পম গরে গসা ।

৪। প্ নি্ সারে গসা, রেম । পধ মগ, পনি সাঁরেঁ ।
গঁসাঁ, সাঁরেঁ নিসাঁ পধ । মগ সারে গসা নি্সা ।

## ॥ ২৪ মাত্রার তান ॥

৫। নিসা রেগ সাসা নিসা। রেম পধ পধ মগ।
রেম পধ মপ সাসা। পধ মপ সারে নিসা।
পনি সারে গসা নিসা। পধ মগ রেগ নিসা।

৬। রেগ রেপ মগ সারে। গসা, পনি সারে গরে।
পম গসা, রেম পধ। মপ নিসা, পনি সারে।
গরে পম গসা নিসা। পধ পম গরে গসা।

## ॥ ৩২ মাত্রার তান ॥

৭। সানি পনি সারে গসা। পম গরে সারে গসা।
রেম পধ মপ নিসা। পধ মপ সারে নিসা।
পধ মগ রেগ সারে। নিসা পনি সারে গসা।
রেম পনি সারে গসা। পধ মগ রেগ সাসা।

৮। সারে রেম মপ, পধ। মপ সাসা, রেগ রেপ।
মগ সারে গসা, সারে। নিসা পধ মপ নিসা।
পনি সারে পম গসা। পধ মপ মপ সাসা।
পনি সারে গরে নিসা। পধ মগ রেগ নিসা।

# ॥ রাগ-পিলু ॥

## ॥ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

এই রাগ কাফী ঠাটের অন্তর্গত। ইহা মিশ্র রাগ। ইহাতে ভীমপলশ্রী, ভৈরবী ও গৌরী এই তিন রাগের মিশ্রন আছে। এই রাগে ১২টি স্বরই ব্যবহার হয়। সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ জাতি। সাধারণতঃ শুদ্ধ স্বরের প্রয়োগ আরোহতে বেশী হইয়া থাকে। বাদী কোমল গ্ ও সমবাদী শুদ্ধ নি। গাহিবার সময় দিবা তৃতীয় প্রহর। এই রাগে সাধারণতঃ ঠুংরী গাওয়া হয়। পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। ক্ষুদ্র প্রকৃতির রাগ। ন্যাস স্বর—গ্ ও প।

আরোহ :— নি় সা, গ্ রে গ্, ম প, ধ্ প ন্ ধ প, সাঁ

অবরোহ :— সাঁ, ন্ ধ প ম গ্, নি় সা

পকড় :— নি় সা গ্ নি় সা, প ধ়্ নি় সা

## ॥ আলাপ ॥

(১) সা ঽ ঽ, গ্ ঽ রে গ্ ঽ সা রে্ নি় সা ঽ, নি়ধ়্ প় ঽ, প় প় ধ়্ নি় সা গ্ ঽ নি় সা ঽ।

(২) নি় সা গ্ ঽ, ম গ্ ঽ, প গ্ ঽ, ধ্ ম প গ্ ঽ, ম প ধ্ প ঽ গ্ ঽ, প ম প গ্ ঽ, নি় সা ঽ।

(৩) প ঽ প, ধ্ প গ্ ঽ, নি় সা গ ম প ঽ, গ ম ধ্ প গ্ ঽ, ন্ ধ প ঽ, সাঁ ন্ ধ প ঽ, ম প গ্ ঽ, রে গ্ ঽ, সা রে্ নি় সা ঽ।

(৪) প ঽ ধ্ প ঽ, প ধ ন্ সাঁ ঽ, গ্ঁ ঽ রেঁ গ্ঁ সাঁ রেঁ নি সাঁ ঽ ন্ ধ প ঽ, প ধ ন্ ধ ম প ধ্ প গ্ ঽ, প ম গ্ ঽ, গ ম প ধ্ প ম গ্ ঽ নি় সা ঽ।

॥ সরল তান ॥

॥ নিসা গরে নিসা, নিসা গম পম গরে নিসা, নিসা গম পধ পম গরে নিসা, নিসা গম পধ নির্সা নিধ পম গরে নিসা, নিসা গম পনি সাগ রেসা নিধ পম গরে নিসা ॥

॥ ফিরত তান ॥

॥ গম পম, গম পধ পম, গম পধ নিধ পম, গম পধ নির্সা নিধ পম গরে সা, পধ মপ নিসা রেগ সারে গম রেম গরে, সারে মপ ধনি পম রেম গরে সানি সা ॥

॥ ৮ মাত্রার তান ॥

১। পধ নিসা রেগ সারে। পম গরে মগ রেসা।

২। নিসা গম পধ পম। গরে মগ সারে নিসা।

॥ ১৬ মাত্রার তান ॥

৩। পম গরে সানি সাগ। রেসা নিসা, গম পধ।
পম পধ নিসা নিধ। পম গরে সানি সাসা।

৪। নিসা গগ রেসা নিসা। গম পনি সাগ রেসা।
নিনি ধপ মধ পম। গরে মগ রেসা নিসা।

## ॥ ২৪ মাত্রার তান ॥

৫। সাগ রেগ সারে নিসা। নিনি সারে সানি ধপ।
পধ নিসা গগ রেসা। গম পধ পম পধ।
নিসাঁ নিধ পম গরে। মগ রেসা, গগ নিসা।

৬। নিসা গগ রেসা, নিসা। গম পধ পম গরে।
মগ রেসা, নিসা গম। পগ মপ, গম গম।
পধ নিধ, পসাঁ নিধ। পম গরে মগ রেসা।

## ॥ ৩২ মাত্রার তান ॥

৭। নিসা গম প,গ মপ। গম গম পধ নিধ।
পসাঁ নিধ পরে সাঁনি। ধপ, গঁরেঁ সাঁনি ধপ।
মগ রেসা, নিসা গম। পনি সাঁগঁ রেঁসাঁ নিসাঁ।
নিনি ধপ মধ পম। গরে মগ রেসা নিসা।

৮। সাগ গরে, সানি নিধ ; পগঁ গঁরেঁ সাঁনি ধপ।
রেঁরেঁ সাঁনি ধপ মধ। পম গরে মগ রেসা।
পধ নিসা গগ রেসা। ধধ পম গরে, গঁগঁ।
রেঁসাঁ নিরেঁ রেঁনি ধপ। মধ পম গরে সা-।

# ॥ রাগ-বাহার ॥

## ॥ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

এই রাগ কাফী ঠাটের অন্তর্গত। ইহাতে গ নি কোমল ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। বসন্ত ঋতুতে সব সময় এই রাগ গাওয়া যায়। এই রাগের গীতে সাধারণতঃ বসন্ত ঋতুর বর্ণনা থাকে। আরোহতে ঋষভ ও অবরোহতে ধৈবত বর্জ্জিত। খাড়ব—খাড়ব জাতি। এই রাগে মধ্যম ও ধৈবতের স্বর সঙ্গতি অতি মাধুর্য্যপূর্ণ। ম বাদী ও সা সমবাদী। গাহিবার সময় মধ্যরাত্রি। উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। প্রকৃতি চঞ্চল। ন্যাস স্বর—সা, ম ও প।

আরোহ :—ন়ি সা, গ ম, প, গ ম, ধ, নি সাঁ

অবরোহ :—সাঁ, নি প ম প, গ ম, রে সা

পবড় :—ম প গ ম, ধ, নি সাঁ

## ॥ আলাপ ॥

(১) সা ৪ ৪, ম ৪ ম প গ ম ৪, নি প ম প গ ম রে সা।

(২) সাম মপ গ ম রে সা, সা ম, গ ম নি প ম প গ ম রে সা, ম নি ধ নি সাঁ ৪, রেঁ নি সাঁ, নি প ম প গ ম রে সা

(৩) নি প ম প গ ম রে সা, ম ৪ রে সা, প ৪ ম প গ ম রে সা, নি প ম প গ ম ধ নি সাঁ ৪, রেঁসাঁ নিসাঁ নি প ম প গ ম রে সা।

(৪) গ ম ধ নি সাঁ ৪, নি ধ নি সাঁ, ম নি ধ নি সাঁ, ধনি সাঁরেঁ নি সাঁ নি প ম প গ ম রে সা, গঁ মঁ রেঁ সাঁ, রেঁ নি সাঁ ৪, নি প ম প গ ম ধ নি সাঁ।

॥ সরল তান

॥ নি̣সা গ̲ম রেসা, নি̣সা গ̲ম প,গ̲ মরে সা, নি̣সা গ̲ম নি̲নি̲ পম গ̲ম রেসা, নি̣সা গ̲ম ধনি সাঁনি̲ পম গ̲ম রেসা, নি̣সা গ̲ম ধনি সাঁরেঁ সাঁনি̲ পম গ̲ম রেসা, নি̣সা গ̲ম ধনি সাঁসাঁ গ̲ঁমঁ রেঁসাঁ নি̲প মপ গ̲ম রেসা ॥

॥ ফিরত তান ॥

॥ নি̣সা গ̲ম পম, গ̲ম নি̲নি̲ পম, গ̲ম ধনি সাঁনি̲ পম, গ̲ম ধনি সাঁরেঁ সাঁনি̲ পম, গ̲ম ধনি সাঁসাঁ গ̲ঁমঁ রেঁসাঁ নি̲প মপ গ̲ম রেসা ॥

॥ ৮ মাত্রার তান ॥

১। গ̲ম নি̲ধ নিসাঁ রেঁসাঁ। নি̲প মপ গ̲ম রেসা।

২। গ̲ঁমঁ রেঁসাঁ নিসাঁ রেঁসাঁ। নি̲প মপ গ̲ম রেসা।

॥ ১৬ মাত্রার তান ॥

৩। সাম মপ গ̲ম রেসা,। নি̲নি̲ পম গ̲ম রেসা।
গ̲ম ধনি সাঁরেঁ নিসাঁ। নি̲প মপ গ̲ম রেসা।

৪। গ̲ম ম,গ̲ মম রেসা,। নি̲নি̲ প,নি̲ নি̲প মপ,।
রেঁরেঁ সাঁ,রেঁ রেঁসাঁ নিসাঁ। নি̲প মপ গ̲ম রেসা।

॥ ২৪ মাত্রার তান ॥

৫। মম গ্ম রেসা, নিনি । পম গম রেসা, গম ।
নিধ নিসা রেসা নিপ । মপ গম, মম রেসা ।
নিসা, নিধ নিসা রেসা । নিপ মপ গম রেসা ।

৬। নিসা গম রেসা, নিসা । গম নিনি পম গম ।
রেসা, গম নিধ নিসা । রেসা নিসা গম রেসা, ।
নিসা নিধ নিসা রেসা । নিপ মপ গম রেসা ।

॥ ৩২ মাত্রার তান ॥

৭। গগ মম রেসা নিসা । গগ মম রেসা নিসা ।
নিধ নিসা রেসা নিসা । নিপ মপ গম রেসা ।
সাম মপ গম নিপ । গম ধনি সারে নিসা ।
রেনি সা,প নিপ, মপ । গগ মম রেসা নিসা ।

৮। ধনি সারে নিসা নিপ । মপ গম রেসা, ধনি ।
সা,ধ নিসা ধনি সারে । নিসা নিপ মপ গম ।
রেসা, গম রেসা নিসা, । গম রেসা নিসা, গম ।
নিধ নিসা, গম নিধ । নিসা, গম নিধ নিসা ।

# ॥ রাগ-মুলতানী ॥

## ॥ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

এই রাগ টোড়ী ঠাটের অন্তর্গত। ইহাতে রে় গ় ধ় কোমল, র্ম তীব্র ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। আরোহতে রে় ধ় বর্জ্জিত ও অবরোহতে সাতটি স্বরই ব্যবহার হয়। ঔড়ব-সম্পূর্ণ জাতি। প বাদী ও সা সমবাদী। গাহিবার সময় দিবা চতুর্থ প্রহর। পূর্ববাঙ্গবাদী রাগ। প্রকৃতি গম্ভীর। ন্যাস স্বর—সা গ়, প ও নি।

আরোহ :—নি় সা, গ় র্ম প, নি র্সা

অবরোহ :—র্সা নি ধ় প, র্ম গ়, রে় সা

পকড় :—নি় সা, র্ম গ়, প গ় রে় সা

## ॥ আলাপ ॥

(১) সা ঽ ঽ, নি় সা গ় ঽ রে় সা, নি় সা গ় র্ম প ঽ ঽ,
র্ম গ় ঽ রে়সা, নি ঽ ধ় প় ঽ, প় নি় সা গ় ঽ রে়সা।

(২) সা ঽ, গ় ঽ র্ম প ঽ, গ় ঽ রে়সা, প় নি় সা গ় ঽ রে়সা,
নি় সা গ় র্ম প ঽ ঽ, গ় র্ম প নি ঽ ধ় প র্ম প গ় ঽ,
রে়সা, নি় ঽ সা গ় ঽ রে়সা।

(৩) প ঽ, র্ম প গ় ঽ রে়সা, নি় সা গ় র্ম প ঽ, র্ম প গ় র্ম প
নি ঽ র্সা নি ঽ ধ় প ঽ, পর্ম গ়র্ম প নি ঽ ধ়প ঽ, র্মপ ঽ গ়
ঽ রে়সা নি় সা গ় র্ম প ঽ।

(৪) গ় র্ম প নি ঽ নি র্সা ঽ ঽ, প নি ঽ র্সা র্গ় ঽ র্রে় র্সা, নি র্সা
র্গ় ঽ, র্র্ম র্গ় র্রে় র্সা, র্রে় নি র্সা ঽ, নি ঽ ধ় প ঽ, পর্ম গর্ম প নি
ঽ (র্সা) নি ঽ ধ় প ঽ, র্ম প ঽ গ় র্ম প নি র্সা ঽ।

## ॥ সরল তান ॥

॥ নিসা গগ রেসা, নিসা গর্ম গরে সা, নিসা গর্ম পর্ম গরে সা, নিসা গর্ম পধ পর্ম গরে সা, নিসা গর্ম পনি ধপ র্মগ রেসা, নিসা গর্ম পনি সানি ধপ র্মগ রেসা, নিসা গর্ম পনি সারেঁ সানি ধপ র্মগ রেসা, নিসা গর্ম পনি সাগঁ রেঁসা নিধ পর্ম গরে সা, নিসা গর্ম পনি সাগঁ র্মপ র্মগঁ রেঁসা নিধ পর্ম গরে সা ॥

## ॥ ফিরত তান ॥

॥ নিসা গর্ম পনি ধপ, গর্ম পনি সানি ধপ, গর্ম পনি সারেঁ সানি ধপ, গর্ম পনি সাগঁ গঁরেঁ সানি ধপ, গর্ম পনি সাগঁ র্মপ র্মগঁ রেঁসা নিধ পর্ম গরে সা ॥

## ॥ ৮ মাত্রার তান ॥

১। নিসা গর্ম পনি সারেঁ। সানি ধপ র্মগ রেসা।

২। গর্ম পনি সাগঁ রেঁসা। নিধ পর্ম গরে সাসা।

## ॥ ১৬ মাত্রার তান ॥

৩। নিসা গর্ম পর্ম, গর্ম। পনি সানি, পনি সাগঁ।
রেঁসা নিধ পর্ম, গর্ম। পর্ম গরে সানি সাসা।

৪। গগ রেসা নিসা, নিনি। ধপ র্মপ, গঁগঁ রেঁসা।
নিধ পর্ম, গর্ম পনি। সানি ধপ র্মগ রেসা।

॥ ২৪ মাত্রার তান ॥

৫। পর্ম গর্ম গরে সাসা। নিনি ধপ র্মধ পর্ম।
গর্ম পর্ম গরে সাসা। র্গর্গ রের্সা নিধ পর্ম;
গর্ম পনি র্সার্গ রের্সা। নিধ পর্ম গরে সাসা।

৬। নিসা গগ রেসা, নিসা। গর্ম পপ র্মগ রেসা।
নিসা গর্ম পনি ধপ। র্মপ গর্ম পনি র্সার্গ।
রের্সা নিধ পর্ম, গর্ম। পর্ম গরে সানি সাসা।

॥ ৩২ মাত্রার তান ॥

৭। গগ রেসা, নিসা গর্ম। পনি ধপ র্মগ রেসা,।
নিনি ধপ র্মপ নির্সা,। র্গর্গ রের্সা নিধ পর্ম,।
গর্ম পনি র্মপ নির্সা। পনি র্সার্গ রের্সা নির্সা।
নিনি ধপ র্মপ ধপ। গর্ম পর্ম গরে সাসা।

৮। পনি সাগ রেসা নিসা। গর্ম পনি ধপ র্মপ।
গর্ম র্মপ পনি নির্সা। র্গর্গ রের্সা নির্সা, নিনি।
ধপ র্মপ গর্ম পর্ম। গরে, সাসা, পনি নিসা।
সাগ গর্ম পনি র্সানি। ধপ র্মগ রেসা নিসা।

# ॥ রাগ-পূর্ব্বী ॥

## ॥ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

এই রাগ পূর্ব্বী ঠাটের অন্তর্গত। ইহা পূর্ব্বী ঠাটের আশ্রয়রাগ। ইহাতে রে ধ কোমল, উভয় মধ্যম (ম র্ম) ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। আরোহ অবরোহতে সাতটি স্বরই ব্যবহার হয়। সম্পূর্ণ— সম্পূর্ণ জাতি। গ বাদী ও নি সমবাদা। ইহা সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ। গাহিবার সময় দিবা শেষ প্রহর। পূর্ব্বাঙ্গবাদী রাগ। সা, গ, প, নি স্বর সমুদায় বৈচিত্রদায়ক। প্রকৃতি গম্ভীর। ন্যাস স্বর—সা, গ ও প।

আরোহ :— সা, রে গ, র্ম প, ধ, নি র্সা

অবরোহ :— র্সা নি ধ প, র্ম গ, রে সা

পকড় :— নি, সা রে গ, ম গ, র্ম গ, রে গ, রে সা

## ॥ আলাপ ॥

(১) সা ঽ ঽ, নি সা রে গ ঽ, র্ম প ঽ র্ম গ ম গ, ঽ, নি রে গ র্ম প, র্ম গ ম গ ঽ রে সা, নি রে সা।

(২) নি রে গ র্ম প ঽ, র্ম ধ প ঽ, প ধ র্ম পর্ম গ ম গ ঽ, র্ম ধ নি ধ প ঽ, র্ম ধ র্ম পর্ম গ ম গ ঽ, রেগ র্মপ র্ম গ ম গ ঽ রে সা।

(৩) প ঽ, র্ম পর্ম গ ম গ ঽ, নি রে গ র্ম প ঽ, র্ম ধ প ঽ, র্ম ধ নি ঽ, নি ঽ ধ প ঽ, র্ম গ র্ম ধ র্ম নি ধ প ঽ, র্ম গ র্ম ধ রে নি ধ প, প র্ম গ ম গ ঽ, রে সা, নি রে সা।

(৪) র্ম গ র্ম ধ র্সা ঽ ঽ, নি রে র্সা ঽ, নি রে র্গ ঽ রে র্সা ঽ, নি রে নি ধ, রে নি ধ প ঽ, র্ম গ র্ম ধ র্সা ঽ, নি রে নি ধ প, র্ম গ র্ম ধ র্সা ঽ নি ধ প, র্ম গ র্ম ধ র্ম র্সা ঽ।

## ॥ সরল তান ॥

॥ নিরে সা, নিরে গরে সা, নিরে গর্ম গরে সা, নিরে গর্ম পর্ম গম গরে সা, নিরে গর্ম পধ পর্ম গম গরে সা, নিরে গর্ম পধ নিধ পর্ম গম গরে সা, নিরে গর্ম পধ নির্সা নিধ পর্ম গম গরে সা, নিরে গর্ম পধ নির্সা রের্সা নিধ পর্ম গম গরে সা, নিরে গর্ম পধ নির্সা রের্গ রের্সা নিধ পর্ম গম গরে সা ॥

## ॥ ফিরত তান ॥

॥ নিরে গম গ, নিরে গর্ম পর্ম গম গ, নিরে গর্ম পধ পর্ম গম গ, নিরে গর্ম পধ নিধ পর্ম গম গ, নিরে গর্ম পধ নির্সা নিধ পর্ম গম গ, নিরে গর্ম পধ নির্সা রের্সা নিধ পর্ম গম গ, নিরে গর্ম পধ নির্সা রের্গ রের্সা নিধ পর্ম গম গরে সা ॥

## ॥ ৮ মাত্রার তান ॥

১। নিরে গরে গর্ম পধ । পর্ম গম গরে সা ।

২। নির্রে র্সানি ধপ র্মধ । পর্ম গম গরে সা ।

## ॥ ১৬ মাত্রার তান ॥

৩। •নিরে গর্ম পধ পর্ম । গর্ম ধনি রের্নি ধপ ।
র্মগ র্মধ নির্সা নিধ । পর্ম গম গরে সাসা ।

৪। নিরে গর্ম ধর্ম, গর্ম । ধনি র্সানি, ধনি রের্গ ।
রের্সা নিনি ধপ, র্মধ । পর্ম গম গরে সাসা ।

॥ ২৪ মাত্রার তান ॥

৫। নি্রে্ গর্ম পর্ম গম । গরে্ সাসা, র্মগ র্মধ্। 
নিনি ধ্প র্মধ্ পর্ম । গম গরে্ সাসা, গংগং। 
রে্সা নিরে্ সানি ধ্প । র্মপ গম গরে্ সাসা।

৬। গগ রে্সা, নিনি ধ্প, । গংগং রে্সা নিধ্ পর্ম। 
গর্ম ধ্নি রে্নি ধ্প । র্মগ র্মধ্ নিসা নিধ্। 
পর্ম গর্ম ধ্নি সানি । ধ্প র্মগ মগ রে্সা।

॥ ৩২ মাত্রার তান ॥

৭। পর্ম গম গরে্ সাসা, । নিনি ধ্প র্মধ্ পর্ম, । 
পর্ম র্মধ্ সানি ধ্প, । র্মপ র্মধ্ র্মনি ধ্প। 
র্মপ র্মধ্ পধ্ পর্ম । গর্ম গপ র্মধ্ পর্ম। 
গর্ম ধ্নি রে্নি ধ্প । পর্ম গম গরে্ সাসা।

৮। নিরে্ রে্গ গর্ম র্মপ । র্মধ্ পর্ম গম গ-। 
গর্ম র্মধ্ রে্নি ধ্প । র্মধ্ পর্ম গর্ম প-। 
নিরে্ গংগং রে্সা নিসা, । নিধ্ পর্ম গর্ম র্মধ্। 
সানি ধ্প র্মধ্ পর্ম । গম গরে্ গগ রে্সা।

# ॥ রাগ-জয়জয়ন্তী ॥

## ॥ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

এই রাগ খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্গত। ইহাতে উভয় গ ও উভয় নি প্রয়োগ হইয়া থাকে। আরোহতে শুদ্ধ গ নি ও অবরোহতে কোমল গ্র, ন্রি ব্যবহার হয়। সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ জাতি। রে বাদী ও প সমবাদী। গাহিবার সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। এই রাগে মন্দ্র পঞ্চম ও মধ্য ঋষভের স্বর-সংগতি অতি মাধুর্য্যপূর্ণ। সৌরট অঙ্গের রাগ। ইহাতে গৌড়, বিলাবল ও সৌরট এই তিন রাগের মিশ্রন আছে। কোমল গান্ধার ব্যবহার হয় বলিয়া ইহাকে পরমেল প্রবেশক রাগ বলা হয়। প্রকৃতি শান্ত। ন্যাস স্বর—রে, ম ও প।

আরোহ :— সা, ন্রি ধ্ প্, রে, গ ম প, নি র্সা
অবরোহ :— র্সা ন্রি ধ প, ধ ম, রে গ্র রে সা
পকড় :— রে গ্র রে সা, ন্রি ধ্ প্, রে

## ॥ আলাপ ॥

(১) সা ঽ ঽ, ন্রি ধ্ প্ ঽ, রে ঽ, গ্র রে সা, রে গ ম রে গ্র রে ঽ সা, ন্রি সা ধ্ ন্রি রে ঽ।

(২) রে গ ম প ঽ, ধ ম গ ম রে ঽ, গ্র রে ঽ সা, ন্রি সা ধ্ ন্রি রে ঽ, গ ম প ঽ, ম গ ম রে ঽ, গ্র রে সা।

(৩) মপ ন্রি ধ প ঽ, ধ ঽ ম গ ম রে, রে গ মপ ধ ন্রি ধ প ঽ, ম প নি র্সা ঽ, র্রে ন্রি ধ প ঽ, ধ প ঽ গ ম রে ঽ, রেগ মপ ম রে, গ্র ঽ রে সা।

(৪) ম প নি র্সা ঽ ঽ, ধ ন্রি র্রে ঽ, র্রে র্গ র্ম র্রে ঽ, র্গ্র র্রে র্সা, নি র্সা র্রে নি র্সা ন্রি ঽ ধ প, র্রে ঽ ঽ, র্রে র্গ র্ম র্প ঽ, র্গ র্ম র্রে ঽ, র্গ্র র্রে র্সা, ন্রি র্সা র্রে ঽ নি, র্সা ন্রি ধ প ঽ, ম প নি র্সা।

॥ সরল তান ॥

॥ ন়িসা রেগ রেসা, ন়িসা রেগ মগ রেগ রেসা, ন়িসা রেগ মপ মগ রেগ রেসা, ন়িসা রেগ মপ ধপ মগ রেগ রেসা, ন়িসা রেগ মপ ন্রিধ পম গম রেগ রেসা, ন়িসা রেগ মপ নির্সা ন্রিধ পম গম রেগ রেসা, ন়িসা রেগ মপ নির্সা র্রের্সা ন্রিধ পম গম রেগ রেসা, ন়িসা রেগ মপ নির্সা র্রের্গ র্রের্সা ন্রিধ পম গম রেগ রেসা ॥

॥ ফিরত তান ॥

॥ ন়িসা ধ়ন়ি রেগ রে, রেগ মগ রেগ রে, রেগ মপ মগ রেগ রে, রেগ মপ ধপ মগ রেগ রে, রেগ মপ ন্রিধ পম গম রেগ রে, রেগ মপ নির্সা ন্রিধ পম গম রেগ রে, রেগ মপ নির্সা র্রের্সা ন্রিধ পম গম রেগ রে, রেগ মপ নির্সা র্রের্গ র্রের্সা ন্রিধ পম গম রেগ রেসা ॥

॥ ৮ মাত্রার তান ॥

১। রেগ মপ ধন্রি ধপ । মগ মরে গগ রেসা।

১। মপ নির্সা ন্রিধ পম । গম রেগ রেসা ন়িসা।

॥ ১৬ মাত্রার তান ॥

৩। ন়িসা রেসা ন্রিধ় প়প় । মগ রেগ রেসা ন়িসা।
ন্রিধ পম গম রেগ । মপ মগ রেগ রেসা।

৪। ন়িসা রেসা ন়িসা ধ়ন়ি । রেগ মগ রেগ রেসা।
মপ নির্সা র্রের্সা ন্রিধ । পম গম রেগ রেসা।

॥ ২৪ মাত্রার তান ॥

৫। রেগ মপ মগ রেগ । রেসা, রেগ মপ ধনি।
ধপ মগ রেগ রেসা, । মপ নিসা রেগ রেসা।
নিসা রেসা নিধ পম । গম রেগ রেসা নিসা।

৬। নিসা রেনি সানি ধপ । মপ নিসা রেসা নিসা।
মগ রেগ রেসা, নিধ । পধ পম, মগ রেগ।
রেসা, নিধ পসা সানি । ধপ মগ রেগ রেসা।

॥ ৩২ মাত্রার তান ॥

৭। রেগ মপ মগ, রেগ । মপ মগ, রেগ মপ।
মগ, রেগ মগ রেগ । রেসা, মপ নিসা নিধ, ।
মপ নিসা নিধ, মপ । নিসা নিধ, পম গম।
রেগ মপ মগ রেগ । রেসা, নিসা ধনি রেসা।

৮। ধপ মপ নিধ পম । গম রেগ রেসা, নিসা।
রেনি ধপ মপ নিসা । রেগ মগ রেগ রেসা।
নিসা রেনি ধপ গম । ধপ মগ রেগ রেসা।
সানি ধপ রেম পনি । ধপ মগ রেগ রেসা।

# ॥ রাগ-শঙ্করা ॥

## ॥ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

এই রাগ বিলাবল ঠাটের অন্তর্গত। ইহাতে সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। আরোহতে রে ম বর্জ্জিত ও অবরোহতে কেবল ম বর্জ্জিত। এই রাগের স্বরূপ কতকটা বিহাগের মত। তবে বিহাগের মধ্যম স্পষ্ট ও শঙ্করা রাগে মধ্যম বর্জ্জিত। ঔড়র—খাড়ব জাতি। গ বাদী ও নি সমবাদী। মতান্তরে সা বাদী ও প সমবাদী। গাহিবার সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। পূর্ব্বাঙ্গবাদী রাগ। প্রকৃতি গম্ভীর ন্যাস স্বর—সা, গ, প ও নি।

আরোহ :— সা গ, প, নি ধ, সাঁ

অবরোহ :— সাঁ নি প, নি ধ, সাঁ নি প, গ প, গ সা

পকড় :— সাঁ, নি প, নি ধ, সাঁ, নি প, গ প গ সা

## ॥ আলাপ ॥

(১) সা ঽ ঽ, গ ঽ, প ঽ রেগ ঽ সা, নি় ঽ ধ় সা, পগ ঽ প ঽ,
গ প ঽ নি ঽ ধপ ঽ, পগ ঽ প ঽ রেগ ঽ সা।

(২) গ ঽ প ঽ, নি ঽ প, সা গ প নি ধপ, প নি ধ, সাঁ ঽ
নি ঽ প, গ প নিধ সাঁ নি প ঽ, গ ঽ প রেগ ঽ সা।

(৩) প ঽ গ প রেগ ঽ সা, গ প নি ধ সাঁ নি ঽ প, প নি ঽ
ধ, সাঁ ঽ নি ঽ প, গ প নি প, প সাঁ ঽ নি প, গ প
রেগ ঽ সা।

(৪) গ প নি ধ সাঁ ঽ ঽ, নি সাঁ নি ঽ প, গ প নি ধ, সাঁ নি
রেঁ সাঁ নি ঽ প, গঁ পঁ গঁ ঽ সাঁ ঽ, রেঁসাঁ নিসাঁ নি ঽ ধ,
সাঁ নি ঽ প, প নি ধ সাঁ ঽ নি ঽ প, গ প নি ধ সাঁ।

॥ সরল তান ॥

॥ সাগ পপ গগ রেসা, সাগ পনি নিপ গপ গগ রেসা, সাগ পনি ধর্সা নিধ পপ গপ গগ রেসা, সাগ পনি র্সাগং গংরে র্সানি নিপ গপ গগ রেসা, সাগ পনি র্সাগং পংপং গংগং রের্সা নিধ র্সানি পপ গপ গগ রেসা ॥

॥ ফিরত তান ॥

॥ গপ নিপ, গপ নির্সা নিপ, গপ নিধ র্সানি নিপ, গপ নিধ র্সানি রের্সা নিপ, গপ নিধ র্সানি রের্সা গংরে র্সানি নিপ গপ গগ রেসা ॥

॥ ৮ মাত্রার তান ॥

১। সাগ পনি ধর্সা নিধ । পপ গপ গগ রেসা ।

২। সাগ পনি র্সাগং গংরে । র্সানি নিপ গগ রেসা ।

॥ ১৬ মাত্রার তান ॥

৩। পপ গপ গগ রেসা । নিধ র্সানি পপ গপ ।
গংগং রের্সা নিধ র্সানি । পপ গপ গগ রেসা ।

৪। সাগ পনি র্সাগং গংরে । র্সানি রের্সা নিনি ধপ ।
গপ নিধ র্সানি রেসা । নিনি পপ গগ রেসা ।

॥ ২৪ মাত্রার তান

৫। পপ গপ গগ রেসা গপ নিধ সাঁনি পপ।
গপ গগ রেসা, নিধ। সাঁনি রেঁসা গঁরেঁ সাঁনি।
নিপ, গপ নিধ সাঁনি। পপ গপ গগ রেসা।

৬। সাগ গপ পনি নিপ গপ গগ রেসা, গপ।
নিধ সাঁনি পপ, গঁগ রেঁসা নিধ সাঁনি নিপ।
গপ নিধ সাঁনি রেঁসা। নিনি পপ গগ রেসা।

॥ ৩২ মাত্রার তান

৭। সাগ পনি নিপ গপ। নিধ সাঁনি পপ গপ।
নিসা রেঁসা নিধ পপ। গপ নিসা গঁরেঁ সাঁনি।
পপ, গপ নিধ সাঁনি। পপ, গপ নিধ সাঁরেঁ।
সাঁনি পপ, গপ পনি। নিপ গপ গগ রেসা।

৮। পপ গপ গগ রেসা। নিনি পপ গপ গগ।
রেসা, গগঁ গঁরেঁ সাঁনি। নিপ, গপ পনি নিসা।
সাঁনি পপ, গপ নিপ। গপ গগ রেসা, গপ।
নিধ সাঁনি, গপ নিধ। সাঁনি, গপ নিধ সাঁনি।

# ॥ রাগ-কামোদ ॥

## ॥ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

এই রাগ কল্যাণ ঠাটের অন্তর্গত। ইহাতে উভয় ম র্ম ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। গ, নি দুর্ব্বল ও বক্রভাবে ব্যবহার হয়। অবরোহে অল্প কোমল নি মাঝে মাঝে বিবাদী স্বরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ জাতি। প বাদী ও রে সমবাদী। গাহিবার সময় রাত্রি প্রথম প্রহর। পূর্ব্বাঙ্গবাদী রাগ। প্রকৃতি চঞ্চল। ন্যাস স্বর—সা, রে ও প।

আরোহ :— সা রে, প, র্ম প, ধ প, নি ধ র্সা

অবরোহ :— র্সা নিধ, প, র্মপধপ, গমপ, গমরেসা

পকড় :— রে, প, র্মপ, ধপ, গমপ, গমরেসা

## ॥ আলাপ ॥

(১) সা ঽ ঽ ^ম^রে ঽ প ঽ ঽ, র্ম প ধ প ঽ, ^প^গ ম প ঽ ^প^গ ম রে ঽ সা, ^ম^রে ঽ প ঽ।

(২) সা ঽ, রে সা, নি ধ প ঽ ঽ, সা, রে সা, গ ম ধ পঽ গ ম প ঽ, গ ম রে ঽ সা, ^ম^রে ঽ প ঽ।

(৩) সা ম রে প ঽ, প ঽ ধ প ঽ, নি ধ প ঽ, র্সা নি ধ প ঽ, র্ম প ধ প ঽ, গ ম প ঽ, গ ম রে ঽ সা, ^ম^রে ঽ প ঽ।

(৪) প প র্সা ঽ ঽ, রে র্সা, গ র্ম প ঽ, গ র্ম রে ঽ র্সা, ধ প ঽ, রে প ঽ ধ প ঽ, র্সা ঽ ধ প ঽ, গ ম প ঽ, গ ম রে ঽ সা, ^ম^রে ঽ প ঽ, র্ম প র্সা ঽ।

॥ সরল তান ॥

॥ সাম রেপ গম রেসা, সাম রেপ মঁপ ধপ গম পপ গম রেসা, সাম রেপ মঁপ নিধ সাঁনি ধপ গম পপ গম রেসা, সাম রেপ মঁপ ধপ নিধ সাঁনি রেঁসাঁ ধপ মঁপ ধপ গম পপ গম রেসা, সাম রেপ মঁপ ধপ নিধ সাঁনি রেঁসাঁ গঁমঁ রেঁসাঁ ধপ মঁপ গম পপ গম রেসা ॥

॥ ফিরত তান ॥

॥ সাম রেপ মঁপ ধপ, নিধ সাঁনি ধপ, মঁপ নিধ সাঁনি রেঁসাঁ ধপ মঁপ, মঁপ নিধ সাঁনি রেঁসাঁ গঁমঁ রেঁসাঁ ধপ মঁপ গম পপ গম রেসা ॥

॥ ৮ মাত্রার তান ॥

১। সাম রেপ মঁপ ধপ। গম পপ গম রেসা।

২। সাঁনি ধপ মঁপ ধপ। গম পপ গম রেসা।

॥ ১৬ মাত্রার তান ॥

৩। সাম রেপ মঁপ ধপ। নিধ সাঁনি রেঁসাঁ ধপ।
গঁমঁ রেঁসাঁ ধপ মঁপ। গম পপ গম রেসা।

৪। গম রেসা, গম পপ। গম রেসা, রেপ মঁপ।
ধপ নিধ সাঁনি ধপ। গম পপ গম রেসা।

॥ ২৪ মাত্রার তান ॥

৫। গম রেসা, সাঁনি ধপ, । গঁমঁ রেঁসাঁ রেঁসাঁ নিসাঁ, ।
ধপ মঁপ নিনি ধ,সাঁ । সাঁনি, রেঁরেঁ সাঁনি ধপ ।
মঁপ, গম পপ গম । রেসা, রেপ মঁপ ধপ ।

৬। সাম রেপ গম রেসা । রেপ মঁপ ধপ মঁপ ।
সাঁনি ধপ, রেঁরেঁ সাঁনি ধপ, গঁমঁ রেঁসাঁ নিরেঁ ।
সাঁনি ধপ মঁপ ধপ । গম পপ গম রেসা ।

॥ ৭২ মাত্রার তান ॥

৭। মরে পপ গম রেসা । মঁরে পপ মঁপ ধপ ।
গম পপ গম রেসা । সাম রেপ মঁধ পসাঁ ।
ধপ মঁপ গম পপ । গম রেসা, গঁমঁ রেঁসাঁ ।
ধপ মঁপ গম পপ । গম রেসা, মরে প- ।

৮। সাম রেপ মঁপ ধপ । গম পপ গম রেসা ।
মরে পপ মঁপ ধপ । সাঁসাঁ ধপ গম রেসা ।
মরে পপ সাঁসাঁ রেঁরেঁ । সাঁনি ধপ গম পপ ।
গম রেসা, মরে প-, । মরে প-, মরে প- ।

# ॥ রাগ-দেশকার ॥

## ॥ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

এই রাগ বিলাবল ঠাটের অন্তর্গত। ইহাতে সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। ম ও নি বর্জ্জিত। ঔড়ব—ঔড়ব জাতি। ধ বাদী ও গ সমবাদী। গাহিবার সময় দিবা প্রথম প্রহর। উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। প্রকৃতি গম্ভীর। ন্যাস স্বর—প, ধ ও র্সা।

আরোহ :— সা রে গ, প, ধ র্সা

অবরোহ :— র্সা ধ, প, গ প ধ প, গ রে সা

পকড় :— ধ, প, গ প, গ রে সা

### আলাপ

(১) সা ऽ ऽ, গ ऽ রে সা, রে ধ়্ ऽ সা, সা রে গ প ধ ऽ ऽ প ধ ऽ প, গ প ধ প, গ রে সা।

(২) গ প ধ ऽ ऽ প ধ ऽ প, গ প ধ র্সা ऽ ধ প ধ ऽ, গ প ধ ऽ প, র্সা ধ ऽ প, ধ প গ প ধ ऽ প, গ রে সা।

(৩) ধ ऽ ऽ প, সা রে গ প ধ ऽ প, র্সা ऽ ধ ऽ, র্সা প ধ ऽ প, ধপ গপ ধ র্সা ধ ऽ প, র্সা ऽ, রেঁ ধ ऽ র্সা ধ প ধ ऽ গ প ধপ গ রে সা।

(৪) গ প ধ ऽ র্সা ऽ ऽ, রেঁ ধ ऽ র্সা ऽ, র্সা ধ ऽ প ধ ऽ ধ ऽ র্সা ऽ, রেঁ র্সা ধ প ধ ऽ, গঁ ऽ রেঁ র্সা, ধ র্সা ऽ, ধ প গ প ধ ऽ র্সা ऽ।

## ॥ সরল তান ॥

॥ সারে গরে সা, সারে গপ গরে সা, সারে গপ ধপ গপ গরে সা, সারে গপ ধর্সা ধপ গপ গরে সা, সারে গপ ধর্সা র্রেসা ধপ গপ গরে সা, সারে গপ ধর্সা র্রেগং র্রেসা ধপ গপ গরে সা, সারে গপ ধর্সা র্রেগং পংগং র্রেসা ধপ গপ গরে সা ॥

## ॥ ফিরত তান ॥

॥ সারে গপ ধপ, গপ ধর্সা ধপ, গপ ধর্সা র্রেসা ধপ, গপ ধর্সা র্রেগং র্রেসা ধপ, গপ ধর্সা র্রেগং পংগং র্রেসা ধপ গপ গরে সা, সারে গপ ধপ ॥

## ॥ ৮ মাত্রার তান ॥

১। সারে গপ ধধ পধ । র্সার্সা ধপ গরে সাসা।

২। ধপ ধপ গপ ধপ । র্সার্সা ধপ গরে সাসা।

## ॥ ১৬ মাত্রার তান ॥

৩। ধপ ধপ গপ ধ-, । ধর্সা র্রেসা ধপ গপ।
ধ-, ধর্সা র্রেগং র্রেসা । ধপ গপ ধপ ধ-।

৪। সারে গপ ধধ পধ । র্সার্সা ধপ, গপ ধর্সা।
র্রেসা, গরে সাধ পধ । র্সার্সা ধপ গরে সা-।

## ॥ ২৪ মাত্রার তান ॥

৫। ধধ পধ পগ রেসা । গপ ধধ পধ সাসা।
গংরে সাধ সাসা ধপ । ধধ পগ পধ সাসা।
ধপ গপ ধসা ধপ । গপ ধপ গরে সাসা।

৬। গগ রেসা, পপ গরে, । গপ ধপ ধধ পধ।
সাসা ধপ, গংগং রেসা । ধসা, রেরে সাধ পধ,।
সাসা ধপ গপ ধপ । ধধ পপ গগ রেসা।

## ॥ ৩২ মাত্রার তান ॥

৭। পপ গপ গগ রেসা । ধধ পধ ধপ গপ।
গগ রেসা, গংগং রেগং । গংরে সাসা, ধধ পধ।
ধপ গপ, ধধ পগ । সাসা ধপ, রেরে সাধ,।
গংগং রেসা ধপ গপ । ধসা ধপ গপ ধ-।

৮। সাসা ধসা পধ সাসা । ধপ গপ ধসা ধপ।
গপ ধধ পগ রেসা । গপ ধধ পগ, পধ।
সাসা ধপ, ধর্সা গংগং । রেসা, রেরে সাধ পধ।
[illegible]রে গংরে সাধ পধ । সাসা ধধ পগ রেসা।

# ।। রাগ-মারবা ।।

## ॥ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

এই রাগ মারবা ঠাটের অন্তর্গত। ইহা মারবা ঠাটের আশ্রয়রাগ। ইহাতে ঋে কোমল র্ম তীব্র ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। পঞ্চম বর্জ্জিত। খাড়ব—খাড়ব জাতি। আরোহতে নি বক্রভাবে ব্যবহার হয়। ঋে বাদী ও ধ সমবাদী। গাহিবার সময় দিবা শেষ প্রহর। সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ। প্রকৃতি চঞ্চল। পূর্ব্বাঙ্গবাদী রাগ। ন্যাস স্বর—ঋে, গ ও ধ।

আরোহ :— সা ঋে, গ, র্ম ধ, নি ধ র্সা

অবরোহ :— র্সা নিধ, র্ম গ ঋে সা

পকড় :— ধ র্ম গ ঋে, গ র্ম গ ঋে, সা

## ॥ আলাপ ॥

(১) ঋে ঽ ঽ নি্‌ ধ্‌ ঽ ম্‌ নি্‌ধ্‌ সা, ধ্‌ নি্‌ ঋে ঽ ঽ নি্‌ ধ্‌ ঽ, নি্‌ ঋে ঽ, গ ঋে ঽ, গ র্ম গ ঋে ঽ ঽ, গ ঋে ঽ নি্‌ ধ্‌ ঽ নি্‌ ঋে ঽ সা।

(২) ধ্‌ নি্‌ ঋে ঽ, গ র্ম গ ঋে ঽ ঽ, গ র্ম ধ ঽ র্ম গ ঋে ঽ, গ ঋে ঽ নি্‌ ধ্‌ ঽ সা, ধ্‌ নি্‌ ঋে গ র্ম ধ ঽ র্ম গ ঋে ঽ ঽ, নি্‌ ধ্‌ ঽ, ধ ঽ র্ম গ ঋে ঽ গ ঋে ঽ নি্‌ ধ্‌ নি্‌ ঋে সা।

(৩) ঋে ঽ ঽ, গ র্ম ধ ঽ, র্ম নি ধ, র্ম ধ র্ম গ ঋে ঽ, গ ঋে ঽ, নি্‌ ধ্‌ সা, গ ঋে ঽ, র্ম গ ঋে ঽ, ধ ঽ র্ম গ ঋে ঽ, গ র্ম ধ, র্ম নি ধ ঽ, র্ম ধ নি ঋেঁ ঽ নি ধ ঽ র্ম নি ধ ঽ র্ম ধ র্ম গ ঋে ঽ গঋে ঽ সা।

(৪) র্ম গ, ধ র্ম, নি ধ ঋেঁ ঽ ঽ নি ধ র্সা ঽ, নি ধ নি ঋেঁ ঽ, গঁ ঋেঁ ঽ নি ধ ঽ র্ম নি ধঽ, র্ম ধ র্ম গ ঋে ঽ, নি্‌ ধ্‌ ঽ ঋে ঽঽ সা।

## ॥ সরল তান ॥

॥ নিরে গরে সা, নিরে গর্ম র্মগ রেসা, নিরে গর্ম ধধ র্মগ রেসা, নিরে গর্ম ধনি নিধ র্মগ রেসা, নিরে গর্ম ধনি রেঁনি ধর্ম গরে সা, নিরে গর্ম ধনি রেঁগং গংরেঁ সাঁনি ধর্ম গরে সা ॥

## ॥ ফিরত তান ॥

॥ নিরে গরে, গর্ম গরে, গর্ম ধর্ম গরে গর্ম ধনি ধর্ম গরে, গর্ম ধনি সাঁনি ধর্ম গরে, গর্ম ধনি রেঁনি ধর্ম গরে, নিরে গর্ম ধনি রেঁগং গংরেঁ সাঁনি ধর্ম গরে সা।

## ॥ ৮ মাত্রার তান ॥

১। ধনি রেগ র্মধ নিধ । র্মনি ধর্ম গরে সাসা ।

২। গরে গর্ম ধর্ম গর্ম । নিধ র্মধ র্মগ রেসা ।

## ॥ ১৬ মাত্রার তান ॥

৩। ধধ র্মগ রেনি ধনি । রেগ র্মধ র্মনি ধর্ম ।
গরে গর্ম ধনি রেঁনি । ধর্ম গর্ম গরে সাসা ।

৭। গগ রে,র্ম র্মগ, ধধ । র্ম,নি নিধ রেঁরেঁ নিধ ।
নিমগ, রেগ র্মধ নিধ । র্মনি ধর্ম গরে সাসা ।

## ॥ ২৪ মাত্রার তান ॥

৫। ধধ মগ রেনি ধনি । রেগ মধ নিধ মগ ।
রেগ মধ নিরে গংরেং । নিরেং নিধ মনি ধম ।
গম ধনি মনি ধম । গম গরে নিধ সা- ।

৬। গগ রে,ধ ধম গরে । নিনি ধরেং রেংনি ধধ ।
মগ মধ নিরে গংরেং । নিরেং নিধ মধ নিরেং ।
নিধ মনি ধম গম । ধম গরে নিধ সা- ।

## ॥ ৩২ মাত্রার তান ॥

৭। ধনি রেগ রেনি, ধনি । রেগ মগ রেনি, ধনি ।
রেগ মধ মগ রেনি, । ধনি রেগ মধ নিরেং ।
গংগং রেনি ধনি নিধ । মধ ধম গরে গম ।
ধনি রেগং মংগং রেংসা । নিধ মধ মগ রেসা ।

৮। ধধ নিরে গম, ধনি । নিধ মধ ধম গরে ।
গম ধধ মগ, রেগ । মধ মনি ধম গরে ।
গম ধম গরে, নিরে । গম ধনি রেনি [illegible] ।
গম ধম গরে, গম । ধধ মগ রেনি সা- ।

## ।। রাগ-সোহিনী ।।

### ॥ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

এই রাগ মারবা ঠাটের অন্তর্গত। ইহাতে ঋ কোমল, র্ম তীব্র ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। পঞ্চম বর্জ্জিত। খাড়ব—খাড়ব জাতি। আরোহতে ঋ দুর্ব্বল। তার সপ্তকের র্সা বৈচিত্র্যপূর্ণ। ধ বাদী ও গ সমবাদী। প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ। গাহিবার সময় রাত্রি শেষ প্রহর। উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। প্রকৃতি চঞ্চল। ন্যাস স্বর—গ ধ ও র্সা।

আরোহ ঃ—সা গ, র্ম ধ নি র্সা

অবরোহ ঃ— র্সা ঋ র্সা, নিধ, গ, র্মধ, র্মগ, ঋ সা

পকড় ঃ—র্সা, নিধ, নিধ, গ, র্ম ধ নি র্সা

### ॥ আলাপ ॥

(১) সা s s, গ s, র্ম ধ নি র্সা s, ঋ s s র্সা, র্সা s, নি র্সা নি ধ s s, র্ম ধ নি র্সা s নি ধ s, র্ম গ s, র্ম গ ঋ সা।

(২) নি সা গ s, র্ম গ s, নি ধ s s র্ম গ, নি ধ s, র্ম ধ নি র্সা s নি ধ নিধ s, র্ম গ s, র্ম ধ নি র্সা ঋ s র্সা ঋ নি র্সা নি ধ s, গ s র্ম ধ নি র্সা।

(৩) গ s, র্ম গ s, ধ র্ম নি ধ s, র্সা s নি ধ s র্ম গ, র্ম ধ নি র্সা ঋ s র্সা, র্সা ঋ নি র্সা নি ধ s, র্ম ধ s র্ম গ s, র্ম ধ নি র্সা ঋ s র্সা।

(৪) গগ, র্ম ধ নি র্সা, s, র্সা, s ঋ র্সা, গঁ s ঋ র্সা, র্সা ঋ র্সা ঋ নি র্সা নি ধ s, র্ম ধ নি র্সা নি ধ গ s, গঁ s র্মঁ গঁ ঋ র্সা, ঋ র্সা নি র্সা s, র্ম ধ নি র্সা s নি ধ নি ধ গ s, র্ম ধ নি র্সা ঋ s র্সা।

॥ সরল তান ॥

॥ ন়িসা গগ রেসা, ন়িসা গম মগ রেসা, ন়িসা গম ধনি ধম গরে সা, ন়িসা গম ধনি সাঁনি ধম গরে সা, ন়িসা গম ধনি সাঁরেঁ সাঁনি ধম গরে সা, ন়িসা গম ধনি সাঁগঁ গঁরেঁ সাঁনি ধম গরে সা, ন়িসা গম ধনি ॥

॥ ফিরত তান ॥

॥ ন়িসা গম ধনি ধম, গম ধনি সাঁনি ধম, গম ধনি সাঁরেঁ সাঁনি ধম, গম ধনি সাঁগঁ গঁরেঁ সাঁনি ধম, গম ধনি সাঁগঁ মঁগঁ রেঁসাঁ নিধ মগ রেসা ॥

॥ ৮ মাত্রার তান ॥

১। সাগ মধ নিসাঁ রেঁসাঁ । নিসাঁ নিধ মগ রেসা।

২। গম ধনি সাঁরেঁ নিসাঁ । নিসাঁ নিধ মধ নিসাঁ।

॥ ১৬ মাত্রার তান ॥

৩। সাগ মগ রেসা ন়িসা । ধধ মগ মধ নিসাঁ।
গঁগঁ মঁগঁ রেঁসাঁ নিসাঁ । নিধ মধ নিসাঁ রেঁসাঁ।

৪। নিধ মধ মগ রেসা । সাগ মধ নিসাঁ।
গঁগঁ রেঁসাঁ নিসাঁ রেঁসাঁ । নিসাঁ নিধ মধ
সা- ।

॥ ২৪ মাত্রার তান ॥

৫। র্মর্ম গর্ম র্মগ রেসা । নিধ র্মধ র্মগ রেসা।
গগ র্মধ নির্সা র্রের্সা । নির্সা নিধ র্মধ নির্সা।
র্রের্সা নির্সা নিধ, র্মধ । নির্সা নিধ র্মগ রেসা।

৬। র্সানি ধর্ম ধনি র্সার্রে । র্সানি ধর্ম, গর্ম ধনি।
র্সার্রে র্সানি ধর্ম, ধনি । র্সাগং র্মগং র্রের্সা নিধ।
র্মধ নির্সা র্রের্সা নিধ । র্মধ নিধ র্মগ রেসা।

॥ ৩২ মাত্রার তান ॥

৭। গর্ম ধর্ম, গর্ম ধনি । ধর্ম গর্ম ধনি র্সানি।
ধর্ম, গর্ম ধনি র্সার্রে । র্সার্রে র্সানি ধর্ম, গর্ম।
ধনি র্সাগং র্রের্সা নিধ । র্মগ রেসা, নিসা গর্ম।
ধনি র্সার্রে র্সানি ধর্ম । গর্ম ধনি র্সার্রে র্সা-।

৮। ধনি র্সানি, ধনি র্সার্রে । র্সানি, ধনি ধর্রে র্সার্রে।
র্সার্রে র্সানি, ধর্ম গর্ম । ধনি র্সার্রে র্সানি ধর্ম।
গর্ম ধনি ধর্ম গর্ম । ধর্ম গরে সা- নিসা।
গর্ম ধনি র্সার্রে র্সা- । গর্ম ধনি র্সার্রে র্সা-।

# ॥ আশাবরী ও জৌনপুরী রাগের সমতা ও বিভিন্নতা ॥

## ॥ সমতা ॥

১। উভয় রাগ আশাবরী ঠাটের অন্তর্গত।

২। উভয় রাগের গ ধ নি কোমল ও অবশিষ্ট সব শুদ্ধ স্বর।

৩। উভয় রাগের আরোহতে গ বর্জ্জিত।

৪। উভয় রাগের অবরোহতে সাতটি স্বরই ব্যবহার হয়।

৫। উভয় রাগের ধ বাদী ও গ সমবাদী।

৬। উভয় রাগ গাহিবার সময় দিবা দ্বিতীয় প্রহর।

৭। উভয়ই উত্তরাঙ্গবাদী রাগ।

## ॥ বিভিন্নতা ॥

| ॥ আশাবরী ॥ | ॥ জৌনপুরী ॥ |
|---|---|
| ১। আরোহতে গ ও নি বর্জ্জিত। | ১। আরোহতে কেবল গ বর্জ্জিত। |
| ২। ইহা ঔড়ব—সম্পূর্ণ জাতি। | ২। ইহা খাড়ব—সম্পূর্ণ জাতি। |
| ৩। ইহা আশাবরী ঠাটের আশ্রয়-রাগ। | ৩। ইহা আশাবরী ঠাট হইতে উৎপন্ন জন্য রাগ। |
| ৪। ইহাতে সব সময় কোমল নি ব্যবহার হয়। | ৪। কোন কোন মতে এই রাগের আরোহতে শুদ্ধ নি প্রয়োগ হইয়া থাকে। |
| ৫। কোমল রে যুক্ত কোমল আশাবরী নামে এক প্রকার আশাবরী শোনা যায়। | ৫। ইহার অন্য কোন প্রকার নাই। |
| ৬। ন্যাস স্বর :—গ, ম, প ও ধ। | ৬। ন্যাস স্বর :—গ, ম ও প। |
| ৭। পকড় :—রে, ম, প, নি ধ প। | ৭। পকড় :—ম প, নি র্সা। ম প নিসা। |

# ॥ শঙ্করা ও বিহাগ রাগের সমতা ও বিভিন্নতা ॥

## ॥ সমতা ॥

১। উভয় রাগ বিলাবল ঠাটের অন্তর্গত।

২। উভয় রাগের আরোহতে রে বর্জিত।

৩। উভয় রাগের আরোহ ঔড়ব।

৪॥ উভয় রাগের গ বাদী ও নি সমবাদী।

৫। উভয় রাগ গাহিবার সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

৬। উভয়ই পূর্ব্বাঙ্গবাদী রাগ।

৭। উভয় রাগের ন্যাস স্বর ঃ—সা, গ, প ও নি।

## ॥ বিভিন্নতা ॥

| ॥ শঙ্করা ॥ | ॥ বিহাগ ॥ |
|---|---|
| ১। আরোহতে রে ও ম বর্জিত। | ১। আরোহতে রে ও ধ বর্জিত। |
| ২। অবরোহতে ম বর্জিত। | ২। অবরোহতে সাতটি স্বরই ব্যবহার হয়। |
| ৩। ঔড়ব—খাড়ব জাতি। | ৩। ঔড়ব – সম্পূর্ণ জাতি। |
| ৪। ইহাতে মধ্যম একেবারেই বর্জিত। | ৪। ইহাতে উভয় মধ্যম প্রয়োগ হয়। |
| ৫। বাদী সমবাদী ও জাতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। | ৫। বাদী সমবাদী ও জাতি সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। |
| ৬। বিলাবল ঠাট সর্ব্বসম্মত। | ৬। কোনমতে কল্যান ঠাট। |
| পকড়ঃ—র্সা নি প, নি ধ, প, গ প, গ সা। | ৭। পকড়ঃ—নি় সা গ ম প, গ ম গ রে সা। |

## ॥ ভৈরব ও কালিংগড়া রাগের সমতা ও বিভিন্নতা ॥

### ॥ সমতা ॥

১। উভয় রাগ ভৈরব ঠাটের অন্তর্গত।

২। উভয় রাগের রে ধ কোমল ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর।

৩। উভয় রাগের আরোহ অবরোহতে সাতটি স্বর ব্যবহার হয়।

৪। উভয়ই সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ জাতি।

৫। উভয় রাগের বাদী স্বর ধ

৬। উভয়ই উত্তরাঙ্গবাদী রাগ।

৭। উভয়ই প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ।

### ॥ বিভিন্নতা ॥

#### ॥ ভৈরব ॥

১। ইহা গম্ভীর প্রকৃতির রাগ।

২। ইহার ধ বাদী ও রে সমবাদী।

৩। বাদী স্বর সম্বন্ধে মতভেদ নাই।

৪। রে ও ধ আন্দোলিত।

৫। গাহিবার সময় ভোর।

৬। ইহা ভৈরব ঠাটের আশ্রয়-রাগ।

৭। ন্যাস স্বর :—রে, ম, প ও ধ।

পকড় :—সা গ ম প ধ প।

#### ॥ কালিংগড়া ॥

১। ইহা চঞ্চল প্রকৃতির রাগ।

২। ইহার ধ বাদী ও গ সমবাদী।

৩। কোন মতে প বাদী ও সা সমবাদী।

৪। রে, ধ আন্দোলিত নয়।

৫। গাহিবার সময় রাত্রি শেষ প্রহর।

৬। ইহা ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন জন্য রাগ।

৭। ন্যাস স্বর :—গ ও প।

৮। পকড় :—ধ প, গ ম গ, নি, সা রে গ, ম।

## ॥ ভীমপলশ্রী ও পটদীপ রাগের সমতা ও বিভিন্নতা ॥

### ॥ সমতা ॥

১। উভয় রাগই কাফী ঠাটের অন্তর্গত।

২। উভয় রাগেই গ কোমল ব্যবহার হয়।

৩। উভয় রাগের আরোহতে রে ও ধ বর্জ্জিত।

৪। উভয় রাগের অবরোহতে সাতটি স্বরই ব্যবহার হয়।

৫। উভয়ই ঔড়ব—সম্পূর্ণ জাতি।

৬। উভয় রাগের সা সমবাদী।

৭। উভয়ই পূর্ব্বাঙ্গবাদী রাগ।

৮। উভয় রাগের প্রকৃতি শান্ত।

### ॥ বিভিন্নতা ॥

| ॥ ভীমপলশ্রী ॥ | ॥ পটদীপ ॥ |
| --- | --- |
| ১। ইহাতে গ ও নি কোমল। | ১। ইহাতে গ কোমল ও নি শুদ্ধ। |
| ২। ম বাদী ও সা সমবাদী। | ২। প বাদী ও সা সমবাদী। |
| ৩। গাহিবার সময় দিবা তৃতীয় প্রহর। | ৩। গাহিবার সময় দিবা চতুর্থ প্রহর। |
| ৪। সা ম ও প গ স্বরসঙ্গতি বৈচিত্র্যপূর্ণ। | ৪। ধ ম স্বরসঙ্গতি বৈচিত্র্যপূর্ণ। |
| ৫। ন্যাস স্বর—গ ম ও প। | ৫। ন্যাস স্বর—প ও নি। |
| ৬। পকড়—নি সা ম, ম গ, প ম গ, ম গ রে সা। | ৬। পকড়—ম গ রে সা নি। |

# ॥ হম্মীর ও কেদার রাগের সমতা ও বিভিন্নতা ॥

## ॥ সমতা ॥

১। উভয় রাগই কল্যাণ ঠাটের অন্তর্গত।

২। উভয় রাগে দুই মধ্যম ও অবশিষ্ট সব শুদ্ধ স্বর প্রযোগ হয়।

৩। উভয় রাগে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য কোমল নি মাঝে মাঝে বিবাদী স্বররূপে ব্যবহার হইযা থাকে।

৪। উভয় রাগের আরোহতে নি দুর্ব্বল।

৫। উভয় রাগের আরোহতে নি ও অবরোহতে গ বক্র।

৬। উভয় রাগের মধ্যমের প্রয়োগবিধি একই।

৭। উভয় রাগই গাহিবার সময় রাত্রি প্রথম প্রহর।

৮। উভয় রাগই পূর্ব্বাঙ্গবাদী রাগ।

## ॥ বিভিন্নতা ॥

| ॥ হম্মীর ॥ | ॥ কেদার ॥ |
|---|---|
| ১। আরোহতে রে দুর্ব্বল। | ১। আরোহতে রে বর্জ্জিত। |
| ২। আরোহতে গ ব্যবহার হয়। | ২। আরোহতে গ বর্জ্জিত। |
| ৩। আরোহতে প দুর্ব্বল। | ৩। আরোহতে প দুর্ব্বল নয়। |
| ৪। ইহা সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ জাতি। | ৪। ইহা ঔড়ব—খাড়ব জাতি। |
| ৫। ধ বাদীও গ সমবাদী। | ৫। ম বাদী ও সা সমবাদী। |
| ৬। মতান্তরে প বাদী। | ৬। ম বাদী সর্ব্বসম্মত। |
| ৭। ন্যাস স্বরঃ—প ও ধ। | ৭। ন্যাস স্বরঃ—ম ও প। |
| ৮। পকড়ঃ—সা, রে সা, গ ম ধ। | ৮। পকড়—সা ম, ম প, ধ প, |

# ॥ দেশ ও তিলককামোদ রাগের সমতা ও বিভিন্নতা ॥

## ॥ সমতা ॥

১। উভয় রাগই খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্গত।

২। উভয় রাগের রে বাদী ও প সমবাদী।

৩। উভয় রাগের অবরোহতে রে বক্রভাবে ব্যবহার হয়।

৪। উভয় রাগের সুরট রাগের সহিত কিছু সাদৃশ্য আছে।

৫। উভয় রাগ গাহিবার সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

৬। উভয়ই পূর্ব্বাঙ্গবাদী রাগ।

## ॥ বিভিন্নতা ॥

| ॥ দেশ ॥ | ॥ তিলককামোদ ॥ |
|---|---|
| ১। আরোহতে গ ও ধ বর্জ্জিত। | ১। আরোহতে কেবল ধ বর্জ্জিত। |
| ২। ঔড়ব—সম্পূর্ণ জাতি। | ২। খাড়ব – সম্পূর্ণ জাতি। |
| ৩। ইহাতে উভয় নি নি ব্যবহার হয়। | ৩। ইহাতে কেবল শুদ্ধ নি ব্যবহার হয়। |
| ৪। ইহার অবরোহতে রে বক্র। | ৪। আরোহ অবরোহের চলন বক্র। |
| ৫। ইহার প্রকৃতি শান্ত। | ৫। ইহার প্রকৃতি চঞ্চল। |
| ৬। এই রাগে সাধারণতঃ খেয়াল গাওয়া হয়। | ৬। এই রাগে সাধারণতঃ ঠুমরী গাওয়া হয়। |
| ৬। ন্যাস স্বরঃ—রে ও প। | ৭। ন্যাস স্বরঃ— গ ও প। |
| [illegible] রে, ম, প, নি ধ প ম রে গ সা। | ৮। পকড়ঃ—প় নি় সা রে গ, সা, রে প ম গ, সা নি়। |

## ॥ খাম্বাজ ও তিলং রাগের সমতা ও বিভিন্নতা ॥

### ॥ সমতা ॥

১। উভয় রাগই খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্গত।

২। উভয় রাগে আরোহতে শুদ্ধ 'ন ও অবরোহতে কোমল ন্রি ব্যবহার হইয়া থাকে।

৩। উভয় রাগের আরোহতে রে বর্জ্জিত।

৪। উভয় রাগের প্রকৃতি চঞ্চল।

৫। উভয় রাগের গ বাদী ও নি সমবাদী।

৬। উভয় রাগ গাহিবার সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

৭। উভয়ই পূর্ব্বাঙ্গবাদী রাগ।

৮। উভয় রাগেই সাধারণতঃ ঠুমরী গাওয়া হয়।

৯। উভয় রাগের ন্যাস স্বর সা, গ ও প।

### ॥ বিভিন্নতা ॥

| ॥ খাম্বাজ ॥ | ॥ তিলং ॥ |
|---|---|
| ১। আরোহতে কেবল রে বর্জিত। | ১। রে ও ধ উভয়ই বর্জিত। |
| ২। খাড়ব—সম্পূর্ণ জাতি। | ২। ঔড়ব—ঔড়ব জাতি। |
| ৩। রে ও ধ অনুবাদী স্বর। | ৩। রে ও ধ বর্জিত স্বর। |
| ৪। ইহা খাম্বাজ ঠাটের আশ্রয়-রাগ। | ৪। ইহা খাম্বাজ ঠাট হইতে উৎপন্ন জন্য রাগ। |
| ৫। ধ ম স্বরসঙ্গতি মাধুর্য্যপূর্ণ। | ৫। ন্রি প স্বরসঙ্গতি মা[illegible] |
| ৬। পকড় : ন্রি ধ, ম প ধ, ম গ। | ৬। পকড় : — ন্রি প, |

## ॥ কাফী ও পিলু রাগের সমতা ও বিভিন্নতা ॥

### ॥ সমতা ॥

১। উভয় রাগই কাফী ঠাটের অন্তর্গত।

২। উভয় রাগেই গ্ু ও ন্ি কোমল ব্যবহার হয়।

৩। উভয় রাগের জাতি সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ।

৪। উভয়ই পূর্ব্বাঙ্গবাদী রাগ।

৫। উভয় রাগে সাধারণতঃ ঠুমরী গাওয়া হয়।

### ॥ বিভিন্নতা ॥

| ॥ কাফী ॥ | ॥ পিলু ॥ |
|---|---|
| ১। ইহাতে সাধারণতঃ গ্ু ও ন্ি কোমল ও অবশিষ্ট সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। | ১। ভৈরবীর মত সপ্তকের অন্তর্গত বারটি স্বরই ব্যবহার হয়। |
| ২। প বাদী ও সা সমবাদী। | ২। কোমল গ্ু বাদী ও নি সমবাদী। |
| ৩। গাহিবার সময় মধ্যরাত্রি। | ৩। গাহিবার সময় দিবা তৃতীয় প্রহর। |
| ৪। ইহা শুদ্ধ রাগ। | ৪। ইহা মিশ্ররাগ। |
| ৫। চঞ্চল প্রকৃতির রাগ। | ৫। ক্ষুদ্র প্রকৃতির রাগ। |
| ৬। ন্যাস স্বর :—রে, গ্ু, ম ও প। | ৬। ন্যাস স্বর :—গ্ু ও প। |
| ৭। [illegible] :—সাসা, রেরে, [illegible], ম [illegible] | ৭। [illegible] : ন্ি সা [illegible], ন্ি সা, [illegible] ন্ি সা। |

## ॥ কেদার ও কামোদ রাগের সমতা ও বিভিন্নতা ॥

### ॥ সমতা ॥

১। উভয় রাগই কল্যাণ ঠাটের অন্তর্গত।

২। উভয় রাগেই দুই মধ্যম ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়।

৩। উভয় রাগে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য অল্প কোমল নি বিবাদী স্বররূপে ব্যবহার হয়।

৪। উভয় রাগের আরোহতে নি দুর্ব্বল।

৫। উভয় রাগেই গ ও নি বক্রভাবে ব্যবহার হইয়া থাকে।

৬। উভয় রাগ গাহিবার সময় রাত্রি প্রথম প্রহর।

৭। উভয়ই পুর্ব্বাঙ্গবাদী রাগ।

### ॥ বিভিন্নতা ॥

#### ॥ কেদার ॥

১ ঔড়ব—খাড়ব জাতি।

২। ম বাদী ও সা সমবাদী।

৩। ইহার প্রকৃতি শান্ত।

৪। ন্যাস স্বর :— ম ও প।

৫। পকড় :—সা ম, ম প, ম॑ প ধ প ম, রে সা।

#### ॥ কামোদ ॥

১। সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ জাতি।

২। প বাদী ও রে সমবাদী।

৩। ইহার প্রকৃতি চঞ্চল।

৪। ন্যাস স্বর :—সা রে ও প।

৫। পকড় :—রে, প, ম॑প ধপ, গমপ, গমরেস

# ॥ মারবা ও সোহিনী রাগের সমতা ও বিভিন্নতা ॥

## ॥ সমতা ॥

১। উভয় রাগই মারবা ঠাটের অন্তর্গত।

২। উভয় রাগের ঋ কোমল, ম॑ তীব্র ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর।

৩। উভয় রাগেই পঞ্চম বর্জ্জিত।

৪। উভয়ই খাড়ব—খাড়ব জাতি।

৫। উভয়ই সন্ধিপ্রকাশ রাগ।

৬। উভয় রাগের প্রকৃতি চঞ্চল।

## ॥ বিভিন্নতা ॥

| ॥ মারবা ॥ | ॥ সোহিনী ॥ |
|---|---|
| ১। ঋ বাদী ও ধ সমবাদী। | ১। ধ বাদী ও গ সমবাদী |
| ২। আরোহতে ঋ দুর্ব্বল নয়। | ২। আরোহতে ঋ দুর্ব্বল। |
| ৩। আরোহতে নি বক্র। | ৩। ইহার কোন স্বর বক্র নয়। |
| ৪। ইহা মারবা ঠাটের আশ্রয়-রাগ। | ৪। ইহা মারবা ঠাট হইতে উৎপন্ন জন্য রাগ |
| ৫। গাহিবার সময় দিবা শেষ প্রহর। | ৫। গাহিবার সময় রাত্রি শেষ প্রহর। |
| ৬। ইহা পূর্ব্বাঙ্গবাদী রাগ। | ৬। ইহা উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। |
| ৭। সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ। | ৭। প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ। |
| । ন্যাস স্বর :—ঋ ও ধ। | ৮। ন্যাস স্বর :— গ, [illegible] |
| ৯। পকড় :—ধ ম॑ গ ঋ, গ ম॑ [illegible] ম॑ [illegible] গ, [illegible] | ৯। পকড় :—[illegible] |

## ॥ দেশকার ও ভূপালী রাগের সমতা ও বিভিন্নতা ॥

### ॥ সমতা ॥

১। উভয়ই শান্ত প্রকৃতির রাগ।

২। উভয় রাগেই সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়।

৩। উভয় রাগেই ম ও নি বর্জ্জিত।

৪। উভয় রাগের জাতি ঔড়ব—ঔড়ব।

### ॥ বিভিন্নতা ॥

#### ॥ দেশকার ॥

১। বিলাবল ঠাটের অন্তর্গত।

২। ধ বাদী ও গ সমবাদী।

৩ গ, প ধ স্বরসমুদয় বৈচিত্র্য-পূর্ণ।

৪। গাহিবার সময় দিবা প্রথম প্রহর।

৫। ইহা উত্তরাঙ্গবাদী রাগ।

৬। [illegible] স্বর :—প, ধ ও র্সা।

[illegible] :—[illegible] র্সা [illegible] ধ [illegible]।

#### ॥ ভূপালী ॥

১। কল্যাণ ঠাটের অন্তর্গত।

২। গ বাদী ও ধ সমবাদী।

৩। সা, রে, গ স্বরসমুদয় বৈচিত্র্য-পূর্ণ।

৪। গাহিবার সময় রাত্রি প্রথম প্রহর।

৫। ইহা পুর্ব্বাঙ্গবাদী রাগ।

৬। ন্যাস স্বর :—সা, গ ও প।

৭। পকড় :—গ রে সা ধ্‌, [illegible] গ, প গ, ধ প গ

# ॥ ভৈরবী ও মালকোষ রাগের সমতা ও বিভিন্নতা ॥

## ॥ সমতা ॥

১। উভয় রাগই ভৈরবী ঠাটের অন্তর্গত।

২। উভয় রাগেই গ্ ধ্ ন্ কোমল ব্যবহার হয়।

৩। উভয় রাগের ম বাদী ও সা সমবাদী।

৪। উভয়ই উত্তরাঙ্গবাদী রাগ।

## ॥ বিভিন্নতা ॥

### ॥ ভৈরবী ॥

১। ইহাতে সাতটি স্বরই ব্যবহার হয়।

২। ইহার জাতি সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ।

৩। ইহার প্রকৃতি চঞ্চল।

৪। গাহিবার সময় দিবা প্রথম প্রহর।

৫। এই রাগে সাধারণতঃ ঠুমরী, টপ্পা, গজল প্রভৃতি গাওয়া হয়।

৬। বর্তমানে ইহাতে ১২টি স্বরই ব্যবহার হয়।

৭। ন্যাস স্বর—গ্, ম ও প।

৮। পকড়:—ম গ্, সা রে সা, [illegible]।

### ॥ মালকোষ ॥

১। ইহাতে পাঁচটি স্বর ব্যবহার হয়।

২। ইহার জাতি ঔড়ব—ঔড়ব।

৩। ইহার প্রকৃতি গম্ভীর।

৪। গাহিবার সময় রাত্রি তৃতীয় প্রহর।

৫। এই রাগে সাধারণতঃ খেয়াল ধ্রুপদ প্রভৃতি গাওয়া হয়।

৬। ইহাতে পাঁচটির বেশী স্বর ব্যবহার হয় না।

৭। ন্যাস স্বর—গ্, ম ও ধ্।

৮। পকড় ম গ্ ম [illegible]।

# ॥ বাগেশ্রী ও বাহার রাগের সমতা ও বিভিন্নতা ॥

## ॥ সমতা ॥

১। উভয় রাগই কাফী ঠাটের অন্তর্গত।

২। উভয় রাগেই গ্ ও নি্ কোমল ব্যবহার হয়।

৩। উভয় রাগের ম বাদী ও সা সমবাদী।

৪। উভয় রাগের আরোহতে রে বর্জিত।

## ॥ বিভিন্নতা ॥

### ॥ বাগেশ্রী ॥

১। ঔড়ব—সম্পূর্ণ জাতি।

২। অবরোহতে ধ ব্যবহার হয়।

৩। বাগেশ্রীতে কেবল কোমল নি্ ব্যবহার হয়।

৪। গাহিবার সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

৫। ইহা পূর্ব্বাঙ্গবাদী রাগ।

৬। বাগেশ্রীতে ম গ্ রে সা এইরূপ সরলভাবে নামা হয়।

৭। ইহার প্রকৃতি গম্ভীর।

৮। ন্যাস স্বর :—গ্, ম ও ধ।

৯। পকড় :— সা নি্ ধ্ সা, ম ধ. নি্ ধ, ম, গ্ রে সা।

### ॥ বাহার ॥

১। খাড়ব—খাড়ব জাতি।

২। অবরোহতে ধ বর্জিত।

৩। ইহাতে শুদ্ধ নি ও কোমল নি্ উভয়ই ব্যবহার হয়।

৪। গাহিবার সময় মধ্যরাত্রি!

৫। ইহা উত্তরাঙ্গবাদী রাগ।

৬। বাহার রাগে গ্ ম রে সা এইরূপ-বক্রভাবে নামা হয়।

৭। ইহার প্রকৃতি চঞ্চল।

৮। ন্যাস স্বর :—সা, ম ও প।

৯। পকড় : ম, প গ্ ম, ধ নি

# ॥ তাল পরিচয় ॥

## ॥ দীপচন্দী ॥ ১৪ মাত্রা ॥

॥ মূল ঠেকা ॥ বরাবর লয় ॥

| ১ | ২ | ৩ | | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধা | ধিন | ঽ | \| | ধা | গে | তিন | ঽ | \| |
| × | | | | ২ | | | | |

| ৮ | ৯ | ১০ | | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তা | তিন | ঽ | \| | ধা | গে | ধিন | ঽ | \| |
| ০ | | | | | | | | |

॥ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

এই তালের ১৪টি মাত্রা। চারিটি বিভাগ। ইহার প্রথম বিভাগে তিনটি, দ্বিতীয় বিভাগে চারিটি, তৃতীয় বিভাগে তিনটি ও চতুর্থ বিভাগে চারিটি মাত্রা আছে। ইহার তিনটি তালীও একটি খালী। প্রথম, চতুর্থ, একাদশ মাত্রায় তালী ও অষ্টম মাত্রায় খালী। ইহা তবলার রাজ। বিষমপদী তাল। এই তাল সাধারণতঃ হোরী, ঠুমরী প্রভৃতি [illegible]। [illegible]ত বাজান হয়।

॥ দ্বিগুণ ॥ প্রথম মাত্রা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

| ১ | ২ | ৩ | | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধাধিন | ঽধা | গেতিন | \| | ঽতা | তিনঽ | ধাগে | ধিনঽ | \| |
| × | | | | ২ | | | | |

| ৮ | ৯ | ১০ | | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধাধিন | ঽধা | গেতিন | \| | ঽতা | তিনঽ | ধাগে | ধিনঽ | \| | ধা |
| ০ | | | | ৩ | | | | | × |

॥ এক আবর্তে দ্বিগুণ ॥ অষ্টম মাত্রা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

| ১ | ২ | ৩ | | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধা | ধিন | ঽ | \| | ধা | গে | তিন | ঽ | \| |
| × | | | | ২ | | | | |

| ৮ | ৯ | ১০ | | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধাধিন | ঽধা | গেতিন | \| | ঽতা | তিনঽ | ধাগে | ধিনঽ | \| |
| ০ | | | | ৩ | | | | |

॥ তিগুণ ॥ প্রথম মাত্রা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

| ১ | ২ | ৩ | | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধাধিনS | ধাগেতিন | Sতাতিন | \| | Sধাগে | ধিনSধা | ধিনSধা | গেতিনS | \| |
| × | | | | ২ | | | | |

| ৮ | ৯ | ১০ | | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তাতিনS | ধাগেধিন | Sধাধিন | \| | Sধাগে | তিনSতা | তিনSধা | গেধিনS | \| | ধা |
| ০ | | | | ৩ | | | | | |

॥ এক আবর্ত্তে তিগুণ ॥ ৯ই মাত্রার পর হইতে আরম্ভ করিবে হইবে ॥

| ১ | ২ | ৩ | | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধা | ধিন | S | \| | ধা | গে | তিন | S | \| |
| × | | | | ২ | | | | |

| ৮ | ৯ | ১০ | | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তা | তিন | Sধাধিন | \| | Sধাগে | তিনSতা | তিনSধা | গেধিনS | \| | ধা |
| | | | | ৩ | | | | | × |

॥ চৌগুণ ॥ প্রথম মাত্রা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

॥ এক আবর্ত্তে চৌগুণ ॥ ১০ই মাত্রার পর হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ধা ধিন s | ধা গে তিন s | তা তিন s |
২ ০

১১ ১২ ১৩ ১৪
ssধাধিন sধাগেতিন sতাতিনs ধাগেধিনs | ধা
৩

॥ আড় বা দেড়গুণ ॥ ৪½ মাত্রার পর হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

| ১ | ২ | ৩ | | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধা | ধিন | s | \| | ধা | ssধা | sধিনs | ssধা | \| |
| | | | | ১ | | | | |

| ৮ | ৯ | ১০ | | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sগেs | তিনss | sতাs | \| | তিনss | sধাs | গেsধিন | sss | \| | ধা |
| ০ | | | | ৩ | | | | | × |

## ॥ ধামার ॥ ১৪ মাত্রা ॥

### ॥ মূল ঠেকা ॥ বরাবর লয় ॥

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | | ৬ | ৭ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক | ধি | ট | ধি | ট | \| | ধা | s | \| |
| × | | | | | | ২ | | |

| ৮ | ৯ | ১০ | | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| গ | তি | ট | \| | তি | ট | তা | s | \| |
| ০ | | | | ৩ | | | | |

॥ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

এই তালের ১৪টি মাত্রা। চারিটি বিভাগ। ইহার প্রথম বিভাগে পাঁচটি, দ্বিতীয় বিভাগে দুইটি, তৃতীয় বিভাগে তিনটি ও চতুর্থ বিভাগে চারিটি মাত্রা আছে। ইহার তিনটি তালী ও একটি খালী। প্রথম, ষষ্ঠ, একাদশ মাত্রায় তালী ও অষ্টম মাত্রায় খালী।

৭। পাখোয়াজের বাজ। বিষমপদা তাল। এই তাল ধামার গানের উপযোগী হয়।

॥ দ্বিগুণ ॥ প্রথম মাত্রা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | | ৬ | ৭ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কধি | টধি | টধা | ১গ | তিট | । | তিট | তাঃ | । |

| | | | | | ২ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৮ | ৯ | ১০ | | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | |
| কধি | টধি | টধা | । | ১গ | তিট | তিট | তা১ | । ক |
| ০ | | | | ৩ | | | | × |

॥ এক আবর্ত্তে দ্বিগুণ ॥ অষ্টম মাত্রা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | | ৬ | ৭ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক | ধি | ট | ধি | ট | । | ধা | ১ | । |
| × | | | | | | ২ | | |

| ৮ | ৯ | ১০ | | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কধি | টধি | টধা | । | ১গ | তিট | তিট | তা১ | । ক |
| ০ | | | | ৩ | | | | × |

॥ ত্রিগুণ ॥ প্রথম মাত্রা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | |
|---|---|---|---|---|---|
| কধিট | ধিটধা | ১গতি | টতিট | তা১ক | । |
| × | | | | | |

| ৬ | ৭ | | ৮ | ৯ | ১০ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ধিটধি | টধা১ | । | গতিট | তিটতা | ১কধি | । |
| ২ | | | ০ | | | |

| ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | |
|---|---|---|---|---|
| টধিট | ধা১গ | তিটতি | টতা১ | । ক |
| ৩ | | | | |

॥ এক আবর্ত্তে তিগুণ ॥ ৯টি মাত্রার পর হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ক ধি ট ধি ট | ধা ঽ | গ তি ঽকধি |
×

১১ ১২ ১৩ ১৪
টধিট ধাঽগ তিটতি টতাঽ | ক
৩ ×

॥ চৌগুণ ॥ প্রথম মাত্রা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

॥ একআবর্ত্তে চৌগুণ ॥ ১০ই মাত্রার পর হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | | ৬ | ৭ | | ৮ | ৯ | ১০ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক | খি | ট | খি | ট | \| | ধা | s | ৷ | গ | তি | ট | \| |
| × | | | | | | ২ | | | ০ | | | |

| ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ssকখি | টখিটধা | sগতিট | তিটতাs | ¦ | ক |
| ৩ | | | | | |

॥ আড় বা দেড়গুণ ॥ ৪২/৩ মাত্রার পর হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | | ৬ | ৭ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক | খি | ট | খি | ssক | \| | sখিs | টsখি | \| |
| × | | | | | | ২ | | |

| ৮ | ৯ | ১০ | | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sটs | ধাss | sগs | \| | তি ট | sতিs | টsতা | sss | \| | ক |
| ০ | | | | ৩ | | | | | × |

# ॥ তিলুয়াড়া ॥ ১৬ মাত্রা ॥

॥ মূল ঠেকা ॥ বরাবর লয় ॥

॥ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

এই তালের ১৬টি মাত্রা। চারিটি বিভাগ। প্রতি বিভাগে চারিটি করিয়া মাত্রা আছে। ইহার তিনটি তালি ও একটি খালী। প্রথম, পঞ্চম, ত্রয়োদশ মাত্রায় তালী ও নবম মাত্রায় খালী। ইহা তবলার বাজ। সমমাত্রিক বা সমপদী তাল। এই তালে সাধারণতঃ বিলম্বিত খেয়াল গাওয়া হয়।

॥ দ্বিগুণ ॥ প্রথম মাত্রা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

॥ এক আবর্ত্তে দ্বিগুণ ॥ নবম মাত্রা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধা | তেরেকেটে | ধিন | ধিন | \| | ধা | ধা | তিন | তিন | \| |
| × | | | | | ২ | | | | |

| ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | |
|---|---|---|---|---|
| ধাতেরেকেটে | ধিনধিন | ধাধা | তিনতিন | \| |
| ০ | | | | |

| ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| তাতেরেকেটে | ধিনধিন | ধাধা | ধিনধিন | \| | ধা |
| ৩ | | | | | |

॥ তিগুণ ॥ প্রথম মাত্রা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | |
|---|---|---|---|---|
| ধাতেরেকেটেধিন | ধিনধাধা | তিনতিনতা | তেরেকেটেধিনধিন | । |
| × | | | | |

| ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | |
|---|---|---|---|---|
| ধাধাধিন | ধিনধাতেরেকেটে | ধিনধিনধা | ধাতিনতিন | । |
| ২ | | | | |

| ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | |
|---|---|---|---|---|
| তাতেরেকেটেধিন | ধিনধাধা | ধিনধিনধা | তেরেকেটেধিনধিন | । |
| ০ | | | | |

| ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | |
|---|---|---|---|---|
| ধাধাতিন | তিনতাতেরেকেটে | ধিনধিনধা | ধাধিনধিন | । ধা |
| ৩ | | | | × |

এক আবর্ত্তে তিগুণ ॥ ১০⅔ মাত্রার পর হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধা | তেরেকেটে | ধিন | ধিন | । | ধা | ধা | তিন | তিন | । |
| | | | | | ২ | | | | |

৯ তা | ১০ তেরেকেটে | ১১ ঽঽধা | ১২ তেরেকেটেধিনধিন |
০

১৩ ধাধাতিন | ১৪ তিনতাতেরেকেটে | ১৫ ধিনধিনধা | ১৬ ধাধিনধিন | ধা
৩ ×

॥ চৌগুণ ॥ প্রথম মাত্রা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

১ ধাতেরেকেটেধিনধিন | ২ ধাধাতিনতিন
×

৩ তাতেরেকেটেধিনধিন | ৪ ধাধাধিনধিন |

৫ ধাতেরেকেটেধিনধিন | ৬ ধাধাতিনতিন
২

৭ তাতেরেকেটেধিনধিন | ৮ ধাধাধিনধিন ||

এক আবর্ত্তে চৌগুণ ॥ ত্রয়োদশ মাত্রা হইতে আরম্ভ ক'রিতে হইবে ॥

| ১৩ | ১৪ |
|---|---|
| ধাতেরেকেটেধিনধিন | ধাধাতিনতিন |
| ৩ | |

| ১৫ | ১৬ | |
|---|---|---|
| তাতেরেকেটেধিনধিন | ধাধাধিনধিন | ধা |
| | | × |

॥ আড় বা দেড়গুণ ॥ ৫টি মাত্রার পর হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | |
|---|---|---|---|---|
| ধা | তেরেকেটে | ধিন | ধিন | \| |
| × | | | | |
| ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | |
| ধা | sধাs তেরে,কেটে,ধিন | | s,ধিন,s | \| |
| ২ | | | | |
| ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | |
| ধা,s,ধা | s,তিন,s | তিন,s,তা | s,তেরে,কেটে | \| |
| ০ | | | | |
| ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | |
| ধিন,s,ধিন | s,ধা,s | ধা,s,ধিন | s,ধিন,s | \| ধা |
| ৩ | | | | |

## ॥ ঝুমরা ॥ ১৪ মাত্রা ॥

॥ মূল ঠেকা ॥ বরাবর লয় ॥

| ১ | ২ | ৩ | | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধিন | ৪ধা | তেরেকেটে | । | ধিন | ধিন | ধাগে | তেরেকেটে | । |
| × | | | | ২ | | | | |

| ৮ | ৯ | ১০ | | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তিন | ৪তা | তেরেকেটে | । | ধিন | ধিন | ধাগে | তেরেকেটে | । |
| ০ | | | | ৩ | | | | |

॥ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

এই তালের ১৪টি মাত্রা। চারিটি বিভাগ। ইহার প্রথম বিভাগে তিনটি, দ্বিতীয় বিভাগে চারিটি, তৃতীয় বিভাগে তিনটি ও চতুর্থ বিভাগে চারিটি মাত্রা আছে। ইহার তিনটি তালী ও একটি খালী। প্রথম, চতুর্থ, একাদশ মাত্রায় তালী ও অষ্টম মাত্রায় খালী। ইহা তবলার বাজ। বিষমপদী তাল। এই তাল সাধারণতঃ বিলম্বিত খেয়ালের সহিত বাজান হয়।

॥ দ্বিগুণ ॥ প্রথম মাত্রা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

| ১ | ২ | ৩ | |
|---|---|---|---|
| ধিন৪ধা | তেরেকেটেধিন | ধিনধাগে | । |

॥ এক আবর্ত্তে দ্বিগুণ ॥ অষ্টম মাত্রা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
ধিন ঽধা তেরেকেটে | ধিন ধিন ধাগে তেরেকেটে |
× ২

৮ ৯ ১০
ধিনঽধা তেরেকেটেধিন ধিনধাগে |
০

১১ ১২ ১৩ ১৪
তেরেকেটেতিন ঽতাতেরেকেটে ধিনধিন ধাগেতেরেকেটে |
৩

॥ তিগুণ ॥ প্রথম মাত্রা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

| ১ | ২ | ৩ | |
|---|---|---|---|
| ধিনsধাত্তেরেকেটে | ধিনধিনধাগে | তেরেকেটেতিনsতা | \| |
| × | | | |

| ৪ | ৫ |
|---|---|
| তেরেকেটেধিন ধিন | ধাগেত্তেরেকেটেধিন |
| ২ | |

| ৬ | ৭ | |
|---|---|---|
| sধাতেরেকেটেধিন | ধিনধাগেতেরেকেটে | \| |

| ৮ | ৯ | ১০ | |
|---|---|---|---|
| তিনsতাতেরেকেটে | ধিনধিনধাগে | তেরেকেটেধিনsধা | \| |
| ০ | | | |

| ১১ | ১২ |
|---|---|
| ত্তেরেকেটেধিনধিন | ধাগেতেরেকেটেতিন |
| ৩ | |

| ১৩ | ১৪ | | |
|---|---|---|---|
| sতাতেরেকেটেধিন | ধিনধাগেত্তেরেকেটে | \| | ধিন |
| | | | × |

॥ এক আবর্তে তিগুণ ॥ ৯⅓ মাত্রার পর হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

| ১ | ২ | ৩ | | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধিন | ঽধা | তেরেকেটে | \| | ধিন | ধিন | ধাগে | তেরেকেটে | \| |
| × | | | | ২ | | | | |

| ৮ | ৯ | ১০ | |
|---|---|---|---|
| তিন | ঽতা | ঽধিনঽধা | \| |
| ০ | | | |

| ১১ | ১২ |
|---|---|
| তেরেকেটেধিনধিন | ধাগেতেরেকেটেতিন |
| ৩ | |

| ১৩ | ১৪ | |
|---|---|---|
| ঽতাতেরেকেটেধিন | ধিনধাগেতেরেকেটে | \| |

॥ চৌগুণ ॥ প্রথম মাত্রা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

১ ধিনঽধাতেরেকেটেধিন ২ ধিনধাগেতেরেকেটেতিন ৩ ঽতাতেরেকেটেধিনধিন |
×

৪ ধাগেতেরেকেটেধিনঽধা ৫ তেরেকেটেধিনধিনধাগে
২

৬ তেরেকেটেতিনঽতাতেরেকেটে ৭ ধিনধিনধাগেতেরেকেটে |

৮ ধিনঽধাতেরেকেটেধিন ৯ ধিনধাগেতেরেকেটেতিন ১০ ঽতাতেরেকেটেধিনধিন |
০

১১ ধাগেতেরেকেটেধিনঽধা ১২ তেরেকেটেধিনধিনধাগে
৩

১৩ তেরেকেটেতিনঽতাতেরেকেটে ১৪ ধিনধিনধাগেতেরেকেটে | ধিন
×

॥ এক আবর্তে চৌগুণ ॥ ১০২ মাত্রার পর হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
ধিন sধা তেরেকেটে | ধিন ধিন ধাগে তেরেকেটে |
× ২

৮ ৯ ১০ ১১ ১২
তিন sতা তেরেকেটে | ssধিনsধা তেরেকেটেধিনধিনধাগে
০ ৩

১৩ ১৪
তেরেকেটেতিনsতাতেরেকেটে ধিনধিনধাগেতেরেকেটে | ধিন
×

॥ আড় বা দেড়গুণ ॥ ৪২ মাত্রার পর হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
ধিন sধা তেরেকেটে | ধিন s,s,ধিন্ s,s,ধা তেরে,কেটে,ধিন |
× ২

৮ ৯ ১০ ১১
s,ধিন্,s ধা গে,তেরে কেটে,তিনs | s.তা,তেরে
০ ৩

১২ ১৩ ১৪
কেটে,ধিন,s ধিন,s,ধা গে,তেরে,কেটে | ধিন
×

## ॥ আড়াচৌতাল বা আড়াচারতাল ॥ ১৪ মাত্রা ॥

### ॥ মূল ঠেকা ॥ বরাবর লয় ॥

| ১ | ২ | | ৩ | ৪ | | ৫ | ৬ | | ৭ | ৮ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধিন | তেরেকেটে | । | ধিন | না | । | তু | না | । | ক | ত্তা | । |
| × | | | ২ | | | ০ | | | ৩ | | |

| ৯ | ১০ | | ১১ | ১২ | | ১৩ | ১৪ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তেরেকেটে | ধি | । | না | ধি | । | ধি | না | । |
| ০ | | | ৪ | | | ০ | | |

### ॥ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

এই তালের ১৪টি মাত্রা। সাতটি বিভাগ। প্রতি বিভাগে দুইটি করিয়া মাত্রা আছে। ইহার চারিটি তালী ও তিনটি খালী। প্রথম, তৃতীয় সপ্তম, একাদশ মাত্রায় তালী ও পঞ্চম, নবম, ত্রয়োদশ মাত্রায় খালী। ইহা তবলার বাজ। সমমাত্রিক বা সমপদী তাল। এই তাল সাধারণতঃ খেয়াল গানের সহিত বাজান হয়।

### ॥ দ্বিগুণ ॥ প্রথম মাত্রা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

| ১ | ২ | | ৩ | ৪ | | ৫ | ৬ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধিনতেরেকেটে | ধিননা | । | তুনা | কত্তা | । | তেরেকেটেধি | নাধি | । |
| × | | | ২ | | | ০ | | |

| ৭ | ৮ | | ৯ | ১০ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ধিনা | ধিনতেরেকেটে | । | ধিননা | তুনা | । |
| ৩ | | | ০ | | |

| ১১ | ১২ | | ১৩ | ১৪ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| কত্তা | তেরেকেটেধি | । | নাধি | ধিনা | । | ধিন |
| ৪ | | | ০ | | | × |

॥ এক আবর্তে দ্বিগুণ ॥ অষ্টম মাত্রা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

ধিন তেরেকেটে | ধিন না | তু না | ক ধিনতেরেকেটে |

× ২ ০ ৩

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

ধিননা তুনা | কত্তা তেরেকেটেধি | নাধি ধিনা | ধিন

০ ৪ ০ ×

॥ তিগুন ॥ প্রথম মাত্রা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

১ ২ ৩ ৪

ধিনতেরেকেটেধিন নাতুনা | কত্তাতেরেকেটে ধিনাধি |

× ২

৫ ৬ ৭ ৮

ধিনাধিন তেরেকেটেধিননা | তুনাক ত্তাতেরেকেটেধি |

০ ৩

৯ ১০ ১১ ১২

নাধিধি নাধিনতেরেকেটে | ধিননাতু নাকত্তা |

০ ৪

১৩ ১৪

তেরেকেটেধিনা ধিধিনা | ধিন

০ ×

॥ এক আবর্ত্তে তিগুণ ॥ ৯⅓ মাত্রার পর হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ধিন তেরেকেটে | ধিন না | তু না | ক ত্তা |
× ২ ০ ৩

৯ ১০ ১১ ১২
তেরেকেটে sধিনতেরেকেটে | ধিননাতু নাকত্তা |
০ ৪

১৩ ১৪
তেরেকেটেধিনা ধিধিনা | ধিন
০ ×

॥ চৌগুণ ॥ প্রথম মাত্রা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

১ ২
ধিনতেরেকেটেধিননা তুনাকত্তা |
×

৩ ৪
তেরেকেটেধিনাধি ধিনাধিনতেরেকেটে |
২

৫ ৬
ধিননাতুনা কত্তাতেরেকেটেধি |
০

৭ ৮
নাধিধিনা ধিনতেরেকেটেধিননা |
৩

৯ ১০
নাকত্তাতু তেরেকেটেধিনাধি |
০

১১ ১২
ধিনাধিনতেরেকেটে ধিননাতুনা |
৪

১৩ ১৪
কত্তাতেরেকেটেধি নাধিধিনা | ধিন
০ ×

॥ এক আবর্তে চৌগুণ ॥ ১০ই মাত্রার পর হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ধিন তেরেকেটে | ধিন না | তু না | ক ত্তা | তেরেকেটে ধি |
× ২ ০ ৩ ০

১১ ১২
ssধিনতেরেকেটে ধিননাতুনা |
৪

১৩ ১৪
কত্তাতেরেকেটেধি নাধিধিনা ' ধিনা
০ ×

॥ আড বা দেডগুণ ॥ ৪½ মাত্রার পর হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

ধিন তেবেকেটে | ধিন না | sৎ,ধিন ৎতেবে,কেটে |

× ২ ০

৭ ৮ ৯ ১০

ধিন,sনা sতুs | নাsক sতাs |

৩ ০

১১ ১২ ১৩ ১৪

তেবে,কেটে,ধি sনাs | ধিsধি sনাs | ধিন

৪ ০ ×

———

## ॥ দীপচন্দী ও ধামার তালের পরস্পর তুলনা ॥

### ॥ দীপচন্দী তালের ঠেকা ॥

| ১ | ২ | ৩ | | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধা | ধিন | s | \| | ধা | গে | তিন | s | \| |
| × | | | | ২ | | | | |
| ৮ | ৯ | ১০ | | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | |
| তা | তিন | s | \| | ধা | গে | ধিন | s | \| |
| ০ | | | | ৩ | | | | |

### ॥ ধামার তালের ঠেকা ॥

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | | ৬ | ৭ | | ৮ | ৯ | ১০ | | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক | ধি | ট | ধি | ট | \| | ধা | s | \| | গ | তি | ট | \| | তি | ট | তা | s | \| |
| × | | | | | | ২ | | | ০ | | | | ৩ | | | | |

উভয় তালের ১৪টি মাত্রা। উভয় তালের চারিটি বিভাগ। দীপচন্দী তালের প্রথম বিভাগে তিনটি, দ্বিতীয় বিভাগে চারিটি, তৃতীয় বিভাগে তিনটি ও চতুর্থ বিভাগে চারিটি মাত্রা আছে। ধামার তালের প্রথম বিভাগে পাঁচটি, দ্বিতীয় বিভাগে দুইটি, তৃতীয় বিভাগে তিনটি ও চতুর্থ বিভাগে চারিটি মাত্রা আছে। উভয় তালের তিনটি তালী ও একটি খালী। দীপচন্দী তালের প্রথম, চতুর্থ, একাদশ মাত্রায় তালী ও অষ্টম মাত্রায় খালী। ধামার তালের প্রথম, ষষ্ট, একাদশ মাত্রায় তালী ও অষ্টম মাত্রায় খালী। দীপচন্দী তবলার বাজ ও ধামার পাখোয়াজের বাজ। উভয়ই বিষমপদী তাল দীপচন্দী তাল ঠুমরী, হোরী প্রভৃতি গীতের সহিত বাজান হয় ও ধামার তাল সাধারণতঃ ধামার গীতের সহিত বাজান হয়। উভয় তালের বোলের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

## ॥ তিলুয়াড়া ও ত্রিতাল তালের পরস্পর তুলনা ॥

### ॥ তিলুয়াড়া তালের ঠেকা ॥

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধা | তেরেকেটে | ধিন | ধিন | \| | ধা | ধা | তিন | তিন | \| |
| × | | | | | ২ | | | | |
| ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | |
| তা | তেরেকেটে | ধিন | ধিন | \| | ধা | ধা | ধিন | ধিন | \| |
| ০ | | | | | ৩ | | | | |

### ॥ ত্রিতাল তালের ঠেকা ॥

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধা | ধিন | ধিন | ধা | \| | ধা | ধিন | ধিন | ধা | \| |
| × | | | | | ২ | | | | |
| ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | |
| ধা | তিন | তিন | তা | \| | তা | ধিন | ধিন | ধা | \| |
| ০ | | | | | ৩ | | | | |

উভয় তালের ১৬টি মাত্রা। উভয় তালের চারিটি বিভাগ। উভয় তালের প্রতি বিভাগে চারিটি করিয়া মাত্রা আছে। উভয় তালের তিনটি তালী ও একটি খালী। উভয় তালের প্রথম, পঞ্চম, ত্রয়োদশ মাত্রায় তালী ও নবম মাত্রায় খালী। উভয় তালই তবলার বাজ। উভয় তালই সমমাত্রিক বা সমপদী তাল। উভয় তালই খেয়াল গানের সহিত বাজান হয়। তিলুয়াড়া সাধারণতঃ বিলম্বিত লয়ের খেয়ালের সহিত বাজান হয় এবং ত্রিতাল সাধারণতঃ মধ্য ও দ্রুত লয়ের খেয়ালের সহিত বাজান হয়।

## ॥ ঝুমরা ও আড়াচৌতাল তালের পরস্পর তুলনা ॥

### ॥ ঝুমরা তালের ঠেকা ॥

| ১ | ২ | ৩ | | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধিন | ঽধা | তেবেকেটে | \| | ধিন | ধিন | ধাগে | তেবেকেটে | \| |
| × | | | | ২ | | | | |

| ৮ | ৯ | ১০ | | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তিন | ঽতা | তেরেকেটে | \| | ধিন | ধিন | ধাগে | তেরেকেটে | \| |
| ০ | | | | ৩ | | | | |

### ॥ আড়াচৌতাল তালের ঠেকা ॥

| ১ | ২ | | ৩ | ৪ | | ৫ | ৬ | | ৭ | ৮ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধিন | তেবেকেটে | \| | ধিন | না | \| | তু | না | \| | ক | ত্তা | \| |
| × | | | ২ | | | ০ | | | ৩ | | |

| ৯ | ১০ | | ১১ | ১২ | | ১৩ | ১৪ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তেরেকেটে | ধি | \| | না | ধি | \| | ধি | না | \| |
| ০ | | | ৪ | | | ০ | | |

উভয় তালের ১৪টি মাত্রা। ঝুমরা তালের চাবিটি বিভাগ ও আডাচৌতাল তালের সাতটি বিভাগ। ঝুমরা তালেব প্রথম বিভাগে তিনটি, দ্বিতীয় বিভাগে চারিটি, তৃ ীয় বিভাগে তিনটি ও চতুর্থ বিভাগে চারিটি মাত্রা আছে। আড়াচৌতাল তালের প্রতি বিভাগে দুইটি করিয়া মাত্রা আছে। ঝুমরা তালের তিনটি তালী ও একটি খালী এবং আডাচৌতাল তালের চারিটি তালী ও তিনটি খালী। ঝুমরা তালের প্রথম, চতুর্থ. একাদশ মাত্রায় তালী ও অষ্টম মাত্রায় খালী। আড়াচৌতাল তালের প্রথম, তৃতীয়. সপ্তম, একাদশ মাত্রায় তালী ও পঞ্চম, নবম, ত্রয়োদশ মাত্রায় খালী। উভয়ই তবলার বাজ। ঝুমরা বিষমপদী তাল ও আড়াচৌতাল সমপদী তাল। উভয় তালই বিলম্বিত খেয়ালের সহিত বাজান হয়।

## ।। মৃদঙ্গের ইতিহাস ।।

ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রাচীন তালবাদ্যগুলির মধ্যে মৃদঙ্গের স্থান সর্বোচ্চে অবস্থিত। মৃদঙ্গ অবনদ্ধ শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র। মৃদঙ্গ শব্দটির অর্থ হইল মৃৎ অর্থাৎ মাটির দ্বারা যাহার অঙ্গ বা কাঠামো গঠিত। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বিশেষতঃ উপনিষদ ও পুরাণে মৃদঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন মৃদঙ্গের দেহ মাটি দিয়াই নির্মিত হইত। কাঠামোটি মাটির হওয়ায় উহাতে গঠ্‌ঠী লাগান হইত না। সুর চড়াইতে বা নামাইতে হইলে কেবলমাত্র বদ্ধিগুলিকে কষা বা ঢিলা করা হইত। ভারতবর্ষে যবনদিগের আগমনের পর মৃদঙ্গের কাঠামোটি মাটির পরিবর্তে কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত হইতে থাকে এবং তাহাতে গঠ্‌ঠী লাগান হইতে থাকে। কাঠামোটি আর মাটির না হইলেও বাদ্যযন্ত্রটির মৃদঙ্গ নামটি থাকিয়াই গেল। অবশ্য ইহার আরও একটি নাম শোনা গেল পাখোয়াজ। কেহ কেহ অবশ্য বলেন মৃদঙ্গ ও পাখোয়াজ দুইটি পৃথক বাদ্যযন্ত্র। বাংলাদেশে প্রচলিত "খোল" নামক বাদ্যযন্ত্রটিই প্রকৃতপক্ষে বর্ণনানুযায়ী মৃদঙ্গ। তবে বর্তমানে প্রায় সকলেই মানেন যে মৃদঙ্গ এবং পাখোয়াজ একই বাদ্যযন্ত্রের দুই নাম। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থের মতে মৃদঙ্গের অপর একটি নাম হইল পুষ্কর। পুষ্করে বাজাইবার জন্য তিনটি মুখ থাকিত।

মৃদঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভারতীয় পুরাণে কিছু কাহিনী প্রচলিত আছে। একটি কাহিনীতে বলা হইয়াছে—দেবাদিদেব শঙ্কর ত্রিপুরা-

সুরকে বধ করিবার পর দেবতারা এক আনন্দোৎসবের আয়োজন করেন। এই উৎসবে শঙ্কর তাণ্ডবনৃত্য করেন। তাঁহার নৃত্যের সহিত তাল সঙ্গত করিবার জন্য ব্রহ্মা মতান্তরে গণেশ মৃদঙ্গ সৃষ্টি করেন। নিহত অসুরের রক্তে সিক্ত মৃত্তিকা দ্বারা এই বাদ্যযন্ত্রটির কাঠামো নির্মিত হয় এবং মৃত অসুরের দেহের চর্ম দ্বারা ইহার আচ্ছাদন এবং শিরা অস্থি দ্বারা যথাক্রমে ইহার বেষ্টন ( বদ্ধি ) ও গুলি ( গঠ্ঠা ) নির্মিত হয়। এই কাহিনীর সত্যমূল্য যাহাই হউক না কেন, ইহা হইতে মৃদঙ্গের অঙ্গের বর্ণনা পাওয়া যায়।

অপর একটি কাহিনীতে বলা হইয়াছে যে পানব ঋষি দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার দ্বারা মৃদঙ্গ নামক বাদ্যযন্ত্রটি নির্মাণ করান। পৌরাণিক কাহিনীগুলি হইতে অন্ততঃ ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মৃদঙ্গ অতি প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। ত্রয়োদশ শতাব্দার সঙ্গীতশাস্ত্রী নারদ তাঁহার "সঙ্গীত মকরন্দ" নামক গ্রন্থে মৃদঙ্গের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

প্রাচীন গ্রন্থ মতে মৃদঙ্গের আকৃতি তিনপ্রকার হইত :—

(১) যবাকৃতি অর্থাৎ যাহার আকৃতি যবের দানার মত ; (২) গোপুচ্ছাকৃতি অর্থাৎ যাহার আকৃতি গরুর লেজের ন্যায় একদিক মোটা অপর দিকটি সরু এবং (৩) হরীতকী আকৃতি অর্থাৎ যাহার আকার হরীতকী ফলের মত। হিন্দু সঙ্গীতশাস্ত্রের মতে মৃদঙ্গের দেবতা হইলেন নন্দিকেশ্বর।

"মৃদঙ্গ" নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পাওয়া গেলেও "পাখোয়াজ" শব্দটির উৎপত্তি অনুমান নির্ভর। সম্ভবতঃ 'পক্ষ বাজ' শব্দ ইহার মূল। পক্ষ অর্থাৎ দুইটি বা একজোড়া, বাদ্য ( বাজ ) বা যাহাতে একজোড়া বাজ বা আওয়াজ পাওয়া যায় তাহাই পাখোয়াজ।

## ।। মৃদঙ্গের অঙ্গ বর্ণনা ।।

মৃদঙ্গের দেহটি একটি মাত্র কাঠামোতেই আবদ্ধ। প্রাচীন গ্রন্থ-মতে মৃদঙ্গের আকৃতি তিনপ্রকার হইত। যথা (১) যবাকৃতি অর্থাৎ যাহার আকৃতি যবের দানার মত। (২) গোপুচ্ছাকৃতি অর্থাৎ যাহার আকৃতি গরুর লেজের ন্যায় একদিক মোটা ও অপর দিকটি সরু এবং (৩) হরীতকী আকৃতি অর্থাৎ যাহার আকৃতি হরীতকী ফলের মত। কাঠামোটি খয়ের বা রক্তচন্দন কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত হয়। ইহার ভিতরটা ফাঁপা। মৃদঙ্গ ২৪ হইতে ২৬ ইঞ্চি লম্বা হয়। মৃদঙ্গের দুইটি মুখ। বামদিকের মুখ অংশ বড় এবং ডানদিকের মুখ বামদিকের মুখ অপেক্ষা ছোট হয়। বামদিকের মুখ প্রায় নয় হইতে দশ ইঞ্চি চওড়া হয় এবং ডানদিকের মুখ প্রায় সাত হইতে আট ইঞ্চি চওড়া হয়। বাঁয়া ও ডাহিনার মুখ যে চামড়া দ্বারা ঢাকা থাকে তাহাকে ছাউনি বা পুড়ী বলা হয়। পুড়ীর চারিদিকে যে চামড়ার মত বিনুনী করা থাকে তাহাকে পাগড়ী বা গজরা বলা হয়। ডানদিকের পুড়ীর মাঝখানে গাব বা স্যাহী লাগান থাকে। বামদিকের পুড়ীর মাঝখানে স্যাহীর পরিবর্তে আটা লাগান হয়। ডাহিনার সহিত সুরের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য বা আওয়াজ উঁচু বা নীচু করিবার জন্য আটার পরিমাণ বাড়ান বা কমান হয়। বাম ও ডানদিকের গজরার ভিতর দিয়া যে পাতলা চামড়ার পট্টি লাগান থাকে ইহাকে ছোট বা বদ্ধি বলা হয়। এই বদ্ধি দ্বারা দুই দিকের পুড়ী কষা থাকে। বদ্ধিগুলির নীচে কাঠের কয়েকটি গোল টুকড়া থাকে ইহাদের গুলি বা গাট্টা কহে। এই গাট্টাগুলি উভয়দিকে প্রয়োজনমত সরাইয়া মৃদঙ্গের সুর মিলান হয়।

## ।। আটার উদ্দেশ্য ।।

আগেই বলা হইয়াছে যে, মৃদঙ্গের ডাহিনার মত বাঁয়াতে গাব বা স্যাহী লাগান হয় না উহার পরিবর্তে আটা মাখিয়া লাগান হয়। ডাহিনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য প্রয়োজন মত আটা কমান বা বাড়ান হয়। সুর উঁচু করিতে হইলে আটার পরিমাণ কমাইয়া দিতে হয় এবং ইহার বিপরীত সুর নীচু করিতে হইলে আটার পরিমাণ বাড়াইয়া দিতে হয়। বাঁয়াতে আটা লাগাইবার ফলে মৃদঙ্গের আওয়াজ খুব গম্ভীর হয় এবং সব সময় একটা সুরের গুঞ্জন থাকে।

## ।। মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজের বর্ণ বা বাণী ।।

পণ্ডিতগণের মতে মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজের বর্ণগুলির মধ্যে মুখ্য বর্ণ হইল সাতটি। যথাঃ তা, দী, না, তে, টে, ধা এবং ক। এই বর্ণগুলির মধ্যে তা, দী এবং না এই তিনটি ডানহাতের খোলা বোল। তে ও টে বোল দুইটি ডানহাতের বন্ধ বোল এবং ধা হইল বামহাতের খোলা বোল ও ক হইল বামহাতের বন্ধ বোল। খোলা বোলের আওয়াজ পরিষ্কার হয় এবং একটা সুরের গুঞ্জন থাকে। বন্ধ বোলের আওয়াজ চাপা হয়। অন্যান্য বোলগুলি মুখ্য সাতটি বর্ণের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হইয়াছে।

## ॥ তবলার জন্মকথা ॥

তবলার জন্মকথা আজও অনুমান সাপেক্ষ, কারণ এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু জানা এখনও সম্ভব হয় নাই। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে "সম্বল" নামে একপ্রকার তালবাদ্য প্রচলিত ছিল। সম্বল একজোড়া বাদ্যে গঠিত হইত, যাহার একটিকে নর বা পুরুষ এবং অপরটিকে "মাদা" বা স্ত্রীরূপে কল্পনা করা হইত। অনেকের মতে তবলা এই সম্বল এর বিবর্তিত রূপ। অন্যেরা বলেন প্রাচীনকালে প্রচলিত "দুর্দুর" নামক এক প্রকার বাদ্যযন্ত্রের পরিবর্তিত রূপ হইল বর্তমানের তবলা। হরিবংশের বিষ্ণুপর্বে ৮৮ ৮৯ অধ্যায়ে যাদবগণের জলক্রীড়ার সময়ে গীতবাদ্যের উল্লেখ আছে। বলা হইয়াছে—'অপ্সরাগণ জল দুর্দুরের তালে তালে করতালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।' একদল পণ্ডিতের মতে আরবীয় "তবল" নামক বাদ্যযন্ত্র হইতে তবলার উৎপত্তি হইয়াছে। তবে তবল শব্দটি কোন ভাষার শব্দ সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন এটি আরবী শব্দ, অপরে বলেন এটি ফারসী শব্দ। আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ জেফ্রী বলেন যে, তবল শব্দটি লাতিন ভাষার Iebula শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অপর একদল পণ্ডিত বলেন যে শব্দটি সুপ্রাচীন সুমের সভ্যতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। স্ট্রেবী সাহেব বলেন যে এশিয়াখণ্ডে জংলী লোকেরা "নবলা" নামক একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করিত। এই 'নবলা' হইতেই তবলার উৎপত্তি হইয়াছে।

প্রাচীনকালে বাংলাদেশে তবলার অনুরূপ একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র যে ব্যবহার হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দশম বা একাদশ

শতাব্দীতে নির্মিত একটি গণেশ মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মূর্তিতে দেখা যায় যে নৃত্যের সহিত তবলার অনুরূপ যন্ত্র সঙ্গত করা হইতেছে। পাহাড়পুরের ক্ষোদিত চিত্রে দেখা যায় যে বাঁয়া তবলার মত দুহাতে বাজাইবার উপযোগী তালবাদ্যের ব্যবহার পূর্বে প্রচলিত ছিল।

অধিকাংশ পণ্ডিত অবশ্য মনে করেন যে মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজ হইতে তবলার উৎপত্তি হইয়াছে। পাখোয়াজকে দুইভাগে ভাগ করায় একভাগ বাঁয়া অপরভাগ তবলায় পরিণত হইয়াছে। পাখোয়াজকে খণ্ডিত করিয়া যে বাঁয়া তবলার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার প্রমাণ স্বরূপ দেখান হয় যে আজও পাঞ্জাবে বাঁয়াতে পাখোয়াজেরই মত আটা লাগাইয়া বাজান হয়। কিন্তু পাখোয়াজকে কে খণ্ডিত করেন সে বিষয়ে সকলে একমত নহেন। কেহ কেহ বলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আলাউদ্দীন খিলজীর শাসনকালে প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ অমীর খসরু পাখোয়াজকে খণ্ডিত করেন এবং খণ্ডিত অংশ দুইটির অঙ্গের সামান্য পরিবর্তন করিয়া উহাদের বাঁয়া তবলায় পরিণত করেন। কথিত হয় যে পাখোয়াজকে খণ্ডিত করিবার পরও যখন খণ্ডিত অংশ দুইটি হইতে সুন্দর ধ্বনি বাহির হইল তখন শিল্পী বিস্ময়ে বলিয়া উঠেন "তব ভী বোলা" অর্থাৎ কাটা হইয়াছে তবুও বলিতেছে (অর্থাৎ আওয়াজ দিতেছে)! এই বিস্মিত উক্তি "তব ভী বোলা" হইতেই নাকি তবলা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

আবার অনেকে বলেন পাখোয়াজকে খণ্ডিত করিয়া বাঁয়া তবলায় পরিণত করেন দিল্লীর প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গবাদক সুধার বা সিধার খাঁ। বর্তমানে এই সুধার খাঁকেই দিল্লী ঘরাণার জনক বলা হয়।

কথিত আছে যে, সে সময়ে দিল্লীতে ভগবান দাস নামে অপর একজন সুদক্ষ মৃদঙ্গী ছিলেন। সুধার খাঁ ভগবান দাসের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া মৃদঙ্গ যন্ত্রটিকেই খণ্ডিত করেন এবং তাহা হইতেই বাঁয়া তবলার জন্ম হয়। সুধার খাঁ এই নব সৃষ্ট যন্ত্রে পাখোয়াজের বোলকে তবলাতে বাজানোর যোগ্য করিয়া এক নূতন বাদনরীতি প্রবর্তন করেন এবং তাহাই এখনও প্রচলিত।

কেহ কেহ বলেন—ডমরু হইতে মৃদঙ্গ, মৃদঙ্গ হইতে কাষ্ঠাবয়ব পাখোয়াজ এবং পাখোয়াজ হইতে তবলার উৎপত্তি হইয়াছে। তবলার জন্ম যে ভাবেই হউক না কেন, একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত। তবলার প্রসার উত্তর ভারতেই বেশী হইয়াছে। দক্ষিণভারতের বহু স্থানে তবলার প্রচলন নাই। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মুসলমান প্রভাব বিস্তারই ইহার কারণ বলিয়া মনে হয়। পূর্বে যখন ধ্রুপদাঙ্গ গম্ভীর প্রকৃতির সঙ্গীতের প্রচলন ছিল তখন তাহার সহিত সঙ্গত করিবার পক্ষে উপযুক্ত বাদ্যযন্ত্র ছিল মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজ। কিন্তু যখন জৌনপুরের সুলতান হুসেন শর্কি বড় খেয়াল এবং আমীর খসরু কাওয়ালীর ভিত্তিতে ছোট খেয়ালের প্রবর্তন করেন তখন গম্ভীর এবং উচ্চনাদী পাখোয়াজ সঙ্গতের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া পড়ে। এক্ষেত্রে তবলাই সঙ্গতের পক্ষে সমধিক উপযোগী প্রমাণিত হয়। অতএব বলা যায় খেয়াল গান ও তবলার মধ্যে সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ।

## ॥ তবলার বর্ণ ॥

যেমন প্রত্যেক ভাষার অক্ষর বা বর্ণ আছে, তেমনি তবলাতেও কয়েকটি বর্ণ প্রয়োগ করা হয়। এই বর্ণের সংখ্যা সম্বন্ধে পণ্ডিতদের

বিভিন্ন মত থাকিলেও অধিকাংশ পণ্ডিত দশটি বর্ণ মানিয়া থাকেন।

॥ কেবল তবলাতে বাজাইবার বর্ণ ॥

তবলাতে মোট ছয়টি বর্ণ বাজান হয়। যথা :—

(১) তা বা না (২) তিন্ বা তী (৩) দীন্ বা থুন্ (৪) তে বা তি (৫) তু (৬) রে বা টে।

॥ কেবল বাঁয়াতে বাজাইবার বর্ণ ॥

বাঁয়াতে বাজান হয় কেবল দুইটি বর্ণ। যথা—

(৭) ক, কে, কি বা কৎ (৮) গে বা ঘে।

॥ তবলা ও বাঁয়া একসাথে বাজাইবার বর্ণ ॥

তবলা ও বাঁয়ায় একসাথে বাজান হয় কেবল দুইটি বর্ণ। যথা--

(৯) ধা এবং (১০) ধিন।

## ॥ দশ বর্ণ বাজাইবার রীতি ॥

[১] তা বা না :—তর্জনীর সাহায্যে লব ও চাঁটির সংযোগস্থলে আঘাত করিলে "তা" বাজিবে এবং চাঁটিতে তর্জনী দ্বারা আঘাত করিলে "না" বাজিবে। মধ্যমা অঙ্গুলী একটু উপরে উঠিয়া থাকিবে এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলী অর্দ্ধ-গোলাকার অবস্থায় তবলার উপর অবস্থিত থাকিবে।

[২] তিন্ বা তি :—তর্জনীর সাহায্যে কেবল লব বা ময়দানের, উপর আঘাত করিলে তিন্ বা তী বাজিবে। অনামিকা

ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলী তা বা না বাজাইবার মত অবস্থিত থাকিবে।

[৩] দীন্ বা থুন্ :—হাতের চারিটি অঙ্গুলী একসাথে জুড়িয়া স্যাহী বা গাবের উপর আলগাভাবে আঘাত করিয়াই হাত তুলিয়া লইলে দীন্ বা থুন্ বাজিবে।

[৪] তে বা তি :—তে বা তি দুইভাবে বাজান হইয়া থাকে। দিল্লী এবং অজরাড়া ঘরাণার বাদকেরা কেবলমাত্র স্যাহীর মধ্যস্থলে মধ্যমা অঙ্গুলী দ্বারা আঘাত করিয়া এই ধ্বনি উৎপন্ন করেন। আবার পূরব ঘরাণার বাদকেরা স্যাহী বা গাবের উপর মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা বা মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই তিনটি অঙ্গুলী একসাথে জুড়িয়া স্যাহীতে আঘাত করিয়া এই বাণী উৎপন্ন করেন।

[৫] তু :—তর্জনীর সাহায্যে স্যাহী বা গাবের এক পার্শ্বে আঘাত করিলে তু বাজিবে।

[৬] রে বা টে :—তর্জনীর সাহায্যে স্যাহী বা গাবের মধ্যস্থলে আঘাত করিলে রে বা টে বাজিবে।

[৭] ক, কে, কি বা কত্ :—বামহাতের পাঁচটি অঙ্গুলী একসাথে জুড়িয়া সম্পূর্ণ হাত দ্বারা বাঁয়ার উপর আঘাত করিলে ক, কে, কি বা কত বাজিবে।

[৮] গে বা ঘে :—বামহাতের পশ্চাৎভাগ স্যাহী বা গাবের পার্শ্বে রাখিয়া মধ্যমা, অনামিকা অথবা তর্জনী ও মধ্যমা একসাথে জুড়িয়া লব বা ময়দানের উপর আঘাত করিলে গে বা ঘে বাজিবে।

[৯] ধা :—ডান হাতের তর্জনী তবলার চাঁটিতে ও বামহাতের তর্জনী ও মধ্যমা একসাথে জুড়িয়া বাঁয়ার লব বা ময়দানের উপর আঘাত করিলে ধা বাজিবে।

[১০] ধিন :—ডানহাতের তর্জনী দ্বারা তবলার ময়দানে ও বাম হাতের তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাঁয়ার ময়দানে আঘাত করিলে ধিন বাজিবে।

## ।। মৃদঙ্গ ও তবলার তুলনা ।।

মৃদঙ্গ ও তবলার প্রধান পার্থক্য হইল ইহাদের আকৃতি ও গঠন প্রণালীতে। তবলার দুইটি অঙ্গ "ডাঁয়া" এবং "বাঁয়া" পরস্পর পৃথক দুইটি অংশ; কিন্তু মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজে এই দুইটি অংশ একটি কাঠামোতেই সংযুক্ত থাকে। তবলার বাঁয়াতে যেমন গাব বা স্যাহী লাগান হয়, মৃদঙ্গের বাঁদিকের অংশে তেমন গাব লাগান হয় না, তাহার পরিবর্তে আটা লাগান হয়। অবশ্য পাঞ্জাবে তবলার বাঁয়াতেও মৃদঙ্গেরই মত আটা লাগান হয়। একই কাঠামোতে দুইটি অঙ্গ সংযুক্ত থাকার জন্য মৃদঙ্গ বাজাইবার সময় সর্বদাই একটি গুঞ্জন থাকে, যাহা তবলার ক্ষেত্রে থাকে না। তবলা অপেক্ষা মৃদঙ্গের বাজ বা ধ্বনি অনেক বেশী গম্ভীর।

মৃদঙ্গ এবং তবলা বাজাইবার রীতিও পৃথক। মৃদঙ্গ সাধারণতঃ হাতের পাঞ্জা বা তালুর সাহায্যে বাজান হয়। কিন্তু তবলা বাজান হয় আঙ্গুলের সাহায্যে। বাদনরীতি পৃথক হওয়ায় উভয় যন্ত্রের আওয়াজও পৃথক হয়।

নিম্নলিখিত ছক হইতে মৃদঙ্গ ও তবলার পার্থক্য সুপরিস্ফুট হইবে—

| ॥ মৃদঙ্গ ॥ | ॥ তবলা ॥ |
| --- | --- |
| (১) ইহা ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন অবনদ্ধ বাদ্য। সম্ভবতঃ খৃষ্টজন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্বে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল। | (১) ইহা আধুনিক যুগের অতি জনপ্রিয় তালবাদ্য সম্ভবত খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইহার উদ্ভব হয়। |
| (২) ইহার দেহটি একটিমাত্র কাঠা-মোতেই আবদ্ধ। বাঁদিকের অংশে আটা লাগান হয়। গাব বা স্যাহী কেবলমাত্র ডানদিকের অংশে লাগান হয়। | (২) তবলার দুইটি অঙ্গ পরস্পর বিচ্ছিন্ন। বাঁয়াতেও গাব বা স্যাহী লাগান হয়। |
| (৩) ইহার ডানদিকের বাজাইবার অংশটি তবলার অপেক্ষা অনেক বেশী প্রশস্ত হয়। ইহার ফলে সুর উচ্চে চড়িয়া যায় না। | (৩) তবলার মুখ অংশ মৃদঙ্গের মত অত প্রশস্ত হয় না। ফলে সুর অপেক্ষাকৃত চড়া হয়। |
| (৪) মৃদঙ্গের আওয়াজ জোরদার এবং গম্ভীর প্রকৃতির হয়। হাতের পাঞ্জা বা তালুর সাহায্যে ইহা বাজান হয়। | (৪) তবলার আওয়াজ অপেক্ষাকৃত মোলায়েম; ইহা বাজাইতে অঙ্গুলীর ব্যবহার অধিক হয়। |

(৫) ধ্রুপদ, ধামার প্রভৃতি গম্ভীর গায়কী গীতের সহিত ইহার সঙ্গত প্রশস্ত। মার্গ বা শাস্ত্রীয় নৃ'্যের সহিত ও ইহার সঙ্গত চ'লে। ইহাতে বাজাইবার জন্য মুখ্য তাল হইল—ধামার, চৌতাল, সুলতাল, রুদ্রতাল ই ্যাদি। ইহাতে পরণ, রেলা প্রভৃতি অধিক বাজান হয়।

(৫) খেয়াল অঙ্গের গীত, তারযন্ত্র এবং নৃত্যের সহিত সঙ্গত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার মুখ্য তাল হইল—ত্রিতাল, ঝাপতাল ইত্যাদি। ইহাতে মৃদঙ্গের মতই পরণ, রেলা বাজান হয়। অধিকন্তু পেশকার, কায়দা প্রভৃতি প্রয়োগ করা হয়।

## ॥ তবলার বিভিন্ন ঘরাণা ॥

তবলার উৎপত্তি যেভাবেই হউক না কেন, আমাদের দেশে প্রথম প্রখ্যাত তবলিয়া হিসাবে যাঁহার নাম সকলে একবাক্যে উচ্চারণ করেন তিনি হইলেন দিল্লীর সুধার খাঁ বা সিধার খাঁ। সুধার খাঁ প্রবর্তিত বাদনরীতি তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্য মাধ্যমে বিস্তৃত হয় এবং কালক্রমে বিভিন্ন প্রকার ঘরাণার জন্ম দেয়। বর্তমানে ছয়টী ঘরাণার প্রচলন দেখা যায়। এই ছয়টী ঘরাণা হইল—দিল্লী ঘরাণা, লখনৌ ঘরাণা, ফরুখাবাদ বা ফরাক্কাবাদ ঘরাণা, বেনারস ঘরাণা, অজরাড়া ঘরাণা এবং পাঞ্জাব ঘরাণা। নিম্নে ইহাদের পরিচয় দেওয়া হইল।

# ॥ দিল্লী ঘরাণা ॥

উস্তাদ সিধার খাঁকে দিল্লী ঘরাণার স্রষ্টা বলা হয়। সিধার খাঁর তিন পুত্র—বুগরা খাঁ, ঘসীট খাঁ, অপরজনের নাম অজ্ঞাত। বুগরা খাঁর দুই পুত্র সিতাব খাঁ এবং গুলাব খাঁ উভয়েই সুদক্ষ তবলা বাদক ছিলেন। সিতাব খাঁ-র পুত্র নজীব আলী এবং নজীব আলীর পুত্র বড় কালে খাঁ তবলা বাদক হিসাবে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বড় কালে খাঁর পুত্র বোলী বকস বোম্বাইতে বাস করিতেন। এই বোলী বকসের পুত্র হইলেন দিল্লী ঘরাণার সুপ্রসিদ্ধ তবলিয়া উস্তাদ নথ্থু খাঁ সাহেব। প্রখ্যাত তবলা বাদক মুনীর খাঁ ছিলেন বোলী বকসের শিষ্য। মুনীর খাঁর শিষ্য হইলেন ভারতের বর্তমানকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলিয়া উস্তাদ আহমদজান থেরাকুয়া। উস্তাদ অমীর হুসেন খাঁ, গুলাম হুসেন খাঁ এবং শামসুদ্দীন খাঁও উস্তাদ মুনীর খাঁর শিষ্য। ওস্তাদ নথ্থু খাঁর শিষ্য হইলেন মারাঠের প্রসিদ্ধ তবলিয়া হবিবুদ্দীন খাঁ। প্রসিদ্ধ তবলিয়া নিখিল ঘোষ উস্তাদ মুনীর খাঁর শিষ্য।

বুগরা খাঁর দ্বিতীয় পুত্র গুলাব খাঁর পুত্র মুহম্মদ খাঁ পিতার খ্যাতি সংরক্ষণ করেন। মুহম্মদ খাঁর পুত্র হইলেন প্রসিদ্ধ তবলা বাদক ছোট কালে খাঁ সাহেব। ছোট কালে খাঁর পুত্র গামে খাঁ এবং গামে খাঁর পুত্র ইনাম আলি দিল্লী ঘরাণার সুপ্রসিদ্ধ ধারক ও বাহক।

উস্তাদ সিধার খাঁর অপর পুত্র ঘসীট খাঁ ও তাঁহার বংশ পরম্পরা বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিন্তু সিধার খাঁর তৃতীয় পুত্রের নাম জানা না গেলেও তাঁহার বংশের পরিচয় পাওয়া যায়।

তাহারা হইলেন সিধার খাঁর পৌত্র মক্কু খাঁ, মোদু খাঁ এবং বখস্থ খাঁ। এই তিন ভ্রাতার মধ্যে মোদু খাঁ এবং বখসু খাঁ লখনৌএর নবাবের আমন্ত্রণে লখনৌ নিবাসী হন। ইহাদের দ্বারা দিল্লী ঘরাণা লখনৌতে প্রসারিত হয় এবং কালক্রমে লখনৌ ঘরাণার জন্ম দেয়।

সিধার খাঁর ছোট ভাই ছিলেন উস্তাদ চাঁদ খাঁ। চাঁদ খাঁর পুত্র ছিলেন সিল্লা মসীত খাঁ। উস্তাদ লংড়ে হুসেন বক্স ছিলেন চাঁদ খাঁর পৌত্র। হুসেন বক্সের দুই পুত্র ননহে খাঁ এবং ঘসীট খাঁ উত্তম তবলা বাদক ছিলেন। উস্তাদ ননহে খাঁ ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইতে পরলোক গমন করেন। ননহে খাঁ সাহেবের শিষ্য ছিলেন উস্তাদ জুগনা খাঁ। জুগনা খাঁর শিষ্য হইলেন মহবুব খাঁ সাহেব মীরজকর। শ্রীগোড়ওয়ালে ইহারই শিষ্য।

সিধার খাঁর শিষ্যগণের মধ্যে প্রধান তিনজন হইলেন রোশন খাঁ, কল্লু খাঁ, ও ভুংন খাঁ। পরপৃষ্ঠায় দিল্লী ঘরাণার বংশপীঠিকা দেওয়া হইল —

## ॥ দিল্লী ঘরাণা ॥

সিধার খাঁ
পুত্র
শিষ্য
বুগরা খাঁ
ঘসীট খাঁ
নাম অজ্ঞাত
রোশন খাঁ
কল্লু খাঁ
ভুল্লন খাঁ
সিতাব খাঁ
গুলাব খাঁ
মক্কু খাঁ
বখ্সু খাঁ
মোদ্দু খাঁ
নজব আলি
মহম্মদ খাঁ
বড় কালে খাঁ
ছোটে কালে খাঁ
বোলী বক্স
গানে খাঁ
নথ্থু খাঁ (পুত্র)
মুনীর খাঁ (শিষ্য)
ইনাম আলি
হবিবুদ্দীন খাঁ (শিষ্য)
আহমেদজান থিরাকুয়া
আমীর হুসেন
সামসুদ্দীন
গুলাম হোসেন
নিখিল ঘোষ
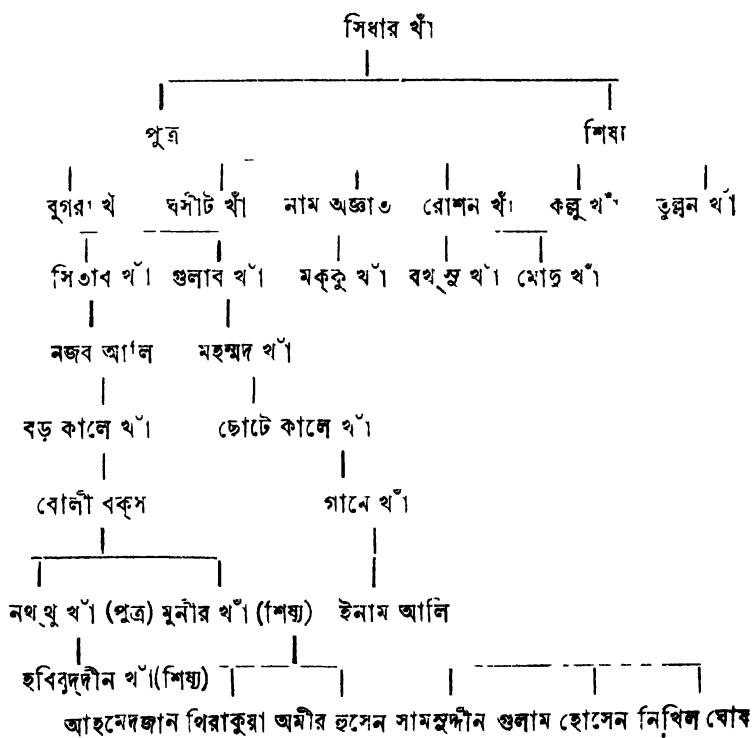
# ।। লখনৌ ঘরাণা ।।

দিল্লী ঘরাণার জনক উস্তাদ সিধার খাঁর পৌত্র মোদু খাঁ এবং বখস্থ খাঁ লখনৌ নিবাসী হন। ইঁহাদেরই বংশজাত উস্তাদ মম্মু খাঁকে লখনৌ ঘরাণার গুরু বলা হয়। নাচের সহিত সঙ্গত করিবার প্রয়োজনে দিল্লী ঘরাণার বাদনশৈলীতে কিছু পরিবর্তনের আবশ্যকতা দেখা দেয়। তদুপরি পাখোযাজের কিছু বাদন শৈলী গ্রহণ করায় এক নূতন বাদনশৈলী উদ্ভূত হয়। ইহাকেই বলা হয় লখনৌ ঘরাণা। মমমু খাঁর পুত্র উস্তাদ মহম্মদ খাঁ প্রসিদ্ধ তবলিয়া ছিলেন। মহম্মদ খাঁর দুই পুত্র মুন্নে খাঁ এবং আবিদহুসেন খাঁও প্রখ্যাত তবলা বাদক ছিলেন। মুন্নে খাঁর পুত্র উস্তাদ ওয়াজিদ হুসেন খাঁ বর্তমানকালের লখনৌ ঘরাণার গুরু হিসাবে স্বীকৃত হন। ইনি প্রায়ই কলিকাতায় বাস করেন। আবিদ হুসেন খাঁর শিষ্যগণের মধ্যে পণ্ডিত বীরু মিশ্র সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ তবলা বাদক হীরু গাঙ্গুলী এবং ইন্দোরের প্রখ্যাত তবলিয়া উস্তাদ জাহাঙ্গীর খাঁ ইঁহারই শিষ্য। ওয়াজিদহুসেন খাঁর পুত্র অফাক হুসেন খাঁ একজন নামকরা তবলিয়া। পরপৃষ্ঠায় লখনৌ ঘরাণার বংশপীঠিকা দেওয়া হইল—

## ॥ লখনৌ ঘরাণা ॥

উস্তাদ মোহ্ন খাঁ
উস্তাদ বখ্সু খাঁ
পণ্ডিত রামসহায় (শিষ্য)
বংশজ
উস্তাদ মম্মু খাঁ
উস্তাদ মুহম্মদ খাঁ
মুন্নে খাঁ
আবিদ হুসেন
ওয়াজিদ হুসেন খাঁ
শিষ্য
আফাক হুসেন খাঁ
পণ্ডিত বীরু মিশ্র
(বেনারস)
হীরু গাঙ্গুলী
(কলিকাতা)
জাহাঙ্গীর খাঁ
(ইন্দোর)

## ।। ফরুখাবাদ বা ফরাক্কাবাদ ঘরাণা ।।
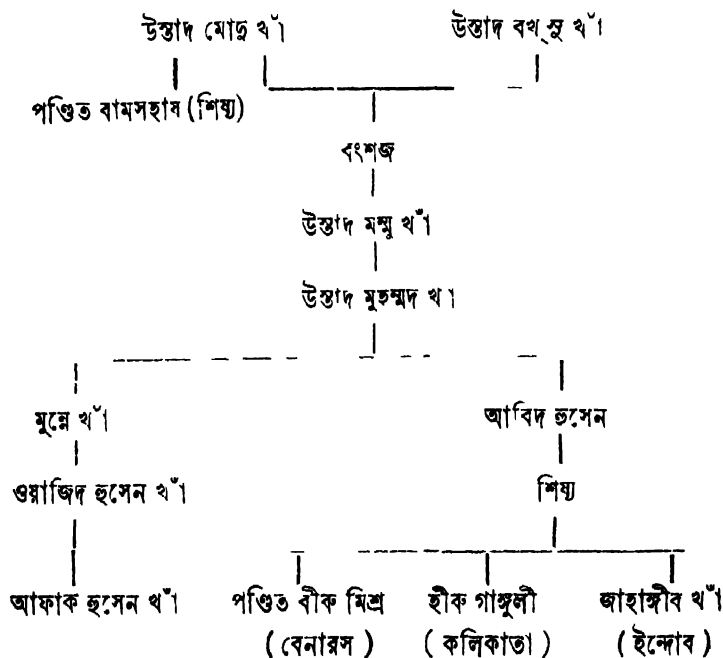
ফরুখাবাদ ঘরাণা পূরব ঘরাণার অন্তর্গত। এই ঘরাণার সর্ব-প্রথম তবলাবাদক হইলেন উস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ। উস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ লখ্‌নৌ ঘরাণার আদি পুরুষ উস্তাদ বখ্‌সু খাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। শোনা যায় যে উস্তাদ বখসু খাঁ কন্যার বিবাহের যৌতুক হিসাবে জামাতাকে বারোটি কায়দা উপহার দান করেন। বিলায়েৎ হুসেন খাঁ ঐ বারোটি কায়দাকে আয়ত্ত করেন এবং কালক্রমে এক নূতন বাদন শৈলী প্রবর্তন করেন। বিলায়েৎ খাঁর শিষ্যগণেব মধ্যে উস্তাদ সলারী খাঁ, ইমাম বখ্‌সু খাঁ, চুন্নু খাঁ, প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ, হাজী খাঁ সাহেব নামে পরবর্তীকালে পরিচিত হন। তাঁহার পুত্র উস্তাদ হুসেন আলি খাঁ প্রখ্যাত তবলিয়া মুনীর খাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন। মুনীর খাঁর শিষ্যগণের মধ্যে উস্তাদ আহমেদজান থেরাকুয়া এবং গোলাম রসুলের নাম উল্লেখযোগ্য। উস্তাদ আহমেদজান থেরাকুয়া মোরাদাবাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দীর্ঘকাল রামপুর রাজদরবারের আশ্রয়ে বাস করেন। পরে লখ্‌নৌ আসিয়া ভাতখণ্ডে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে তবলাশিক্ষক রূপে নিযুক্ত হন।

উস্তাদ হুসেন আলি খাঁর বংশে উস্তাদ নন্‌হে খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। নন্‌হে খাঁর পুত্র উস্তাদ মসীত খাঁ এবং মসীত খাঁর পুত্র উস্তাদ কেরামতউল্লা খাঁ আমাদের সবিশেষ পরিচিত। উস্তাদ কেরামতউল্লা খাঁ বর্তমানে আমাদের কলিকাতাতেই বাস করেন।

গানের সহিত সঙ্গতকারী তবলিয়া হিসাবে উস্তাদ কেরামতউল্লা এক অনন্য সাধারণ জনপ্রিয় তবলা শিল্পী। নিম্নে ফরুখাবাদ ঘরাণার বংশপীঠিকা দেওয়া হইল—
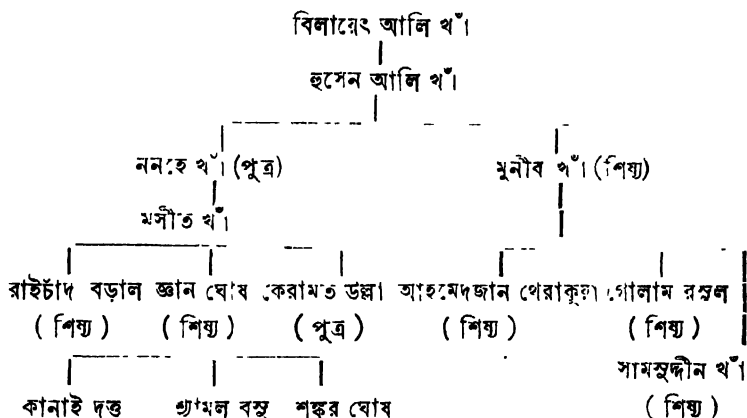
## ।। বেনারস ঘরাণা ।।

বেনারস ঘরাণা লখ্নৌ ঘরাণারই একটা শাখা। বারাণসীর সর্বপ্রথম তবলাবাদক পণ্ডিত রাম সহায় লখ্নৌ এর উস্তাদ মোদু খাঁর শিষ্য ছিলেন। পণ্ডিতজী ১২ বৎসর কাল লখ্নৌতে বাস করিয়া তবলা বাদন শিক্ষা করেন এবং নবাব ওয়াজিদ আলির দরবারে খ্যাতি লাভ করেন। তাহার পর পণ্ডিতজী বারাণসীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এক নূতন ঘরাণা প্রচলিত হয়। রাম সহায়ের ভ্রাতা গৌরী সহায়ের পুত্র পণ্ডিত ভৈরব সহায় এবং পৌত্র বলদেব সহায় ও প্রপৌত্র পণ্ডিত দুর্গা সহায় প্রখ্যাত তবলিয়া ছিলেন। দেশ প্রসিদ্ধ প্রবীণ তবলাবাদক পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজ পণ্ডিত বলদেব সহায়ের শিষ্য। কণ্ঠে মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্র কিষণ মহারাজ বর্তমানকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলাবাদক।

পণ্ডিত রামসহায়ের প্রধান শিষ্য ছিলেন পাঁচজন—জানকী সহায়, রামশরণ, ভৈরব সহায়, ভগৎজী এবং পরতপ্পু। জানকী সহায় পণ্ডিত রামসহায়ের ভ্রাতা ছিলেন। জানকী সহায়ের শিষ্য ছিলেন গোকুল এবং বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের শিষ্য ছিলেন ভগবানজী এবং ভগবানজীর পুত্র পণ্ডিত বীরু মিশ্রও বিশ্বনাথের শিষ্য ছিলেন। রামশরণজীর পুত্র দুর্গা এবং দুর্গার পুত্র বিক্কু মহারাজ এবং পৌত্র গুম্‌মি তবলাবাদক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ভগৎজীর শিষ্যগণের মধ্যে ভৈরবজী এবং ভৈরবজীর শিষ্যগণের মধ্যে পণ্ডিত মৌলবী রামের নাম সুপ্রসিদ্ধ।

বলদেব সহায়ের পুত্র দুর্গা সহায় তথা সুরদাস নন্নুজীর শিষ্য হইলেন পণ্ডিত শ্যামলাল এবং শ্যামলালের শিষ্য হইলেন এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ তবলাবাদক প্রোফেসর লালজী শ্রীবাস্তব। ইনি প্রথমে উস্তাদ ইউসুফ খাঁ, পরে পণ্ডিত শ্যামলাল এবং তাহার পর জয়পুরের বিখ্যাত তবলিয়া পণ্ডিত জিয়ালালের নিকট শিক্ষালাভ করেন। ঠেকা বাজাইতে পণ্ডিত শ্রীবাস্তব বিশেষরূপেই দক্ষ।

(প্রতাপ) পরতপ্পুর পুত্র জগন্নাথ এবং জগন্নাথের পুত্র পণ্ডিত বাচা মিশ্র এদেশে বিশেষ পরিচিত কলাবিৎ। বাচা মিশ্রের পুত্র পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদের নাম বর্তমানে সকলেই জানেন।

বেনারস ঘরাণার আর একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী হইলেন পণ্ডিত আনোখেলাল। "না ধি ধি না" এবং "ধির্ ধির্" বাজাইতে ইঁহার দক্ষতা প্রশংসাতীত। আনোখেলাল হইলেন পণ্ডিত ভৈরব মিশ্রের শিষ্য। পরপৃষ্ঠায় বারাণসী ঘরাণার বংশপীঠিকা দেওয়া হইল।
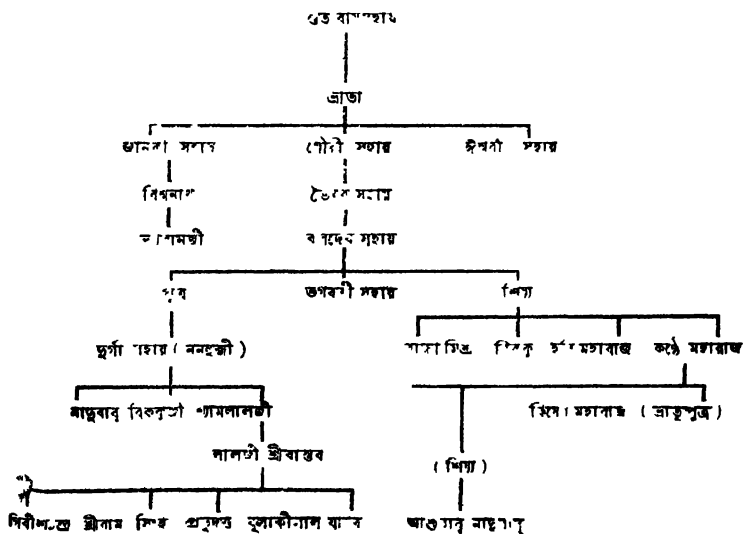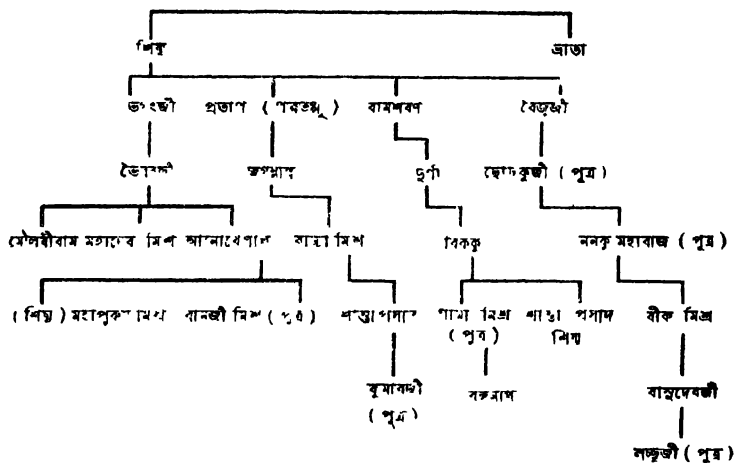
## ।। অজরাড়া ঘরাণা ।।

মীরাট জেলার অন্তর্গত অজরাড়া গ্রাম নিবাসী কল্লু খাঁ এবং মারু খাঁ নামে দুই ভাই দিল্লী ঘরাণার সুপ্রসিদ্ধ উস্তাদ সীতাব খাঁর শিষ্য ছিলেন। এই দুই ভাই দিল্লী ঘরাণার বাদনশৈলীকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিয়া এক নূতন প্রকার বাদনরীতি প্রবর্তন করেন। কল্লু খাঁ ও মীরু খাঁর স্বগ্রাম অজরাড়ার নামে এই নূতন বাদনরীতি অজরাড়া ঘরাণা নামে পরিচিত হয়।

অজরাড়া ঘরাণার অন্যতম প্রসিদ্ধ তবলিয়া ছিলেন উস্তাদ মোহম্মদী বখ্‌স। তাঁহার পুত্র চাঁদ খাঁ এবং পৌত্র কালে খাঁও উত্তম তবলাবাদক ছিলেন। কালে খাঁর পুত্র হস্‌সু খাঁ এবং পৌত্র শম্মু খাঁও প্রসিদ্ধ তবলাবাদক ছিলেন। এই ঘরাণার অপর প্রসিদ্ধ তবলাবাদক হবিবউদ্দীন খাঁ ছিলেন শম্মু খাঁর পুত্র এবং উস্তাদ আবদুল করিম খাঁ ছিলেন শম্মু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। উস্তাদ আবদুল করিমের শিষ্য হইলেন আগ্রার প্রসিদ্ধ তবলিয়া পণ্ডিত শ্রীধরজী এবং উস্তাদ হবিবউদ্দীন খাঁর শিষ্য হইলেন বরোদার প্রখ্যাত তবলাবাদক সুধীর কুমার। পরপৃষ্ঠায় অজরাড়া ঘরাণার বংশপীঠিকা দেওয়া হইল।

## ॥ অজরাড়া ঘরাণা ॥

সিতাব খাঁ
শিষ্য
কল্লু খাঁ
মীরু খাঁ
মোহম্মদী বখ্‌স
চাঁদ খাঁ
কালে খাঁ
হস্‌সু খাঁ
শম্মু খাঁ
হবিবউদ্দিন খাঁ (পুত্র)
আবদুল করিম
সুধীরকুমার (শিষ্য)
পণ্ডিত শ্রীধর (শিষ্য)
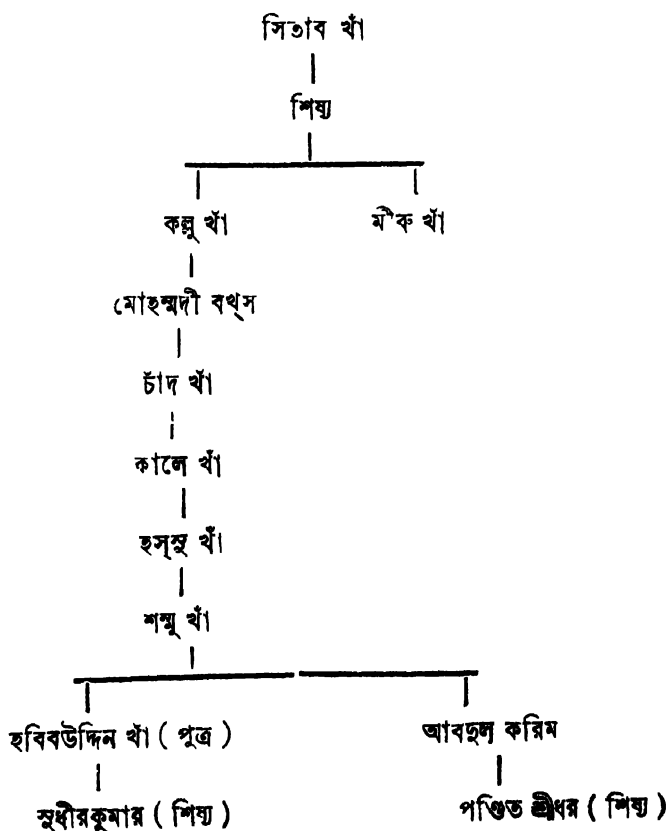
## ॥ পাঞ্জাব ঘরাণা ॥

লখ্‌নৌ, ফরুখাবাদ, বেনারস এব অজরাড়া ঘরাণা মূলতঃ দিল্লী ঘরাণা হইতে উদ্ভূত। কিন্তু পাঞ্জাব ঘরাণা এক স্বয়ং স্বতন্ত্র ঘরাণা, ইহার উপর দিল্লী ঘরাণার কোন প্রভাব নাহ। পাঞ্জাব ঘরাণার বাদকেরা পাখোয়াজের খোলা বোলকে বন্ধ বোলের মত করিযা তবলায় বাজাইয়া থাকেন এবং এই প্রকার বাদনরাতিই এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্য। হুসেন বখ্‌স এবং তাহাব পুত্র উস্তাদ ফকির বখ্‌স তালবাদ্য বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। ফকির বখ্‌সের পুত্র উস্তাদ কাদির বখ্‌স এবং শিষ্য করম ইলাহী ও মলন খাঁ উত্তম তবলাবাদক হইয়া উঠেন। বোম্বাই নিবাসী উস্তাদ অল্লাহরক্‌খা উস্তাদ কাদির বখ্‌সের শিষ্য। পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় অল্লাহরক্‌খার জন্ম হয়। তিনি কিছুকাল আকাশবাণীর লাহোর, দিল্লী এবং বোম্বাই কেন্দ্রে চাকুরী করেন। তাল এবং লয়কারীর উপর অল্লাহরক্‌খার অধিকার অবিসংবাদিত। ভারতবর্ষের বাহিরে ইউরোপ এবং আমেরিকাতেও অল্লাহরক্‌খার সুনাম বিস্তৃত হইয়াছে। পাঞ্জাব ঘরাণার বংশপীঠিকা এইরূপ—
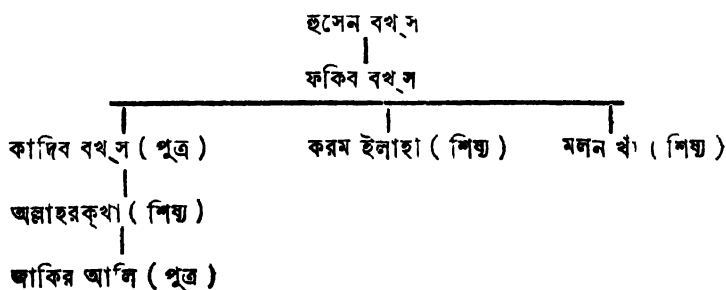
## ।। তবলার বিভিন্ন বাজ ।।

বাজ কথাটির অর্থ হইল বাদনরীতি অর্থাৎ বাজাইবার পদ্ধতি বা কৌশল। তবলার ঘরাণা ছয়টি হইলেও বাজ হইল চারিটি—দিল্লী বাজ, অজরাড়া বাজ, পূরব বাজ ও পাঞ্জাব বাজ। লখনৌ বেনারস ও ফরুখাবাদ তিনটি ঘরাণা হইলেও ইহাদের বাজ একটিই—পূরব বাজ। নিম্নে এই চারিটি বাজের পরিচয় দেওয়া হইল।

## ।। দিল্লী বাজ ।।

দিল্লী বাজে তর্জনী ও মধ্যমা এই দুইটি অঙ্গুলির কাজ খুব বেশী হয়। তবলার কিনারায় চাঁটি এবং স্যাহীর উপর অধিকতর বোল বাজান হয় বলিয়া এই বাদনরীতিকে "কিনার কা বাজ" ও বলা হয। অন্যান্য বাজ হইতে দিল্লী বাজ অপেক্ষাকৃত অধিক কোমল প্রকৃতির। ইহাতে ধিন গিন, তেটে, তিরকিট, ত্রেক ইত্যাদি বোল অপেক্ষাকৃত অধিক বাজান হয়। দিল্লী বাজে কায়দা, পেশকার, রেলা, ছোট ছোট মুখড়া, মোহরা এবং টুকড়া অধিক প্রয়োগ করা হয়। খুব জোরদার পরণ কিংবা ছন্দ এই বাজে প্রয়োগ করা হয় না। দিল্লী বাজের একটি ত্রিতালের কায়দা এইরূপ—

ধাতি ধাগে নাধা তিরকিট। ধাতি ধাগে তিন কিন।

তাতি তাগে নাতা তিরকিট। ধাতি ধাগে ধিন গিন।

## ॥ অজরাড়া বাজ ॥

দিল্লী বাজ হইতে অজরাড়া বাজের পার্থক্য খুব বেশী নয়। দিল্লী বাজের চাঁটির কাজ কায়দা, রেলা, পেশকার প্রভৃতি সবই অজরাড়া বাজে প্রযুক্ত হয়। পার্থক্য শুধু মাত্র বোলের "বন্দিশ" এ। দিল্লী বাজের মতই অজরাড়া বাজ মধুর ও কোমল। এই বাজে কায়দাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আড়লয়ে বাজান হয় এবং ইহার চলন দোলায়িত। দিল্লী বাজের তুলনায় অজরাড়া বাজে বাঁয়ার বোল অধিক হয়। ধা, ধেনেনক, ধিন, ধেতক, ধিনক, দিংগ, দিন গিন, ধী, ধাডা, ধা, ধাতক, ধেনা, ধাড়ধা প্রভৃতি বোল বাঁয়ার প্রাধান্য সূচিত করে। অজরাড়া বাজের গৎগুলিও অনেকটা কায়দার মত হয় বলিয়া অনেক সময় ইহাদের পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। অজরাড়া বাজেব কায়দায় কঠিন বোলসমূহ প্রযুক্ত হয় বলিয়া অধিক প্রস্তার সম্ভব হয় না। অজরাড়া বাজের একটি ত্রিতালের কায়দা এইরূপ—

ধা৹ধা ১ধা১ ধেনধা ১ধেন । ধাত্রেক ধেতেটে ধেনাতি নাগিনা ।

ধাত্রেক ধেতেটে ধেনা১ ধাগেন । ধাত্রেক ধেতেটে ধেনাতি নাগিনা ।

## ॥ পূরব বাজ ॥

দিল্লী বাজের সহিত পূরব বাজের বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পূরব বাজে পাখোয়াজের প্রভাব অধিক। খোলা বোলের প্রয়োগ

হওয়ায় পূরব বাজ গম্ভীর ও জোরদার শোনায়। লখ্‌নৌ ঘরাণার শিল্পীরা নৃত্যের সহিত সঙ্গত করিতেন বলিয়া তাঁহাদের বাজে কিছু কিছু নৃত্যের বোল প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্বর বা লব এবং গাব বা স্যাহীর কাজ এই বাজে বেশী হয়। বড় বড় পরণ, উঠান, চক্করদার গৎ, তিপল্লী, চৌপল্লীর ব্যবহার পূরব বাজের বৈশিষ্ট্য সূচিত করে।

ফরুখাবাদ ঘরাণার শিল্পীদের হাতে চাল তথা রৌ এর কাজ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের গৎ ও খুব প্রসিদ্ধ। বারাণসী ঘরাণার শিল্পীদের বাজনায় পাখোয়াজের প্রভাব অধিক। ইহাদের বাজনায় লগ্‌গী' লড়ীর কাজ বেশী হয়। ছন্দ, জোরদার পরণ, গৎ, লগ্‌গী, লড়ী বাজান বারাণসী ঘরাণার বৈশিষ্ট্য। ধাগেতিট ধিতিতিট, কড়ধা, তিটকতা, গদি গিন ধড়া, কড়্‌ধা ধাক্‌ধা, ধির ধির ধাতিন না, তাতিন না, তক্ তক্ ইত্যাদি বোলের প্রয়োগ পূরব বাজে খুব বেশী হয়।

লখ্‌নৌ বাজে একটি ত্রিতালের কায়দা এইরূপ—

ধাগে তেটে ধাগে তিরকিট। ধিনা গিনা ধাগে তেটে।

ধাগে নধা তিরকিট ধেটে। ধাগে তিরকিট ধীনা গিনা।

তাগে তেটে তাগে তিরকিট। তিনা গিনা তাগে তেটে।

ধাগে নধা তিরকিট ধেটে। ধাগে তিরকিট ধীনা গিনা।

ফরুখাবাদ ঘরাণার একটি গৎ এইরূপ—

ধা- ধেনক তকিট ধেনক । ধাতিরকিট ধাতেটে ধেনাগ দিগন ।

নাগিন নাগিন তকিট ধেনক । ধাতিরকিট ধাতেটে ধেনাগ দিগন ।

বারাণসী ঘরাণার একটি কায়দা এইরূপ—

ধা'ক ধীনা তিরকিট ধীনা । ধাগি নধী ঽকধী নাড়া ।

তীক তীনা তিরকিট তীনা । ধাগি নধী ঽকধী নাড়া ।

## ॥ পাঞ্জাব বাজ ॥

পাঞ্জাব বাজের উপরই পাখোয়াজের প্রভাব সর্বাধিক পড়িয়াছে। এই বাজে পাখোয়াজের খোলা বোলকে বন্ধ করিয়া তবলায় বাজান হয়। বাঁয়াতে পাখোয়াজের মতই আটা লাগান হয়। দিল্লী বাজে যেমন অঙ্গুলীর ব্যবহার হয়, পাঞ্জাব বাজে তেমনি তালুর ব্যবহার বেশী হয়। পাঞ্জাব বাজে কায়দা, গৎ, পরণ প্রভৃতি সবই বড় হয় এবং লয়কারীকে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিভিন্ন লয়কারীর চক্করদার গৎ পাঞ্জাব বাজের বৈশিষ্ট্য। খোলা এবং জোরদার বোল এই বাজের স্বরূপ প্রকাশ করে।

ধাধী নাঽড় ধড়ঽন কড়াতান ঢুংগ ইত্যাদি বোল এই বাজে অধিক প্রযুক্ত হয়।

পাঞ্জাব বাজের একটি গৎ এর নমুনা এইরূপ—

ধাগেত্‌তকিট ধগনগধিন ধাগেতিরকিটধেন ধেড়েনাগেধিন
ধড়াSনধা ধাধিডনগ ধেনধিডনগ তিরকিটতুনাকত্‌
তকতাSতক তাSকিড়নগ তকতিগেনগ তিরকিটতকতাগেন
ধাগেতিরকিটধেন ধেড়নাগেধিন ধাগেতিরকিটধেন ধেড়েনাগেধিন। ধা
×

## ॥ তালের দশ প্রাণ ॥

সঙ্গীত শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—

কালো মার্গঃ ক্রিয়াঙ্গানি গ্রহো জাতি-কলা-লয়াঃ।
যতি প্রস্তার কশ্চেতি তাল প্রাণদশস্মৃতাঃ॥

অর্থাৎ—কাল, মার্গ, ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ, জাতি, কলা, লয, যতি এবং প্রস্তার এই দশটি হইল তালের প্রাণ। প্রাচীনকালে ভারতীয় সঙ্গীতে এই দশ প্রাণের প্রয়োগ অধিক হইলেও বর্তমানে কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটকের সঙ্গীতে ইহাদের প্রচলন আছে। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে ইহাদের প্রচলন আর বিশেষ নাই। নিম্নে এই দশটি প্রাণের প্রত্যেকের বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হইল—

[১] কাল ঃ—

তালের দশটি প্রাণের মধ্যে প্রথমেই 'কাল' এর উল্লেখ করা হইয়াছে। কাল বলিতে সময় বুঝায়। গীত, বাদ্য ও নৃত্যে যে সময় লাগে সঙ্গীতশাস্ত্রে তাহাকেই কাল বলা হয়। অন্যত্র যেমন বৎসর, মাস, সপ্তাহ, দিন দ্বারা সময়ের পরিমাপ করা হয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তেমনি কাল এর পরিমাপ করিতে মাত্রা তাল প্রভৃতি কয়েকটি

বিষয়ের উল্লেখ করা হয়। তাল এর আবর্তন, তথা গানের স্থায়ী; অন্তরা ইত্যাদি কালের অন্তর্গত। কয়েকটি মাত্রা লইয়া একটি বিভাগ এবং কয়েকটি বিভাগ লইয়া একটি তাল সম্পূর্ণ হয়। আর ইহাদের সবটুকুকে সম্পাদন করিতে যে সময় লাগে তাহাকেই বলা হয় কাল।

[২] মার্গ :—

মার্গ শব্দের অর্থ হইল পথ। কোন তালের প্রথম মাত্রা হইতে শেষ মাত্রা পর্যন্ত যাইবার যে পথ তাহাকেই বলা হয় মার্গ। তালি' খালি, বিভাগ, মাত্রা ইত্যাদির ভাগ কিরূপে করা হইয়াছে এবং ইহাদের পারস্পরিক ব্যবধান কতটুকু মার্গ হইতে তাহা জানা যায়। মার্গ এর কাজটা অনেকটা মানচিত্রের ন্যায়। মানচিত্র দেখিয়া যেমন আমরা দুই স্থানের মধ্যে দূরত্ব, কোন স্থানের অবস্থান ইত্যাদি বুঝিতে পারি তেমনি মার্গ হইতে আমরা বুঝিতে পারি তালের প্রকৃতিটি কিরূপ, কতক্ষণ পর বা কত দূরে খালি অথবা ভরি আসিবে। তালের বিভিন্ন অঙ্গের মাত্রাই বা কত তাহাও মার্গ হইতে বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন শাস্ত্রে মার্গের কয়েকটি বিভিন্ন প্রকার ভেদের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু বর্তমানে তাহাদের সম্পূর্ণ অর্থ জানা না থাকায় এ বিষয়ে আর কোন আলোচনা করা হইল না।

[৩] ক্রিয়া :—

বাদক যে তাল প্রদর্শন করিতে চাহেন তাহাকে স্পষ্ট করিয়া দেখানোকে ক্রিয়া বলা হয়। কোন তালকে দুইভাবে দেখানো যায় —তবলা কিংবা পাখোয়াজে বাজাইয়া অথবা হাতে তালি দিয়া।

ক্রিয়া দুই প্রকার—(ক) সশব্দ ক্রিয়া এবং (খ) নিঃশব্দ ক্রিয়া। বলা বাহুল্য যে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই "ক্রিয়া" ব্যাপারটি হাতে তালি দিয়া অথবা হাতের আন্দোলনের দ্বারা তাল দেখানোর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়।

(ক) সশব্দ ক্রিয়া :—দুই হাতে তালী দিয়া তাল দেখানোকে সশব্দ ক্রিয়া বলা হয়। যেমন ত্রিতালের ক্ষেত্রে প্রথম, পঞ্চম এবং ত্রয়োদশ মাত্রা হাতে তালী দিয়া দেখান হয়।

(খ) নিঃশব্দ ক্রিয়া :—হাতে তালি না দিয়া, অঙ্গুলীর কর গণনা করিয়া বা হাত দুলাইয়া মাত্রা ও বিভাগ দেখাইলে তাহাকে নিঃশব্দ ক্রিয়া বলা হয়। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে খালা বা ফাঁক দেখানোকে এবং প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে মাত্রা গণনা করিয়া দেখানোকে নিঃশব্দ ক্রিয়া বলিয়া গণ্য করা হয়। দক্ষিণ ভারতীয় কর্ণাটক সঙ্গীত পদ্ধতিতে খালি বা ফাঁককে "বিসর্জিতম্ বলা হয়। বিসর্জিতম্ আবার তিন প্রকার—

(১) পতাঙ্ক বিসর্জিতম্—এক্ষেত্রে হাত উপরে উঠাইয়া ফাঁক দেখানো হয়।

(২) কৃষয় বিসর্জিতম্—এক্ষেত্রে হাত বাম দিকে লইয়া যাওয়া হয়।

(৩) সর্পিনী বিসর্জিতম্—এক্ষেত্রে হাত ডান দিকে হেলাইয়া ফাঁক দেখানো হয়।

বিসর্জিতম্ কখনও কোন বিভাগের প্রথম মাত্রার উপর হয় না।

[৪] অঙ্গ :—

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন তালের স্বরূপ বুঝাইতে বিভাগ প্রচলিত আছে, কর্ণাটক সঙ্গীতে সেই বিভাগকে বলা হয় অঙ্গ।

প্রত্যেক তালের বিভাগ বা অঙ্গের মাত্রা সংখ্যা বিভিন্ন। কর্ণাটক সঙ্গীতে অঙ্গের সংখ্যা হইল ছয়। নিম্নে উহাদের পরিচয় দেওয়া হইল—

| ॥ অঙ্গ সংখ্যা ॥ | ॥ নাম ॥ | ॥ মাত্রা বা অক্ষর কাল ॥ | ॥ চিহ্ন ॥ |
|---|---|---|---|
| ১ | অনুদ্রুত | ১ | ◡ |
| ২ | দ্রুত | ২ | ○ |
| ৩ | লঘু | ৪ | । |
| ৪ | গুরু | ৮ | S |
| ৫ | প্লুত | ১২ | ঽ |
| ৬ | কাকপদ | ১৬ | + |

অনেকে আবার স্বীকার করেন যে আরও দুইটি অঙ্গ আছে, অর্থাৎ মোট অঙ্গ হইল আট।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৭ | দ্রুত বিরাম | ৩ | ○̆ |
| ৮ | লঘু বিরাম | ৬ | ৗ |

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে এই অঙ্গগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়না।

[৫] গ্রহ ঃ—

কোন তালের যে মাত্রা হইতে গান আরম্ভ করা হয়, সেইস্থানকে বলা হয় গ্রহ। গ্রহ মুখ্যত দুই প্রকার—সমগ্রহ ও বিষম গ্রহ।

(ক) সমগ্রহ—যখন কোন তালের প্রথম মাত্রা হইতেই গান আরম্ভ করা হয় তখন ঐ স্থানকে বলা হয় সম গ্রহ। বর্তমানকালে উত্তর ভারতীয় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে গান যে কোন মাত্রা হইতেই আরম্ভ করা হউক না কেন, তালের প্রথম মাত্রাকেই সম বলা হয়।

(খ) বিষম গ্রহ—যখন কোন তালের প্রথম মাত্রা হইতে গান আরম্ভ না হইয়া অন্য কোন মাত্রা হইতে আরম্ভ হয় তখন সেই স্থানকে বলা হয় বিষমগ্রহ।

বিষমগ্রহের অন্তর্গত আরও দুইটি উপগ্রহ স্বীকার করা হয়—অতীত গ্রহ ও অনাগত গ্রহ।

(ক) অতীত গ্রহ—মুখ্য সম স্থান পার হইয়া যাইবার পর অন্য কোন স্থানে গান আরম্ভ করিলে অথবা অন্য কোন স্থানে সম দেখাইলে সেই স্থানকে অতীত গ্রহ বলা হয়।

কখনও কখনও গায়ক চমৎকৃত করিবার জন্য প্রকৃত সম না দেখাইয়া এক ভ্রমাত্মক সম দেখান। উহাকে অতীত গ্রহ বলা হয়।

(খ) অনাগত গ্রহ—অনাগত অর্থাৎ যাহা এখনও আসে নাই। মুখ্য সম আসিবার পূর্বেই যখন গীত বা গৎ আরম্ভ করা হয় এবং এক কৃত্রিম বা ভ্রমাত্মক সম দেখানো হয়, তখন সেই স্থানকে বলা হয় অনাগত গ্রহ। লয়কারীর উপর গায়ক বা বাদকের অধিকার সুদৃঢ় না হইলে অনাগত গ্রহকেই মুখ্য বা সমগ্রহ বলিয়া ভুল হইতে পারে।

নিম্নলিখিত ছকে গ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইবে।
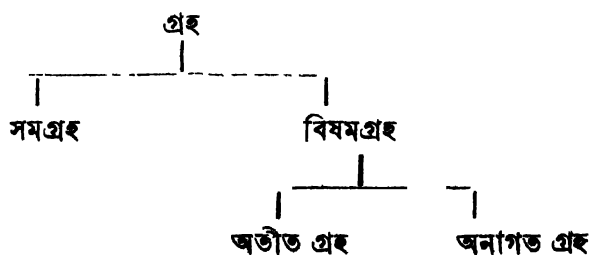
[৬] জাতি ঃ—

কর্ণাটক সঙ্গীত পদ্ধতিতে জাতির স্থান খুবই গুরুত্বপুর্ণ। জাতি হইতে তাল বিভাগের মাত্রা সংখ্যা বুঝিতে পারা যায়। এই পদ্ধতিতে মুখ্য তাল সাতটি—

ধ্রুব, মঠ, রূপক ঝপ, ত্রিপুট, অঠ এব' এক। প্রত্যেক তালের জাতি পাঁচটি—

চতস্র, তিস্র, মিশ্র, খণ্ড এবং সঙ্কার্ণ। বিভাগেব মাত্রা পরিবত ন করিয়া জাতি উৎপন্ন করা হয়। দক্ষিণী পদ্ধতিতে সাতটি তাল এবং পাঁচট জাতি হইতে ৭ × ৫ = ৩৫টি তাল রচনা করা হইযাছে।

(ক) চতস্র—যে তালে চার চাব অথবা চার এর বিভাগ করা হয় তাহাকে চতস্র জাতি বলে। ইহাতে লয় দ্বিগুণ, চৌগুণ, আট-গুণ, ষোলগুণ অথবা আধা, চৌঠা, অষ্ট এবং ষোড়শ মাত্রার হয়। যেমন ত্রিতাল, কাহারবা ইত্যাদির ক্ষেত্রে।

(খ) তিস্র--যে তালে তিনের বিভাগ করা হয় তাহাকে তিস্র জাতি বলা হয়। ইহাতে লয় পৌনে, দেড়, ছয়গুণ অথবা বারগুণ মাত্রার হয়। যেমন দাদরা, চৌতাল ইত্যাদির ক্ষেত্রে।

(গ) খণ্ড—যে তালে পাঁচ এর বিভাগ করা হয় তাহাকে খণ্ড জাতি বলে। ইহাতে সওয়াগুণ, আড়াইগুণ, পাঁচগুণ, দশগুণ মাত্রার লয় হয়। যেমন ঝাঁপতাল এবং সুলতালের ক্ষেত্রে।

(ঘ) মিশ্র—যে তালে সাতের বিভাগ করা হয় তাহাকে মিশ্র জাতি বলে। ইহাতে লয় পৌনে দুগুণ, সাড়ে তিনগুণ, সাতগুণ মাত্রার হয়। যেমন ধামার, আড়াচৌতাল, রূপক, তীব্রা, ঝুমরা ইত্যাদির ক্ষেত্রে।

(৬) সঙ্কীর্ণ :—যে তালে নয় এর বিভাগ করা হয় তাহাকে সঙ্কীর্ণ জাতি বলে। ইহাতে লয় সওয়া দুগুণ, সাড়ে চারগুণ নয়-গুণ প্রভৃতি মাত্রার হয়। যেমন মত্তাল, লক্ষ্মীতাল ইত্যাদির ক্ষেত্রে।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অবশ্য জাতির তেমন গুরুত্ব নাই।

[৭] কলা :—

তবলা, পাখোয়াজ ইত্যাদি তালবাদ্য বাজাইবার নিয়ম ও রীতিকে কলা বলা হয়। বাদ্যযন্ত্রের উপর হাত রাখিবার কায়দা, বসিবার ঢঙ বা আসন, বিভিন্ন বোল বাজাইবার নিয়ম এবং তাহার প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে একত্রে কলা আখ্যা দেওয়া হয়। কলাকে আশ্রয় করিয়াই তবলার বিভিন্ন বাজ ও ঘরাণার উদ্ভব হইয়াছে।

[৮] লয় :—

সঙ্গীতে সময় এর সমান গতিকে লয় বলা হয়। লয় মুখ্যত তিন প্রকার—বিলম্বিত, মধ্য এবং দ্রুত। গীত বাদ্য যখন ধীর গতিতে চলে তখন তাহাকে বলা হয় বিলম্বিত লয়; যখন দ্রুত গতিতে চলে তখন বলা হয় দ্রুত লয়; যখন বিলম্বিত এবং দ্রুত লয়ের মধ্যবর্তী গতিতে চলে তখন বলা হয় মধ্য লয়। মধ্য লয়ের গতি হইল ঘড়ির হিসাবে এক সেকেণ্ডের সমান। মধ্য লয়ের দুইগুণ গতিতে দ্রুত লয় হয়।

লয় অবশ্য বহু প্রকার হইতে পারে। যেমন অতি বিলম্বিত, অনুদ্রুত ইত্যাদি। যদি চার মাত্রা বাজাইতে যে সময় লাগে সেই সময়ের মধ্যে ছয় মাত্রা বাজান হয় তবে তাহাকে সওয়াই বা কুয়াড়ী

লয় বলা হয়। এক মাত্রা পরিমাণ সময়ে যদি একটি স্বর গাওয়া বা বাজান হয় তবে তাহাকে ঠাং লয় বলা হয়। চার মাত্রা কাল পরিমাণের মধ্যে যদি সাত মাত্রা বাজান হয় তবে তাহাকে বলা হয় বিয়াড়া লয়। এইরূপে লয়কে দ্বিগুণ, তিনগুণ, চারগুণ ইত্যাদি করা যায়।

[৯] যতি :—

লয় এর চাল বা গতিকে যতি বলা হয়। সঙ্গীতশাস্ত্রে পাঁচ প্রকার যতির উল্লেখ আছে—

(ক) সমাযতি—কোন বোলের টুক্‌ডার তিন ভাগ-আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই তিন স্থানের লয় যদি একই হয় তবে তাহাকে "সমাযতি" বা সমলয় বলা হয়। যেমন—

ধাগেতিট ধাগেতিট তাগেতিট তাগেতিট ধাগেতিট কিটধাগে তিটতিট তাগেতিট কিটতাগে তিটতিট তিটকত গদিগিন। ধা
×

(খ) স্রোতাগতা বা স্রোতাবহা—যেভাবে নদীর স্রোতে জল বহিয়া যায়, লয়ের চাল সেই প্রকার হইলে তাহাকে স্রোতাগতা বা স্রোতাবহা বলা হয়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এইরূপ লয়ের চলনের আদিতে বিলম্বিত, মধ্যে মধ্য চাল এবং অন্তে দ্রুত চাল হয়। আবার কেহ বা বলেন স্রোতাবহা যতির ক্ষেত্রে আদিতে মধ্য লয়, মধ্যে বিলম্বিত লয়, এবং অন্তে দ্রুত লয় হইবে। যেমন—ধাকিট তকিট তাকিট; ধাকিটতকধুম কিটধুমকিটতক ধুমকিটতকধা কিটধুমকিটতক; তকিটতকাSকিটতকগদি গিনধাSSকিটতকগদিগিন, ধাSSতিটকতগদিগিন ধা । (প্রথম মতানুসারে)
×

দশমাত্রার এই বোলের প্রত্যেক অর্ধবিরাম (;) এর পর লয় বদল হইবে। ধাতিরকিটতক ; তকধেন ; কিটতকধাকিটতকধাকিটতক ধা
( দ্বিতীয় মতানুসারে ) ×

(গ) মৃদঙ্গা—মৃদঙ্গের দুই প্রান্ত যেমন সঙ্কীর্ণ কিন্তু মধ্যখানটি স্ফীত হয় তেমনি লয় এর চলনের আদি ও অন্ত্য দ্রুত এবং মধ্যভাগ বিলম্বিত হইলে তাহাকে মৃদঙ্গা যতি বলা হয়। যেমন—

তিরকিটতক্‌বিরকিটতক্‌তিরকিট ধিরধিরকিটতক্‌ধাতিরকিটতক ;
ধা ধা তু না ; কত্তিরকিটতক্ ধা,কত্তির
কিটতকধা কত্তিরকিটতক ধা
×

(ঘ) পিপীলিকা—পিঁপড়া যেমন কখনও একটানা দ্রুত দৌড়ায় আবার কখনো বা একদম ধীর গতিতে চলে, লয়ের চলন সেইরূপ হইলে তাহাকে পিপীলিকা যতি বলে। পিপীলিকা যতির কয়েক প্রকার ভেদ হইতে পারে। ইহার আদি অন্তে বিলম্বিত এবং মধ্যে দ্রুত লয় হইতে পারে, অথবা আদি অন্তে মধ্যলয় এবং মধ্যে দ্রুতলয় হইতে পারে অথবা অন্তে মধ্যলয় এবং মধ্যে বিলম্বিত লয় হইতে পারে।

যেমন :—কিটতক তা কিটতক তা ; ধা s দিন্ তা ; ইত্যাদি।

(ঙ) গোপুচ্ছা—গরুর লেজ এর মত আকৃতি। আরম্ভে দ্রুত লয় এবং অন্তে বিলম্বিত লয় হইলে তাহাকে গোপুচ্ছা যতি বলে।

যেমন—ধাকিট ধাকিট তকিটত কাঃকিট ধুমকিট তকিটত
কাকিট ; দিন্ s ; তা s s ধা
×

(১০) প্রস্তার :—

প্রস্তার শব্দের অর্থ হইল বিস্তার করা। কোন একটি তালের ঠেকা বাজাইবার পর ঐ তালকে কায়দা, পাল্টা, রেলা, টুকরা, পরণ ইত্যাদির দ্বারা বিস্তার করাকে বলা হয় প্রস্তার।

## ।। হিন্দুস্থানী তাললিপি পদ্ধতি ।।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতিতে দুই প্রকার তাললিপি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যথা :—

[১] ভাতখণ্ডে তাললিপি পদ্ধতি ও

[২] বিষ্ণুদিগম্বর তাললিপি পদ্ধতি।

### ॥ ভাতখণ্ডে তাললিপি পদ্ধতি ॥

(১) এক মাত্রার মধ্যে একটি বর্ণ থাকিলে পৃথক পথকভাবে লিখিতে হইবে। যথা :—ধা ধি না ইত্যাদি।

(২) এক মাত্রার মধ্যে একের অধিক বর্ণ থাকিলে ঐ বর্ণগুলিব নীচে "⌣" এইরূপ অর্দ্ধবৃত্তাকার চিহ্ন বসে। যথা : ধাধা ধাতেটে তেরেকেটে ইত্যাদি।

(৩) একটি বর্ণ একের অধিক মাত্রার হইলে ঐ বর্ণের ডানদিকে "—" অথবা "ऽ" এইরূপ ড্যাস অথবা এস্ চিহ্ন বসে। যথা :—

ধা —<br>ধা ऽ } অর্থাৎ ধা হইল দুইমাত্রা।

(৪) " | " এইরূপ দাঁড়ি দ্বারা তালবিভাগ বুঝান হয়।

(৫) "×" এইরূপ ক্রস চিহ্ন দ্বারা সম্ বুঝান হয়।

(৬) "o" এইরূপ চিহ্ন দ্বারা ফাঁক বা খালী বুঝান হয়।

(৭) "২, ৩, ৪" এইরূপ সংখ্যা দ্বারা তালী বুঝান হয়।

## ॥ বিষ্ণুদিগম্বর তাললিপি পদ্ধতি ॥

(১) এক মাত্রার মধ্যে একটি বর্ণ হইলে বর্ণগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে লিখিয়া প্রতিটি বর্ণের নীচে "—" এইরূপ ড্যাস চিহ্ন দেওয়া হয়। যথা :— ধ্রা ধ্রি ন্রা ইত্যাদি।

(২) প্রতিটি বর্ণ দুইমাত্রার হইলে প্রতিটি বর্ণের নীচে "ഗ" এইরূপ চিহ্ন বসে। যথা :—ধি না ইত্যাদি।
ഗ ഗ

(৩) এক একটি বর্ণ অদ্ধমাত্রার হইলে প্রতিটি বর্ণের নীচে "০" এইরূপ চিহ্ন বসে। যথা :—ধা গে তে টে ইত্যাদি।
০ ০ ০ ০

(৪) এক একটি বর্ণ সিকিমাত্রা অর্থাৎ ¼ মাত্রার হইলে প্রতিটি বর্ণের নীচে "‿" এইরূপ অর্দ্ধবৃত্তাকার চিহ্ন বসে।
যথা :—ধা ধা তে টে ইত্যাদি।
‿ ‿ ‿ ‿

(৫) এক একটি বর্ণ ⅛ মাত্রার হইলে প্রতিটি বর্ণের নীচে "‿‿" এইরূপ দুইটি করিয়া অর্দ্ধবৃত্তাকার চিহ্ন বসে।
যথা :—ধে রে ধে রে কে টে তা ক ইত্যাদি।

(৬) এক একটি বর্ণ ⅙ মাত্রার হইলে প্রতিটি বর্ণের নীচে "◆◆◆" এইরূপ চিহ্ন বসে।
যথা :— ধা তে টে ইত্যাদি।
◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

(৭) এক একটি বর্ণ ১/৪ মাত্রার হইলে প্রতিটি বর্ণের নীচে "⌣⌣" এইরূপ চিহ্ন বসে। যথা :—

ধা গে না ধা তে টে

(৮) "১" এইরূপ চিহ্ন দ্বারা সম্ বুঝান হয়।

(৯) "+" এইরূপ চিহ্ন দ্বারা ফাঁক বা খালী বুঝান হয়।

(১০) সম্ ও ফাঁক ভিন্ন অন্য বিভাগগুলিতে মাত্রার সংখ্যা দেওয়া হয়।

নিম্নে উভয় পদ্ধতিতে চৌতালের ঠেকাকে লিখিয়া বুঝান হইল।

॥ ভাতখণ্ডে পদ্ধতিতে চৌতাল লিখিবার নিয়ম ॥

| ১ | ২ | | ৩ | ৪ | | ৫ | ৬ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধা | ধা | \| | দীন | তা | \| | কীট | ধা |
| × | | | ০ | | | ২ | |

| ৭ | ৮ | | ৯ | ১০ | | ১১ | ১২ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| দীন্ | তা | \| | তিট্ | কত | \| | গদি | গন্ |

॥ বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতিতে চৌতাল লিখিবার নিয়ম ॥

| ধা | ধা | দীন | তা | কী | ট | ধা | দীন | তা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | ০ | ০ | — | — | — |
| ১ | | + | | ৫ | | | + | |

| তি | ট | ক | ত | গ | দি | গ | ন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৯ | | | | ১১ | | | |

উপরিলিখিত উভয় তাললিপি পদ্ধতির মধ্যে বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতি অপেক্ষা ভাতখণ্ডে পদ্ধতি সহজ, সরল ও সর্ব্বাধিক প্রচলিত।

# ॥ কয়েকটি তালের ঠেকা ॥

## ॥ ধূমালী তাল ॥ ৮ মাত্রা ॥

| ১ | ২ | | ৩ | ৪ | | ৫ | ৬ | | ৭ | ৮ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধা | ধিন | \| | না | তিন | \| | তেরেকেটে | ধিন | \| | ধাগে | তেরেকেটে | \| |
| × | | | ২ | | | ০ | | | ৩ | | |

## ॥ খেমটা তাল ॥ ১২ মাত্রা ॥

| ১ | ২ | ৩ | | ৪ | ৫ | ৬ | | ৭ | ৮ | ৯ | | ১০ | ১১ | ১২ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| খে | টে | ধী | \| | না | তী | না | \| | তে | টে | ধী | \| | না | তী | না | \| |
| × | | | | ২ | | | | ০ | | | | ৩ | | | |

## ॥ যৎ তাল ॥ ১৬ মাত্রা ॥

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধা | s | ধিন | s | \| | ধা | ধা | ধিন | s | \| |
| × | | | | | ২ | | | | |
| ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | |
| তা | s | তিন | s | \| | ধা | ধা | ধিন | s | \| |
| ০ | | | | | ৩ | | | | |

## ॥ আদ্ধা তাল ॥ ১৬ মাত্রা ॥

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধা | ধিন | s | ধা | \| | ধা | ধিন | s | ধা | \| |
| × | | | | | ২ | | | | |
| ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | |
| ধা | তিন | s | তা | \| | তা | ধিন | s | ধা | \| |
| ০ | | | | | ৩ | | | | |

॥ পাঞ্জাবী তাল ॥ ১৬ মাত্রা ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ধা ১ধি ১ক ধা | ধা ১ধি ১ক ধা |
× ২

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
ধা ১তি ১ক তা | তা ১ধি ১ক ধা |
০ ৩

॥ পঞ্চম সওয়ারী ॥ ১৫ মাত্রা ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
ধী না ধীধী | কত ধীধী নাধী ধীনা |
× ২

৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
তীক্র তীনা তেরেকেটে তুনা | কত্তা ধীধী নাধী ধীন
০ ৩

॥ গজঝম্পা ॥ ১৫ মাত্রা ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ধা ধিন নক তক | ধা ধিন নক তক |
× ২

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
তিন নক তক | তিট কত গদি গন |
০ ৩

॥ মত্তভাল ॥ ১৮ মাত্রা ॥

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধা | ঃ \| | ঘি | ড় \| | ন | ক \| | ঘি | ড় \| |
| × | | ০ | | ২ | | ৩ | |

| ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ন | ক \| | তি | ট \| | ক | ৎ \| | গ | দি \| | গ | ন \| |
| ০ | | ৪ | | ৫ | | ৬ | | ৭ | |

## ॥ সেতারের কয়েকটি পরিভাষা ॥

### ॥ তরব ॥

কোন কোন সেতারের সাতটি তারের নীচে চিকারীর তারের মত কতকগুলি সরু তার লাগান থাকে। এই তারগুলিকে তরব বলে এবং ঐ সেতারকে তরবদার সেতার কহে। তরবের তারগুলি রাগে ব্যবহৃত স্বর অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্বরে মিলান হইয়া থাকে। এই তারগুলি হইতে উত্থিত ধ্বনি মূল তারের রচিত স্বরকে অধিকতর মাধুর্য্যমণ্ডিত করে।

### ॥ জোড় ॥

সেতারের আলাপের এক অংশকে জোড় বলা যাইতে পারে। প্রথমে বিলম্বিত লয়ে কিছুক্ষণ আলাপ করিবার পর একটু লয় বাড়াইয়া জোড়ের কাজ করা হয়। রাগকে বিভিন্ন স্বরসমষ্টি দ্বারা বৈচিত্রপূর্ণ করিয়া তোলাই হইল জোড়ের কাজ। জোড় বাজাইবার সময় লয় ক্রমশঃ বাড়াইয়া দেওয়া হয়। জোড়ের পর আসে ঝালার কাজ ও তাহার পর গত আরম্ভ করা হয়।

## ॥ অনুলোম ॥

ইহা মীড়ের ক্রিয়া। সেতারে বাম হস্তের অঙ্গুলী কোন পর্দার উপর রাখিয়া মিজরাব দ্বারা তারে আঘাত করিবার পর মীড় টানা হইলে তাহাকে অনুলোম মীড় কহে।

## ॥ বিলোম ॥

অনুলোম মীড়ের বিপরীত তারটিকে আগে টানিয়া পরে মিজরাব দ্বারা আঘাত করিয়া মীড় টানা হইলে তাহাকে বিলোম মীড় কহে।

## ॥ গমক ॥

মধুর ও গাম্ভীর্যের সহিত কোন স্বরকে বিশেষভাবে দুলাইয়া দুলাইয়া উচ্চারণ করিলে তাহাকে গমক কহে। যেমন—সাsss, রে-ঃঃ ইত্যাদি।

## ॥ সুত বা ঘসীট ॥

যখন একটি স্বর হইতে অপর একটি স্বরে যাইবার সময় তারের উপর দিয়া আঙুল ঘষিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তখন তাহাকে সুত বা ঘসীট বলা হয়। যেমন সা হইতে প পর্যন্ত যাইবার সময় সা ও প ভিন্ন অন্তবর্তী স্বরগুলির কোন আওয়াজ শোনা যাইবে না। এই ক্রিয়া বেহালা, সারেঙ্গী এসরাজ প্রভৃতি গজ বা ছড়ি দ্বারা বাজান যন্ত্রে বাজাইলে তাহাকে বলা হয় সুত এবং সেতার, বীণা প্রভৃতি মিজরাব দ্বারা বাজান যন্ত্রে বাজাইলে তাহাকে বলা হয় ঘসীট।

## ॥ মুর্কী ॥

ইহাকে একপ্রকার কণ বা স্পর্শ স্বর বলা হয়॥ একই প্রহারে তিনটি স্বর দ্রুত গতিতে বাজাইলে তাহাকে মুর্কী কহে।

যেমন—ᐟরসানি।

## ॥ গিটকারী ॥

একই প্রহারে চারিটি স্বর দ্রুতগতিতে বাজাইলে তাহাকে গিটকারী কহে। যেমন :—নিসারেসা, মপধপ ইত্যাদি।

## ॥ খটকা ॥

একই প্রহারে দুইটি স্বর বার বার বাজাইলে তাহাকে খটকা কহে। যেমন :—সারেসারে সারেসারে, রেগরেগরেগরেগ ইত্যাদি।

## ॥ ছুট ॥

ইহা তানের এক প্রকার। তার সপ্তকের কোন স্বরে অল্প থামিয়া ঐ স্বর হইতে অবরোহক্রমে দ্রুতগতিতে নামিয়া আসিলে তাহাকে ছুট কহে। যেমন—র্সা- র্সানি ধপ মগ রেসা।

## ॥ কসবী ॥

সুযোগ্য গুরুর নিকট হইতে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যকে কসবী বলা হয়।

## ॥ অতাঙ্গ ॥

যথাযথভাবে কিংবা নিয়মিত ভাবে গুরুর নিকট হইতে শিক্ষালাভ না করিয়া যিনি অপরের গান বাজনা শুনিয়া নিজের স্বাভাবিক প্রতিভাবলে পারদর্শী হইয়া উঠেন তাঁহাকে অতাঙ্গ বলা হয়।

## ॥ লাগডাঁট ॥

কোন রাগবাচক স্বর অথবা রাগের মুখ্য স্বরসমুদয় বার বার প্রয়োগ করাকে লাগডাঁট বলা হয়।

আবার অন্য মতে—

আরোহের ঘসীটকে লাগ ও অবরোহের ঘসীটকে ডাঁট বলা হয়। যেমন সা হইতে প পর্যন্ত আরোহক্রমের ঘসীটকে বলা হয় লাগ এবং প হইতে সা পর্যন্ত অবরোহক্রমের ঘসীটকে বলা হয় ডাঁট।

## ॥ পুকার ॥

যখন একই স্বরসমষ্টি বিভিন্ন সপ্তকে গাওয়া বা বাজান হয় তখন তাহাকে পুকার বলা হয়। যেমন—গংগংরেসা—গগরেসা।

## ॥ লড়গুথাব ॥

তবলার রেলার মত কয়েকটি স্বরকে একসঙ্গে গ্রথিত করিলে তাহাকে লড়গুথাব্ বলা হয়।

## ॥ তারপরণ ॥

রাগের বাদা সমবাদী এবং রাগবাচক স্বরগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাখোয়াজের পরণের সহিত সেগুলি প্রয়োগ করিয়া বাজানকে তারপরণ বলা হয়। তারপরণ সাধারণতঃ সুরবাহারে বাদিত হয়।

## ॥ কৃন্তন ॥

সেতারের কোন তারকে বামহাতের তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীর দ্বারা দুইটি পাশাপাশি পর্দায় চাপিয়া মধ্যমাঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা তারটিকে নিম্নদিকে কাটিয়া লইলে যে ধ্বনির উৎপত্তি হয় তাহাকে কৃন্তন কহে। যে পর্দায় তর্জনী চাপা থাকে সেই পর্দার আওয়াজই বিশেষভাবে শোনা যায়।

—০—

# ॥ জীবন পরিচয় ॥

## স্বামী হরিদাস

হিন্দুস্থানী গায়ন পদ্ধতির প্রচলন দ্বারা ভারতীয় সঙ্গীতের রক্ষণ-বর্ধনের জন্য হরিদাস স্বামীর নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া আছে। ভক্ত-জনের মধ্যে তিনি "ললিতাবতার" নামে প্রসিদ্ধ। স্বামী হরিদাসের জন্মকাল সম্বন্ধে 'গুরু পুণালিকা' গ্রন্থে সহচরিশরণ লিখিয়াছেন—

ভাদোঁ শুক্লা অষ্টমী মনহর পুণি বুধবার পুণীতা।
সম্বৎ পন্দ্রহসৌ সৈসিতকা, তা বিচ্ উচিৎ সুমীতা॥

ভাদ্রমাসের শুক্লা অষ্টমী বুধবারে সংবৎ ১৫৬৭ সালে স্বামী হরিদাসের জন্ম হয়। অপর মতে, স্বামী হরিদাসের জন্ম হয় সংবৎ ১৫৬৯ সালের পৌষ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে। হরিদাসের মাতা-পিতা সাধু সন্ন্যাসীর ভক্ত ছিলেন এবং স্বামী হরিদাসও বাল্যকাল হইতে সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি অনুরক্ত হন। তাঁহার পিতা স্বামী আশুধীর পাঞ্জাবের অন্তবর্তী মূলতানের নিকটস্থ উচ্চগ্রাম নিবাসী ছিলেন। হরিদাসের মাতার নাম ছিল গঙ্গা। কিছুকাল পরে স্বামী আশুধীর পত্নীসহ উত্তর প্রদেশের আলিগড় জেলায় খৈরবালী সড়কে খেরেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের নিকটে বাসস্থান স্থাপন করেন। এই গ্রামেই হরিদাসের জন্ম হয় এবং পরবর্তীকালে এই গ্রামটি হরিদাস-পুর নামে পরিচিত হয়।

স্বামী হরিদাস সঙ্গীতের প্রতি সহজাত অনুরক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে তাঁহার সঙ্গীতপ্রীতি কৃষ্ণভক্তিতে লীন হইয়া যায়। মাত্র বিশ বৎসর বয়সে হরিদাসের পত্নী হরিমতির দেহান্ত হয়।

অতঃপর সংসার ভাবনামুক্ত হরিদাস ২৫ বৎসর বয়সে রাধাষ্টমীর দিন নিজ পিতার নিকট দীক্ষা লইয়া বৃন্দাবনবাসী হন এবং নিধুবন নিকুঞ্জে এক কুটির নির্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। স্বামীজীর অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। যেমন, কূপে পতিত এক ব্যক্তিকে তিনি শুধুমাত্র রাধা নাম জপ করিয়াই উদ্ধার করিযাছিলেন। আলিগড়ের নবাবের মৃত পুত্রকে পুনর্জীবিত করিযাছিলেন।

তৎকালে উত্তর ভারতে ব্রজভাষা প্রচলিত ছিল এবং স্বামীজী এই মধুর ব্রজভাষায় গীত রচনা করিতেন। "নাদবিনোদ" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বৈজু গোপাললাল, মদনরায়, রামদাস, দিবাকর পণ্ডিত সোমনাথ পণ্ডিত, তন্না মিশ্র (তানসেন), রাজা সৌরসেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গায়কেরা স্বামী হরিদাসের শিষ্য ছিলেন। কথিত আছে উল্লিখিত শিষ্যগণের মধ্যে প্রথম চারজন এবং সোম পণ্ডিত দিল্লীবাসী হন। রাজা সৌরসেন পাঞ্জাবে এবং তানসেন রেওয়া রাজ্যে চলিয়া যান। স্বামীজীর এই শিষ্যেরা অসংখ্য নূতন ধ্রুপদ ধামার, ত্রিবিট, তরানা, রাগমালা, চতুরঙ্গ প্রভৃতি এবং বহু নূতন রাগ রচনা করেন। স্বামী হরিদাসের এই শিষ্যবর্গ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে হিন্দুস্থানী গায়ন পদ্ধতির প্রচার ও প্রসার করেন। সঙ্গীত সম্রাট তানসেন প্রথমে বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত রেওয়া রাজ্যে ও পরে সম্রাট আকবরের রাজদরবারে স্বামীজীর সঙ্গীত প্রতিভার নিদর্শন প্রচার করেন। ইহাতে বাদশাহ আকবর এতই মুগ্ধ হন যে তিনি স্বয়ং বৃন্দাবনে গিয়া স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। স্বামী হরিদাসের গান শুনিবার জন্য তখনকার দিনের বড় বড় রাজা মহারাজা

বৃন্দাবনের কুটিরে সমাগত হইতেন। স্বামীজী গীত, বাদ্য এবং নৃত্য তিন বিদ্যাতেই পারদর্শী ছিলেন।

আজকাল বৃন্দাবনে যে রাসলীলা প্রচলিত আছে, উহা স্বামী হরিদাসেরই অবদান। রাসলীলার যে পরিপাটি পদ এবং গায়ন-পদ্ধতি আজও শুনিতে পাওয়া যায় স্বামীজীই তাহার প্রথম প্রচলন করেন। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে স্বামী হরিদাস দেহরক্ষা করেন।

## 'শার্ঙ্গদেব

সঙ্কলয়িতা সঙ্গীত শাস্ত্রীগণের মধ্যে শার্ঙ্গদেবের স্থান এদেশে সর্বোচ্চে স্থিত। তাঁহার পিতামহ শোঢল কাশ্মীর নিবাসী ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি দাক্ষিণাত্যবাসী হন। ভাস্করের পুত্র শোঢল দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি বা দৌলতাবাদের যাদববংশীয় নৃপতির আশ্রয়ে বসবাস করেন। তাঁহার পুত্র শার্ঙ্গদেবও যাদবরাজের আশ্রয়ে বাস করিতেন।

আচার্য শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির নাম হইল "সঙ্গীত রত্নাকর"। এই গ্রন্থের এক টীকাকার সিংহভূপাল বলিয়াছেন যে শার্ঙ্গদেবের সময়ে সকল প্রকার সঙ্গীত পদ্ধতি এবং ভরত ইত্যাদির গ্রন্থসমূহ দুর্বোধ্য হওয়ার কারণে দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছিল। শার্ঙ্গদেব এগুলিকে উদ্ধার করিয়া সুবোধ্য করিয়া তুলেন। সদাশিব. শিবা, ব্রহ্মা, ভরত, কশ্যপ, মতঙ্গ, যাষ্টিক, দুর্গা, শক্তি, শার্দুল, কোহল, বিশাখিল, দত্তিল, কম্বল, অশ্বতর, বায়ু, বিশ্বাবসু, রম্ভা, অর্জুন, নারদ, তুম্বরু, আঞ্জনেয়, মাতৃগুপ্ত, রাবণ, নন্দিকেশ্বর, স্বাতি, গণ, বিন্দুরাজ, ক্ষেত্ররাজ, রাহল, রুদ্রট, নান্যদেব,

ভোজ, পরমর্দী, সোমেশ্বর, জগদিক, ভরতনাট্যশাস্ত্রের ভাষ্যকার লোল্লট, উদ্ভট, শঙ্কু, অভিনবগুপ্ত, কীর্তিধর এবং আরও অন্যান্য সঙ্গীত বিশারদের মত সংগ্রহ করিয়া শার্ঙ্গদেব তাঁহার সঙ্গীত রত্নাকর রচনা করেন।

খৃষ্টাব্দ ১২ হইতে ০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সঙ্গীত রত্নাকর সঙ্কলিত হয়। কেশব, সিংহভূপাল এবং কল্লিনাথ সংস্কৃত ভাষায় ও বিঠ্‌ঠল তেলেগু ভাষায় এই গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

সঙ্গীত রত্নাকরে প্রাচীনকাল হইতে শার্ঙ্গদেবের কাল পর্যন্ত প্রচলিত সঙ্গীত সমূহের বর্ণনা নিবদ্ধ আছে। ইহাতে স্বরাধ্যায়, রাগাধ্যায়, প্রকীর্ণকাধ্যায়, প্রবন্ধাধ্যায় তালাধ্যায়, বাদ্যাধ্যায়, এবং নৃত্যাধ্যায় এই কয়টি পরিচ্ছেদ আছে। পরবর্তীকালের প্রায় সকল গ্রন্থকারই শার্ঙ্গদেবের নিকট ঋণী। কল্লিনাথ এবং সিংহভূপাল সঙ্গীত রত্নাকরের টীকাভাষ্য রচনা করেন।

আধুনিক মেলপদ্ধতি এবং ঠাট পদ্ধতি মাথায় রাখিলে রত্নাকর বর্ণিত জাতি এবং রাগ নির্ণয় সম্যক অনুধাবন করা কখনই সম্ভব নয়। শার্ঙ্গদেব তুরস্কটোড়ী এবং তুরস্কগৌড় নামক দুইটি রাগের উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ তাঁহার যুগে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত সঙ্গীতের উপর মুসলমান প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। রত্নাকর বর্ণিত অনেক রাগের নামেই দেখা যায় যে মালব, গৌড়, কর্ণাট, বঙ্গাল, দ্রাবিড়, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণ, গুর্জর প্রভৃতি দেশের নাম যুক্ত করা হইয়াছে।

## মানসিংহ তোমর

ভারতবর্ষে সঙ্গীতকলাক্ষেত্রে গোয়ালিয়র এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এখানকার তোমর বংশীয় রাজারা খৃষ্টীয়

প্রথম শতাব্দী হইতেই সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিতেছেন। এই তোমর বংশের নৃপতি মহারাজা মানসিংহ স্বয়ং বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। মানসিংহের রাজত্বকালে (১৪৮৬-১৫১৮ খৃঃ) বৈজু, বখ্শু, চরজু ভগবান ধোংড়ু, রামদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতকলাবিৎ গোয়ালিয়র রাজদরবারে উপস্থিত থাকিতেন।

তৎকালে সাধারণ শ্রোতাদের মধ্যে মার্গ সঙ্গীতের সমাদর হ্রাস পাইতে থাকিলে মুলতানের শেখ বহাউদ্দীন জ্যাকেরিয়া রাগের মিশ্রনে নূতন নূতন গান রচনা করিয়া জনসাধারণকে সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহী করিয়া তুলিবার প্রয়াস করেন। গুজরাটের সুলতান হুসেন ভারতীয় রাগগুলিকে ইরানী ঢঙে পরিবেশন করিতে থাকেন। তখন ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য রাজা মানসিংহ ধ্রুপদী গায়নের ধারা প্রচারে উদ্যোগী হন। তিনি আপনার দরবারস্থ এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ কলাবিদ্‌গণের সহায়তার রাগের সংখ্যা, প্রকার-ভেদ এবং ব্যাখ্যা ইত্যাদি সংগ্রহ এবং সঙ্কলিত করিয়া "মানকুতূহল" নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ফকিরউল্লা ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থটির একটি ফার্সী অনুবাদ 'সঙ্গীতদর্পণ" নাম দিয়া প্রকাশ করেন। ধ্রুপদ সঙ্গীতকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা মহারাজা মানসিংহের অক্ষয় কীর্তি। মহারাজ মানসিংহ শুধুমাত্র সঙ্গীতজ্ঞই ছিলেন না, উচ্চ পর্যায়ের সাহিত্যিক গুণসম্পন্নও ছিলেন। "মানকুতূহল" গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত তাঁহার রচিত গানের পদগুলি তাহার প্রমাণ। মহারাজা মানসিংহ কর্তৃক ধ্রুপদ প্রচারের চেষ্টা সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া ফকির-উল্লা "রাগদর্পণ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"মানসিংহের এই অভিনব প্রচেষ্টার জন্য সঙ্গীতশাস্ত্র বিশেষতঃ

গায়নকলা তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিবে। পূর্ববর্তী গায়কগণের মধ্যে মানসিংহের তুল্য গায়ন বিশারদ কদাচিৎ মেলে এবং পরমাত্মার কী অপার লীলা যে তাঁহার তুল্য ধ্রুপদ গীত রচনা করা অপরের পক্ষে, অসম্ভব।"

"মানকুতূহল" গ্রন্থের মুল পুঁথি পাওয়া যায় না। শ্রেষ্ঠ বাণীকার কে?—এ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে "মানকুতূহল" গ্রন্থে রাজা মানসিংহ লিখিয়াছেন—

"শ্রেষ্ঠ গায়ক এবং গীত রচয়িতার পক্ষে ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার, রস, ভাব, দেশাচার, লোকাচার সম্বন্ধে উত্তম জ্ঞান থাকা আবশ্যক; তাঁহাকে শব্দশাস্ত্র বিষয়ে প্রবীণ হইতে হইবে। তাঁহার রুচি কলানুবর্তী হইবে এবং তিনি সময়ের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহার গীত বিচিত্র এবং রমণীয় হওয়া আবশ্যক। প্রাচীন গীতসমূহ তাঁহার কণ্ঠস্থ থাকিবে এবং তিনি সঙ্গীত, নৃত্য ও বাদ্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হইবেন।"

কথিত আছে যে, গোয়ালিয়র হইতে ৯১ মাইল দূরবর্তী রাই গ্রামের এক দরিদ্র গুর্জর কন্যা মৃগনয়নীর রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া মানসিংহ তাহাকে বিবাহ করেন। রাজা মানসিংহ একদা মৃগয়া উপলক্ষে ঐ গ্রামে গেলে দেখিতে পান যে তরুণী মৃগনয়নী একটি প্রকাণ্ড মহিষকে তাহার শিং ধরিয়া সবলে বশে আনিতেছে। তরুণীর এই অপূর্ব সাহস ও বীর্যবত্তা দেখিয়া মহারাজা মানসিংহ তাহাকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। মৃগনয়নী তখন এই সর্তে বিবাহে সম্মত হন—(১) তাঁহার জন্য পৃথক মহল নির্মাণ করিয়া দিতে হইবে। (২) তাঁহার গ্রামে এক খাল খনন করিয়া করিয়া উহার বিশুদ্ধ জল

তাঁহার মহলে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মানসিংহ এই সর্তে সম্মত হন। মানমন্দিরের নিকটে "গুজরীমহল" নামে এক প্রাসাদ নির্মিত হয়। একটি ছোট্ট খাল দ্বারা রাইগ্রাম হইতে গোয়ালিয়রে গুজরীমহলে জলসরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। রাণী মৃগনয়নী সঙ্গীত শিক্ষালাভের বাসনা প্রকাশ করেন এবং বৈজু বাওরার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। রাণীর নামানুসারে গুজরী-টোড়ী, মঙ্গল গুজরী ইত্যাদি রাগ রচিত হয়।

## ব্যঙ্কটমখী

সঙ্গীতবিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "চতুর্দণ্ডিপ্রকাশিকা"র রচয়িতা ব্যঙ্কটমখী কলাবিদগণের মধ্যে সমধিক খ্যাত। ইঁহার পূর্ণ নাম হইল পণ্ডিত ব্যঙ্কটেশ। ব্যঙ্কটেশের পিতার নাম গোবিন্দ দীক্ষিত ও মাতার নাম নাগমাংবা। গোবিন্দ দীক্ষিত নায়ক বংশের শেষ রাজা বিজয়-রাঘবের দেওয়ান ছিলেন। বিজয়রাঘবের রাজধানীর নাম ছিল তঞ্জাবর (তাঞ্জোর)। ঐতিহাসিকগণের মতে বিজয়রাঘব ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। শৌর্যবীর্যশালী এই রাজা সাহিত্য ও ললিতকলা প্রেমিক ছিলেন এবং তিনি পণ্ডিত ব্যঙ্কটেশকে নিজের দরবারের গায়করূপে গ্রহণ করেন। অনুকূল পরিবেশ লাভ করিয়া আপনার সাধনার গুণে ব্যঙ্কটেশ অচিরেই পারদর্শী হইয়া উঠেন এবং "চতুর্দণ্ডিপ্রকাশিকা" নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। দাক্ষিণাত্য সঙ্গীত পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনায় এই গ্রন্থটির স্থান সর্বোচ্চে। বর্তমানকালেও এই গ্রন্থটি প্রচলিত আছে।

পণ্ডিত [illegible]টমখী গুরুপরম্পরায় শার্ঙ্গদেবের সহিত সম্পর্কিত। তাঁহার গুরুর নাম শ্রীতানপ্পাচার্য এবং তাঁহার পিতৃগুরুর নাম ছিল শ্রীহৌনের্ঘাচার্য। [illegible]র নিকট শিক্ষা সমাপনান্তে ব্যঙ্কটেশ গান গাহিবার সময় সর্বপ্রথমে গুরুবন্দনা সম্বন্ধীয় এক গীত "গন্ধর্ব জনতা সর্ব" রচনা করেন। এই গীত আজও ঐ অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তঞ্জাবর নগরে এই সঙ্গীত সাধক দেহরক্ষা করেন।

## ভরত

আচার্য ভরত সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। তাঁহার 'ভরত নাট্যশাস্ত্র" নামক গ্রন্থটি প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থ হিসাবেই সম্মান্য এবং সর্বজন সমাদৃত। পরবর্তী বহু পণ্ডিত ভরত নাট্যশাস্ত্রের টীকা-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। নাট্যশাস্ত্র বিষয়ে আদি উপদেষ্টা ভরতের নামানুসারে নট বা অভিনেতাগণও নিজেদের ভরত নামে অভিহিত করিতে থাকেন। এইজন্যই দেখা যায় যে সংস্কৃত পরিভাষা বিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ অভিধান গ্রন্থ "অমর কোষে" নট অর্থে ভরত শব্দটি উল্লিখিত হইয়াছে। অভিনয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নামও ভরত হইয়া গিয়াছে। সঙ্গীতশাস্ত্রী মতঙ্গ ভরতকে আপনার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য ভরত লিখিত সঙ্গীত বিষয়ক সিদ্ধান্ত বিশেষতঃ স্বরের শ্রুতি ও গ্রামভেদ সমগ্র ভারতবর্ষে মান্য করা হয়। দত্তিল, কোহল, মতঙ্গ, অভিনবগুপ্ত, হরিপাল, শার্ঙ্গদেব প্রভৃতি লেখক প্রধানতঃ ভরতপন্থী।

ভরত তাঁহার "নাট্যশাস্ত্র" গ্রন্থে নাট্যবিষয়ক সকল অঙ্গেরই আলোচনা করিয়াছেন। ভরত প্রতিপাদিত শ্রুতি বিষয়ক সিদ্ধান্তের উপর সকল প্রকার ভারতীয় সঙ্গীতের জাতি নির্ণয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আচার্য ভরতের সিদ্ধান্ত সমূহ সার্বভৌম এবং সার্বদেশিক। জাতি নির্ণয় ব্যতীত আচার্য ভরত শুদ্ধগ্রাম রাগের নাম নির্দেশ করিয়া নাট্যকলায় উহাদের প্রয়োগবিধি স্থির করিয়াছেন। এগুলি হইল সাতটি শুদ্ধগ্রাম রাগ, ষড়জগ্রাম, ( রাগবিশেষ ), মধ্যমগ্রাম (রাগবিশেষ ), সাধারিত পঞ্চম, কৈশিক, শুদ্ধ ষাড়ব এবং কৈশিক মধ্যম। এই সাতটি শুদ্ধ রাগের লক্ষণ এবং উদাহরণ পরবর্তী লেখকেরা উল্লেখ করিয়াছেন।

ভরত তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে জাতি অবস্থা এবং রাগ অবস্থার পরিবর্তনের কিছু কারণ সম্পর্কেও বিচার করিয়াছেন। মহর্ষি ভরত নিজের পুত্রদের নাট্যবেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহারা নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী নাটকের বিভিন্ন অঙ্গ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। নাট্যশাস্ত্রে যে সকল সূত্র ভরত সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছিলেন সেগুলিকে স্পষ্ট এবং ব্যাখ্যা বিশদ করিবার ভার তিনি পুত্র কোহলের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে কোহল "উত্তরতন্ত্র" বা প্রস্তারতন্ত্র নাম দিয়া ভরতসিদ্ধান্ত সমূহের বিস্তারিত আলোচনামূলক গ্রন্থ রচনা করেন।

ভরত এবং তাঁহার শিষ্যগণের দ্বারা প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত সমূহ সঙ্কলন করিয়া শারদাতনয় "পঞ্চ ভারতীয়" নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন

মহর্ষি ভরত "চিত্রা" এবং "বিপঞ্চী" নামে দুইটি তন্ত্রীবাদ্যের উল্লেখ-

করিয়াছেন। "চিত্রা"র তার সংখ্যা সাত এবং এগুলি যথাক্রমে সাতটি স্বরের সহিত মিলান হইত। ভরত "মত্তকোকিলা" নামে এক প্রকার বীণার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে একুশটি তার তিনটি সপ্তকে বিন্যস্ত হইত। ভরতের সময়ে বীণায় কোন সারিকা বা পর্দা থাকিত না। প্রত্যেকটি স্বরের জন্য পৃথক পৃথক তার ব্যবহৃত হইত।

## অহোবল

সঙ্গীত বিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "সঙ্গীত পারিজাত" রচয়িতা পণ্ডিত অহোবল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবির্ভূত হন। পণ্ডিতগণের মতানুসারে পণ্ডিত অহোবল দাক্ষিণাত্যবাসী দ্রবিড় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তার পিতা শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং তিনি তার পুত্রকে সংস্কৃত ভাষা সযত্নে শিক্ষাদান করেন। অহোবল সঙ্গীতের শাস্ত্রীয় তত্ত্ব এবং ক্রিয়াত্মক বিষয়েও সবিশেষ শিক্ষা লাভ করেন।

বয়োপ্রাপ্তির পর তিনি উত্তর ভারতে উপস্থিত হন এবং ধনবড় নামক নগরে বাস করিতে থাকেন। এই নগরের রাজা কলা-প্রেমিক ছিলেন এবং তিনি গুণীজনকে বিশেষভাবেই সমাদর করিতেন। এই রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় পণ্ডিত অহোবল উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন এবং প্রভূত দক্ষতা অর্জন করেন। পণ্ডিত লোচনের সঙ্গীতশাস্ত্র এই সময়ে তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেন।

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে বুৎপত্তিলাভ করিবার পর পণ্ডিত অহোবল ধনবড় রাজসকাশে উপস্থিত হন এবং আপনার গায়ন-কুশলতা প্রদর্শন

করেন। রাজদরবারের জ্ঞানী গুণীজন সকলেই পণ্ডিত অহোবলের প্রতিভা-সামর্থ স্বীকার করেন এবং রাজা তাঁহাকে দরবারের 'ারিষদরূপে গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কান সময়ে পণ্ডিত অহোবল "সঙ্গীত পারিজাত" গ্রন্থ রচনা সম্পন্ন .রেন। এই গ্রন্থ উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ে লিখিত এবং ইহা 'চিরেই সমাদৃত হয়। পণ্ডিত অহোবল বীণার তারের দৈর্ঘ্যের বভিন্ন ভাগে ১২টি স্বরের সংস্থান সর্ব্বপ্রথম নিশ্চিতভাবে নির্দেশ ারেন এবং সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতজনেরা ইহা মানিয়া লন। ঊনবিংশ াব্দাতীতে গণিতজ্ঞ এবং পদার্থশাস্ত্র বিজ্ঞানীদের সহায়তায় পাশ্চাত্ত্য 'ণ্ডিতগণ এই কার্য সম্পন্ন করেন এবং অহোবলের মতের যাথার্থ্য !তিপন্ন হয়। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বেই যে পণ্ডিত অহোবল এইরূপ ত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা ভাবিলে চমৎকৃত ়তে হয়।